সুমন্ত আসলাম

ডানাপটে ডাবল

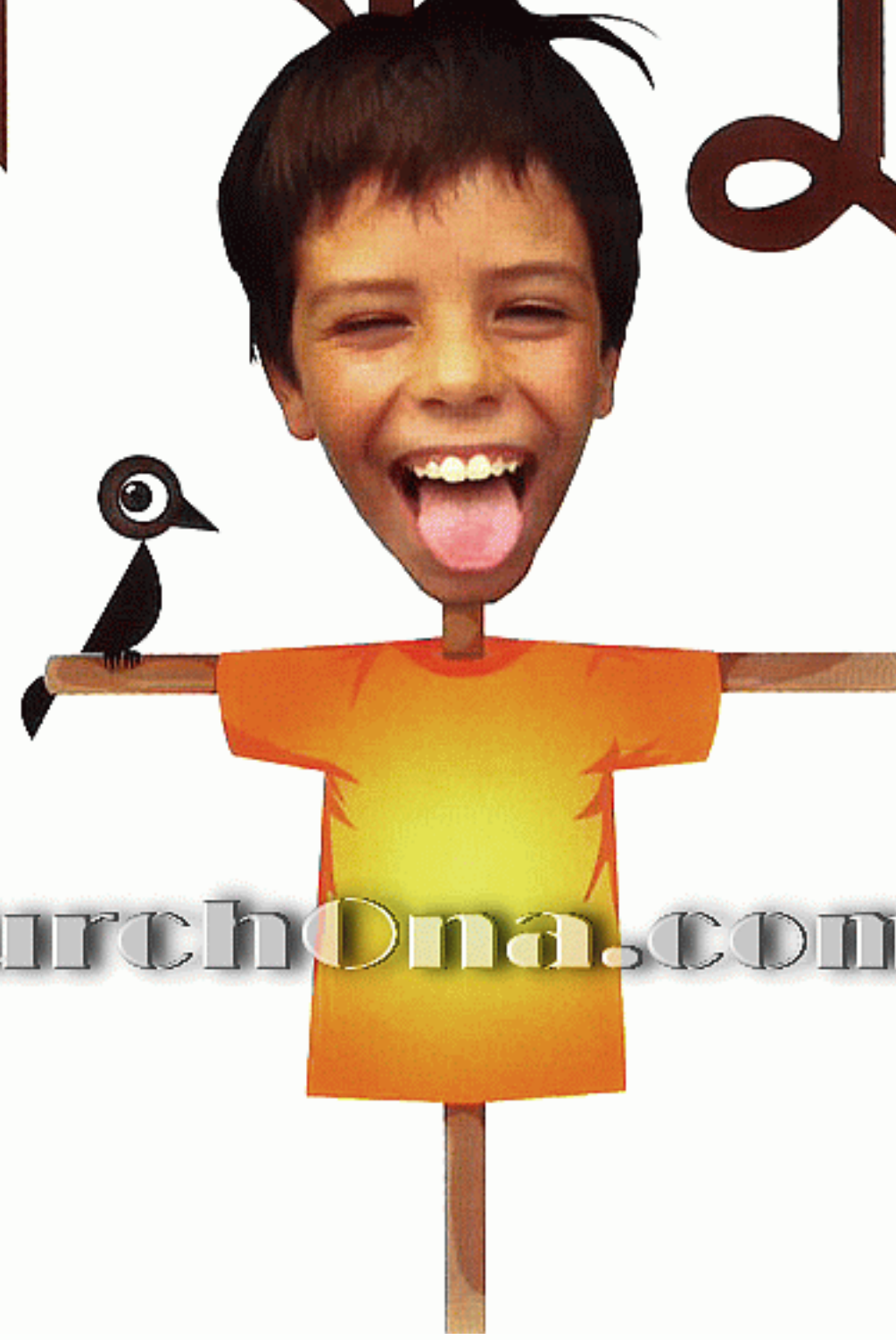

www.MurchOna.com
মূর্চনা

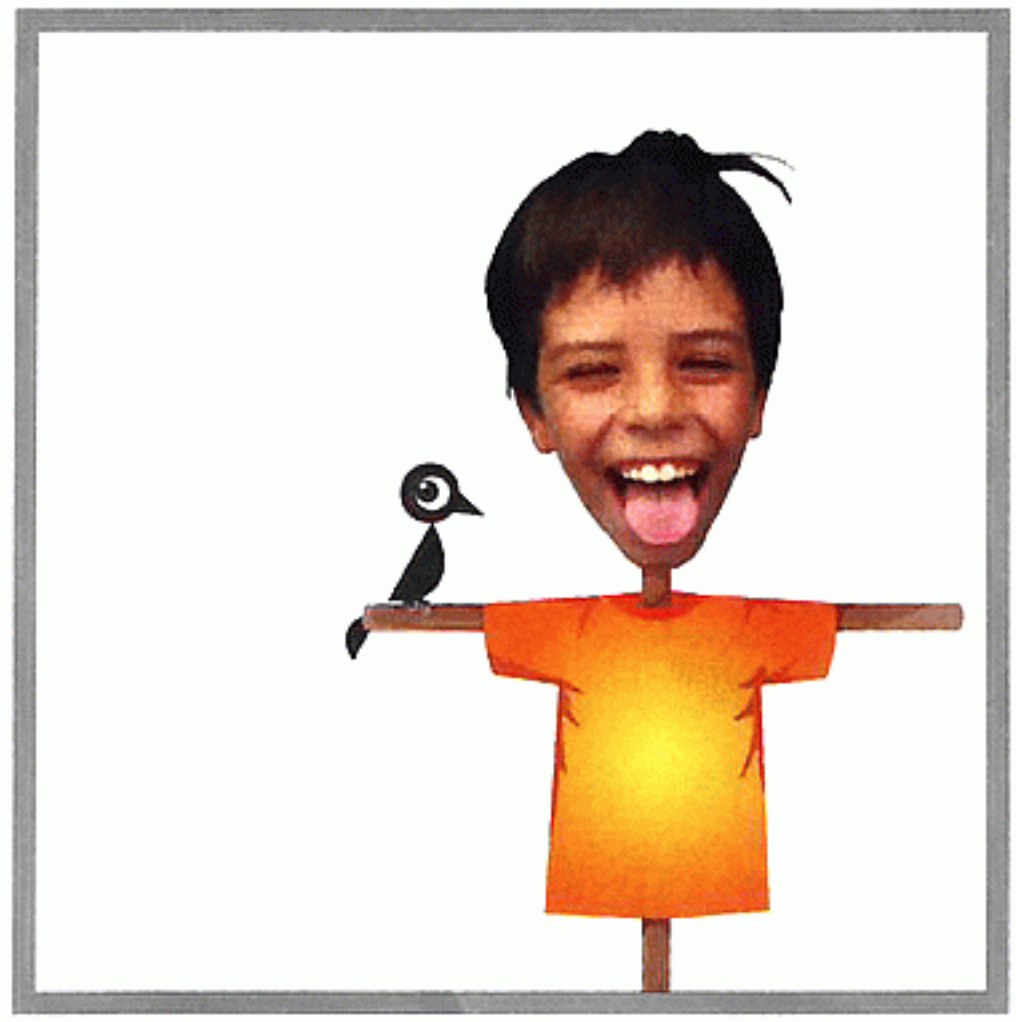

মায়ের মৃত্যুর তিন মাস পর ডাবলুর বাবা একদিন মাঝরাতে ওকে ডেকে তুলে বললেন, 'এটা হচ্ছে তোর নতুন মা।'

সামনে দাঁড়ানো মেয়েটাকে দেখে মাথাটা নিচু করে ফেলে ডাবলু, ভীষণ কষ্ট পায় সে। ভীষণ সমস্যাও।

তার চেয়েও বড় একটা সমস্যা হচ্ছে—স্কুলে নতুন আর একটা স্যার আসছেন। স্যারটা আসছেন—তাদের দুষ্টুমি বন্ধ করার জন্য, সবধরনের আনন্দ বন্ধ করার জন্য। চিন্তায় ওরা অস্থির হয়ে যায়। যদিও এর আগে এরকম তিনটা স্যার এসেছিলেন স্কুলে। তাদেরকে বিভিন্ন অদ্ভুত উপায়ে তাড়ানো হয়েছিল স্কুল থেকে। চিন্তা হচ্ছে—নতুন যে স্যারটা আসছেন, তাকে কীভাবে তাড়ানো হবে?

ডাবলুদের ক্লাস সিক্সে এরই মধ্যে নতুন একটা ছাত্র এসে ভর্তি হয়, সে আবার পাঁচ ফুটের চেয়ে বেশি লম্বা, বয়সও ওদের চেয়ে বেশি। অদ্ভুত সেই ছেলেটার নাম সম্রাট। কথা বলার সময় মুখ দিয়ে লালা পড়ে তার, কথাও বলে বাচ্চাদের মতো। কিন্তু সে আসার পর অনেক কিছু বদলে যায় স্কুলে। দিলু নামে যে মাস্তান ছেলেটা আছে তাকে একদিন প্যাদানি দেয় সম্রাট, ডাবলুরাও অনেক কিছু করতে পারে না ওর জন্য। অথচ ডাবলুদের সঙ্গে সম্রাটের খুব ভাল সম্পর্ক।

কিছুই বুঝতে পারে না ডাবলুরা। সব কিছু কেমন যেন হয়ে যায়। কিন্তু ওরা জানে না—শেষ পর্যন্ত ওদের জন্য কী অপেক্ষা করছে। অবাক করা কিছু, অদ্ভুত রকমের কিছু!

মাঝে মাঝে বইমেলায় আড্ডা দিতাম তাঁর সঙ্গে। বটগাছের বেদিতে বসে কত হাসি, কত ঠাট্টা, কত মজার মজার গল্প! সেই কবেকার কথা, তবে মনে হয় এই তো সেদিন!
অসম্ভব ভালো কথা বলতে পারেন তিনি। মুগ্ধ হয়ে শোনার মতো কথা, মজাও করতে পারেন বেশ।
কিন্তু কথা হচ্ছে—তাঁর সাথে কবে পরিচয় হয়েছে, মনে নেই আমার। তবে এখন আড্ডা তেমন দেয়া না হলেও বছরে দেখা হয় দু-একবার। আর দেখা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে খুব আন্ত রিকতার সঙ্গে শব্দ করে তিনি বলেন—সুমন্ত...।
মন ভরে যায় আমার!

প্রিয় আমীরুল ভাই, প্রিয় আমীরুল ইসলাম

প্রিয় ছড়াকার, প্রিয় সাহিত্যিক যেটাই বলি না কেন, সবচেয়ে বড় কথা আপনি একজন প্রিয় মানুষ। শুধু আমার না, অনেকেরই।

মূর্ছনা
www.MurchOna.com
Archives of eBooks, Music & Videos
বইটি মূর্ছনা.com এর সৌজন্যে নির্মিত
suman_ahm@yahoo.com

মা মারা যাওয়াতে ডাবলু যতটা না দুঃখ পেয়েছিল, তার চেয়ে বেশি দুঃখ পেয়েছিল তিন মাস পর। তার বাবা সিদ্দিকুর রহমান একদিন মাঝরাতে তাকে ঘুম থেকে ডেকে তুলে বলেন, 'ডাবলু, এই হচ্ছে তোর মা।'

চোখে তখনো ঘুম লেগেছিল ডাবলুর। দু' হাত দিয়ে দু' চোখ ডলতে ডলতে সামনের দিকে তাকায় ও। অল্পবয়সী একটা মেয়ে দাঁড়িয়ে আছেন সামনে। লাল ধরনের একটা শাড়ি পরা; কপাল, গাল ছোট ছোট সাদা রঙের ফোঁটা দিয়ে সাজানো; বড় একটা টিপও আছে কপালে। মেয়েটা তার মায়ের বয়সী, তবে মায়ের মতো অতো সুন্দর না সে।

ডাবলু কিছুটা রুক্ষ গলায় বলল, 'আমার মা তো মারা গেছে।'

'আমি তো জানি।' ডাবলুর বাবা হাসি হাসি মুখ করে বলেন, 'এটা হচ্ছে তোর নতুন মা।'

'মা আবার নতুন পুরাতন হয় নাকি! মা তো মা-ই।'

'তা ঠিক।' ডাবলুর বাবা সামনের মেয়েটাকে দেখিয়ে বলেন, 'কিছুক্ষণ আগে ওকে বিয়ে করেছি তো, তাই ও হচ্ছে তোর নতুন মা।'

ডাবলু ছোট্ট করে বলে, 'অ।'

'কিছু একটা বল।'

'তুমি বিয়ে করবে ভালো কথা, কিন্তু আর কাউকে না হোক আমাকে একটু জানাতে পারতে!'

suman_ahm@yahoo.com
www.MurchOna.com

www.MurchOna.com

'তা পারতাম। ডাবলুর বাবা আগের চেয়ে একটু বেশি হেসে বলেন, 'তোকে একটা সারপ্রাইজ দেব বলে বলা হয়নি।'

'তুমি কি মনে করো যে ছেলের মাত্র তিন মাস আগে মা মারা গেছে, তার বাবা নতুন একটা বিয়ে করলেই সে সারপ্রাইজড হবে?'

'সেটা তো ভেবে দেখিনি।'

ডাবলু মেয়েটার দিকে আবার তাকাল। তারপর ওর বাবার দিকে তাকিয়ে বলল, 'তা আমাকে এখন কী করতে হবে?'

'তুই কী করবি সেটা তুই জানিস। ব্যাপারটা জানানো দরকার তাই তোকে জানালাম।'

'ঠিক আছে, তুমি এখন একটু বাইরে যাও, ওনার সঙ্গে আমি একটু কথা বলব।' খাটের ওপর সোজা হয়ে বসল ডাবলু।

'তুই আর কী কথা বলবি!'

'সেটা তোমাকে বলা গেলে তো তোমার সামনেই বলতাম।'

'অ আচ্ছা।' ডাবলুর বাবা ঘরের বাইরে না গিয়ে সেখানেই দাঁড়িয়ে রইলেন। কয়েক সেকেন্ড সেভাবেই দাঁড়িয়ে থেকে আনমনে বলেন, 'কী যে বলবি তুই!'

'বাবা, আমার বয়স বার বছর, আমি ক্লাস সিক্সে পড়ি, তুমি কি মনে করো আমার কিছু কথা থাকতে পারে না!'

'তা পারে।'

'তাহলে?' বাবার দিকে ভালো করে তাকিয়ে ডাবলু বলে, 'তুমি কি কোনো কিছু নিয়ে শঙ্কিত, বাবা?'

'না না, কোনো কিছু নিয়ে শঙ্কিত না আমি।' ডাবলুর বাবা কিছুটা অনিচ্ছা সত্ত্বেও ঘর থেকে বের হয়ে যেতে যেতে বলেন, 'ঠিক আছে বল, তবে যা বলবি সংক্ষেপে বলিস। রাত অনেক হয়েছে, ঘুমাতে হবে তো তোর, কাল স্কুল আছে না!'

ডাবলুর বাবা ঘর থেকে বের হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে খাট থেকে নেমে পড়ল ডাবলু। কিছুটা দ্বিধা নিয়ে মেয়েটার সামনে এসে দাঁড়াল তারপর। মাথা নিচু করে আছে ও, লজ্জা পাচ্ছে বেশ। কী কী যেন বলার জন্য এসেছিল, মনে পড়ছে না এ মুহূর্তে; ভুলে গেছে প্রায় সব কিছু। যাও দু-একটা মনে পড়ছে, বলতে লজ্জা লাগছে ওর।

www.MurchOna.com
suman_ahm@yahoo.com

www.MurchOna.com

মেয়েটা ওর মাথায় হাত রাখল। তারপর হাসতে হাসতে বলল, 'তোমার নাম ডাবলু, খুব সুন্দর নাম।'

'সুন্দর না ছাই। আমাদের স্কুলের অনেকে আমাকে ডাবলু না ডেকে বলে ডাব।'

'ডাব! ডাব বলে কেন তোমাকে?'

'কী জানি। সম্ভবত আমার চেহারাটা দেখতে ডাবের মতো, তাই।'

'তোমার চেহারা দেখতে ডাবের মতো হবে কেন! তোমার চেহারা তো খুব সুন্দর।' মেয়েটা হাসতে হাসতে বলেন।

'অবশ্য বাংলা স্যারও ক্লাসে মাঝে মাঝে আমাকে ডাব বলে ডাকেন। তার অবশ্য একটা কারণ আছে।'

'কারণটা কী?'

'অঙ্ক-ইংরেজি সব কিছুতেই ভালো আমি, কেবল বাংলাটাই খুব কঠিন লাগে আমার কাছে।'

'বাংলা কঠিন লাগে! এটা কী বলছো তুমি!'

'ঠিক বাংলা কঠিন না, বাংলা বানানগুলো কঠিন লাগে। যেমন ক্লাসে স্যার একদিন বললেন, ডাবলু, ঋতু বানানটা বল তো। আমি ঝটপট বলে ফেললাম, র রস্বিকারে রি আর ত রস্বুকারে তু—রিতু। স্যার সঙ্গে সঙ্গে বললেন, তোর মাথা তো দেখি ডাবের মতো, পানি ছাড়া কিছুই নাই। ওটা ঋতু বানান হলো! ঋতু বানান হলো—ঋ আর ত রস্বুকারে তু। আমি তো অবাক! কারণ আমাদের ক্লাসে রিতু নামে একটা মেয়ে আছে, ও কিন্তু ওর নামের বানান ওভাবে লেখে না, আমি যেভাবে বললাম সেভাবে লেখে। অথচ দেখেন দুটো শব্দের উচ্চারণ একই, কিন্তু বানান দু' রকমের। আবার মানুষের মন লিখতে আমরা লিখি ম আর দন্ত্য ন, কিন্তু ওজনের পরিমাপ মণ লিখতে আমরা লিখি ম আর মূর্ধ্যন ণ। ব্যাপারটা কেমন জটিল না!'

মেয়েটা হাসতে হাসতে বলেন, 'কিছুটা।'

'কিছুটা না, অনেকটা। ক্লাস ফাইভে বাংলায় আমি কত পেয়েছিলাম জানেন?' ডাবলু বেশ সিরিয়াস ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করে।

'কত?'

'সাতাশ।'

'তাই নাকি!'

'কিন্তু অঙ্ক আর ইংরেজিতে কত পেয়েছিলাম জানেন?'

'কত?'

www.MurchOna.com

'অঙ্কে পেয়েছিলাম আটানব্বই আর ইংরেজিতে পেয়েছিলাম পঁচানব্বই।' ডাবলু হাসতে হাসতে বলে, 'দেখেছেন অঙ্ক-ইংরেজিতে আমি কী পাই আর বাংলায় কী পাই! অবশ্য বাংলায়ও আমি ভালো নম্বর পেতে পারি, কিন্তু ওইরকম উদ্ভটভাবে বানান লিখতে ভালো লাগে না আমার। আমি আমার মতো বানান লিখি। এ নিয়ে স্যার একদিন আমাকে পিটুনিও দিয়েছিলেন ক্লাসে।'

'সেদিন খুব ব্যথা পেয়েছিলে, না?'

'নাহ্, স্যারের পিটুনিতে আর কত ব্যথা পাওয়া যায়! সারাদিন আমরা পাঁচজন যা করি তাতে যা ব্যথা পাই, তার তুলনায় ওই ব্যথা তো কিছুই ছিল না।'

'তোমরা পাঁচজন মানে কি, তোমাদের পাঁচজনের একটা গ্রুপ আছে?' মেয়েটা খুব আগ্রহ নিয়ে জিজ্ঞেস করেন।

'জি।'

'ওদের নাম কি?'

'বাপ্পী, অমি, শুভ, টুকুন আর আমি।'

'তোমরা একই ক্লাসে পড়ো?'

'জি, আমরা সবাই ক্লাস সিক্সে পড়ি।'

'সারাদিন তোমরা কী কী করো?'

'সেটা বলা যাবে না, সিক্রেট। অবশ্য আমি আমার মাকে সব কিছু বলতাম। মা আমার বন্ধু ছিল তো।' গলার স্বরটা কেমন যেন নরম হয়ে আসে ডাবলুর।

ডাবলুর মাথায় একটা হাত রেখে মেয়েটা বলেন, 'আমি কি তোমার বন্ধু হতে পারি?'

'কী জানি! তার আগে আপনাকে একটু পরীক্ষা করে দেখতে হবে।' চোখ-মুখ শক্ত করে বলে ডাবলু।

'পরীক্ষা!' মেয়েটি বেশ অবাক হয়ে বলেন, 'কীসের পরীক্ষা, ডাবলু?'

'আছে, অনেকরকম পরীক্ষা আছে। এই যেমন আমাকে দেখতে হবে— আপনি আমার খাবারে বিষ মিশিয়ে দিয়ে মেরে ফেলতে চান কি না।'

'বিষ! তোমার খাবারে বিষ মিশিয়ে মেরে ফেলতে চাব কেন আমি!'

'সৎমায়েরা এরকম করে। প্রভা নামে আমাদের এক বন্ধু ছিল। ওর মা'টা মারা যাওয়ার পর ওর বাবা আরেকটা বিয়ে করে। প্রথম প্রথম বেশ ভালোই কাটছিল সব কিছু। একদিন আমরা খবর পাই প্রভা হাসপাতালে

www.MurchOna.com

ভর্তি হয়েছে। ও নাকি অনর্গল বমি করছে। স্কুল থেকে আমরা ওর বন্ধুরা হাসপাতালে গিয়ে হাজির। কিছুক্ষণ পর ডাক্তার সাহেব ওকে পরীক্ষা করে বলেন—প্রভা বিষ খেয়েছে। শুনে আমরা তো অবাক! প্রভা বিষ খাবে কেন? ওর মতো হাসি-খুশি মেয়ে স্কুলে খুব কমই আছে। ও বিষ খাবে কোন দুঃখে? শেষে ডাক্তার সাহেব প্রভার মুখের ভেতর বড় একটা পাইপ ঢুকিয়ে আর কী কী করে যেন ওর পেট থেকে সব বিষ বের করে ফেলেন। পরের দিন প্রভা একটু ভালো হতেই আমরা আবার গিয়ে হাজির। আমাদের দেখেই প্রভা শব্দ করে কেঁদে ওঠে। বাপ্পী গিয়ে ওর একটা হাত চেপে ধরে বলে, তুই এটা কী করেছিস প্রভা! বিষ খেয়েছিলি তুই!

প্রভা আগের চেয়ে শব্দ করে কেঁদে উঠে বলে, আমি বিষ খেতে যাব কেন?

তাহলে তোর পেটের ভেতর বিষ গেল কীভাবে?

বেশ কিছুক্ষণ চুপ থাকার পর প্রভা বলে, আমার সৎমা আমাকে বিষ খেতে দিয়েছে।

তোর সৎমা তোকে বিষ খেতে দিয়েছে! বাপ্পী চোখ দুটো বড় বড় করে বলে।

হ্যাঁ।

টুকুন দাঁড়িয়ে ছিল। ও প্রভার পাশে বসে বলে, তোর সৎমা তোকে বিষ খেতে দিয়েছে আর তুই সেই বিষ খেয়েছিস!

আমি কি জেনেশুনে খেয়েছি।

তাহলে?

সকালে খাওয়ার পর আমার সৎমা আমাকে এক গ্লাস দুধ খেতে দেয়, ওই দুধটুকু খাওয়ার একটু পরেই আমার এ অবস্থা হয়। পরে ডাক্তাররা ওই গ্লাসটা পরীক্ষা করে দেখেন—দুধের সঙ্গে বিষ মেশানো ছিল।' ডাবলু এক নিশ্বাসে কথাগুলো বলে মেয়েটার দিকে তাকিয়ে বলে, 'দেখেছেন, সৎমায়েরা কী রকম করে।'

মেয়েটা হাসতে হাসতে বলে, 'সব সৎমা-ই কি একরকম হয়?'

'কী জানি, তা তো জানি না। আমাদের তো কারো মা মারা যায়নি। প্রথমে প্রভার গিয়েছিল, তারপর আমার গেল। সৎমা'রা আসলেই কেমন হয় তা তো আমরা কেউ-ই তেমন জানি না।'

'ঠিক আছে, ক'দিন পরেই জেনে যাবে।' মেয়েটা আবার ডাবলুর মাথায় হাত রাখেন। বারবার এরকম মাথায় হাত রাখাতে ডাবলুর কেমন যেন ভালো লেগে যায়। মেয়েটার মুখের দিকে তাকিয়ে ও বলে, 'তুমি কি আমার মা'র মতো প্রতিদিন আমার স্কুল ব্যাগ গুছিয়ে দেবে?'

www.MurchOna.com

'হ্যাঁ, দেব।'

'তুমি কি আমার মা'র মতো প্রতিদিন শোয়ার সময় নতুন নতুন গল্প শোনাবে আমাকে?'

'শোনাব।'

'মাঝে মাঝে আমাকে ইচ্ছে মতো খেলতে দেবে?'

'দেব।'

'রাতে কি মাঝে মাঝে আমাকে বাইরে যেতে দেবে?'

মেয়েটা একটু চমকে উঠে বলে, 'মাঝে মাঝে রাতে তুমি বাইরে যাও নাকি?'

'হ্যাঁ।'

'কোথায় যাও?'

'আমার মা'র মতো বাবাকে যদি না বলে দাও তাহলে তোমাকে সব বলব। আমরা পাঁচজন মিলে কোথায় যাই, কী করি—স-ব।'

'বলব না।'

ডাবলু হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলে, 'প্রমিজ!'

মেয়েটা ডাবলুর হাতের ওপর হাত রেখে বলে, 'প্রমিজ।'

ডাবলু কী একটা ভেবে বলে, 'তবে এখন বলব না, পরে এক সময় বলব।'

'ঠিক আছে, অসুবিধা নেই। তবে আমি কিন্তু তোমার অনেক কিছুই জানি।' মেয়েটা চোখ দুটো বিশেষ ভঙ্গিমা করে বলেন।

ডাবলু একটু চমকে উঠে বলে, 'কী কী জানো তুমি?'

মেয়েটা আবার চোখ দুটো বিশেষ ভঙ্গিমা করে বলেন, 'অনেক, অনেক কিছু।'

ডাবলু কিছুটা অধৈর্য হয়ে বলে, 'অনেক কিছু কী কী?'

'এই যেমন অসুখ হলে তুমি অষুধ খেতে চাও না। মাঝে মাঝে গোসল করতে চাও না, গোসল করলেও মাথা আঁচড়াতে চাও না।'

'আর কিছু?

মেয়েটা আগের মতোই হাসতে হাসতে বলে, 'হ্যাঁ, আরো কিছু জানি।'

'কী জানো বলো না!'

'বলব?

'বলো।'

www.MurchOna.com

'মন খারাপ করবে না তো?'

'না, মন খারাপ করব না।'

'মাঝে মাঝে দাঁত ব্রাশ করো না তুমি।'

ডাবলু মুচকি মুচকি হাসতে হাসতে বলে, 'এসব কথা তোমাকে কে বলেছে, বাবা?'

মেয়েটা মাথা উঁচু-নিচু করতে করতে বলেন, 'হ্যাঁ।' মেয়েটা আবার ডাবলুর মাথায় হাত রেখে বলেন, 'তোমাকে একটা কথা বলব?'

'বলো।'

বেশ কিছুক্ষণ চুপ থাকার পর মেয়েটা একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলেন, 'তুমি কি আমাকে মা বলে ডাকবে?'

কিছু বলে না ডাবলু। চোখ দুটো ছলছল করে ওঠে ওর। মাথাটা একটু নিচু করতেই টপ টপ করে পানি পড়তে থাকে মেঝেতে। বুকের ভেতরটা জমাট বেঁধে যাচ্ছে। কী যেন নেই, কী যেন নেই। হঠাৎ করে বুকটা একেবারে খালি হয়ে যায় ডাবলুর। কতদিন মাকে দেখে না, কতদিন মাকে জড়িয়ে ধরে ঘুমানো হয় না!

নতুন মা পাশের ঘরে চলে যাওয়ার পর ডাবলু আবার ঘুমাতে যায় বিছানায়, কিন্তু কিছুতেই ঘুম আসে না ওর। বারবার মা'র মুখটা ভেসে ওঠে। মাঝে মাঝে মনে হয়—মা বোধহয় তার এই ঘরের কোথাও লুকিয়ে থাকে, সে ঘুমালেই সেই লুকানো জায়গা থেকে বের হয়ে এসে তার পাশে বসে, মাথায় হাত রাখে, চুলগুলো বিলি কেটে দেয়। কখনো কখনো তার ঘর গুছিয়ে দেয়, পড়ার টেবিল গুছিয়ে দেয়, স্কুল ড্রেস গুছিয়ে দেয়।

মা যেদিন মারা যায়, সেদিনটার কথা স্পষ্ট মনে আছে ডাবলুর। হাসপাতালের সাদা বিছানায় শুয়ে ছিল মা। বেশ কয়েকদিন ধরে মা হাসপাতালে। ডাবলু প্রতিদিন স্কুল ছুটি হওয়ার পর বাসায় না গিয়ে মাকে দেখতে আসত। তারপর মায়ের হাত ধরে চুপচাপ বসে থাকত লক্ষ্মী ছেলের মতো। ডাবলুকে দেখে তখন মনে হতো না ও প্রচণ্ড দুষ্টু একটা ছেলে, ও মাঝে মাঝে রাত করে বাসা থেকে বের হয়ে যায়, কখনো কখনো স্কুল ফাঁকি দিয়ে এখানে-ওখানে ঘুরতে যায়!

ডাবলু একদিন মা'র হাত ধরেছিল হাসপাতালে। মা হঠাৎ কেমন যেন কেঁপে ওঠে। মুখটা নীল হয়ে যায়, চোখ দুটো বড় বড় হয়ে যায় তার। ডাবলু সঙ্গে সঙ্গে কিছুটা চিৎকার করে মাকে বলে, 'মা তোমার কী হয়েছে?'

www.MurchOna.com

মা কোনো কথা বলে ম্লান হাসেন। তারপর ডাবলুর মাথায় একবার হাত বুলিয়ে বলেন, 'তোর জন্য আমার খুব কষ্ট হচ্ছে রে, ডাবলু।'

মা'র এরকম গলার স্বর শুনে চোখে পানি এসে যায় ওর। আলতো করে মা'র একটা হাত টেনে নিয়ে বুকের সঙ্গে ঠেকিয়ে বলে, 'আমার জন্য কোনো চিন্তা করো না মা। আমি ভালো আছি।'

'কিন্তু আমি মরে যাওয়ার পর তুই কীভাবে চলবি, বল? তোর ব্যাগ কে গুছিয়ে দেবে, কে মাথা আঁচড়িয়ে দেবে, কে দাঁত ব্রাশ করিয়ে দেবে?' মা হাঁপাতে হাঁপাতে বলেন। কথা বলতে মা'র খুব কষ্ট হচ্ছে।

'এসব কথা বলছ কেন মা! তুমি মরে যাচ্ছ এটা তোমাকে কে বলল? তুমি অনেক দিন বেঁচে থাকবে, তুমি আমাকে ছেড়ে চলে যেতে পারো না।' ডাবলু এবার সত্যি সত্যি কাঁদতে থাকে।

ডাবলুর কাঁদা দেখে মা-ও কেঁদে ফেলেন। কাঁদতে কাঁদতে তিনি বলেন, 'তুই আমাকে একটু জড়িয়ে ধর তো ডাবলু।'

মাকে জড়িয়ে ধরে ডাবলু। মা ওর কানের কাছে মুখ এনে বলেন, 'তুই কি জানিস, তোর জন্মের সময় আমি মরতে বসেছিলাম?'

'না মা, জানি না।'

'ডাক্তাররা অনেক চেষ্টা করে বাঁচিয়ে তুলেছিলেন আমাকে। কিন্তু একটু ভালো হয়ে যখন তোকে জড়িয়ে ধরে বুকের সঙ্গে চেপে ধরলাম, আমার সব কষ্ট দূর হয়ে যায় তখন। আচ্ছা, আমি মরে গেলে তুই কি আমাকে ভুলে যাবি?'

'এসব কী বলছ মা তুমি!'

'তোকে একটা কথা বলি—আমি মরে যাওয়ার পর যাই হোক কখনো থেমে থাকবি না। মনে করবি, সব সময় আমি তোর পাশে আছি, তোকে দেখে-শুনে রাখছি আমি। মনে থাকবে তোর, বাবা?'

ডাবলু কিছু বলে না, মা-ও আর কিছু বলেন না। বেশ কিছুক্ষণ পর ডাবলু মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখে, মা-ও তাকিয়ে আছে ওর দিকে। মা'র চোখ খোলা, কিন্তু চোখের পলক পড়ছে না তার। মা যেন তাকে মুগ্ধ হয়ে দেখছে, মুগ্ধ হয়ে দেখতে দেখতে চোখ খুলে রেখেই ঘুমিয়ে পড়েছে। ডাবলু বুঝতে পারে—মা'র এ ঘুম আর কখনো ভাঙবে না, কোনোদিনই না!

www.MurchOna.com

বাপ্পী পা তুলে তুলে হেডস্যারের রুমের পাশ দিয়ে যাচ্ছে, ছাগলের ছোট ছোট বাচ্চারা যেভাবে হাঁটে, সেভাবে। হাঁটার সময় কোনোরকম শব্দ করা যাবে না। কারণ হেডস্যারের রুমের সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় শব্দ করা নিষেধ আছে, সম্পূর্ণভাবে নিষেধ আছে। ক্লাস নাইনের রাকিব একদিন হাঁটতে গিয়ে শব্দ করেছিল। হেডস্যার ওকে দেড় ঘণ্টা কান ধরে দাঁড় করিয়ে রেখেছিলেন লাইব্রেরি রুমের সামনে।

হেডস্যারের রুমের ডান পাশে ফাঁকা জায়গাটায় চুপ করে দাঁড়িয়ে পড়ল বাপ্পী। রুমের ভেতর একটা মিটিং হচ্ছে, গোপন মিটিং। মিটিংয়ে কী কথা হয় সেটা জানার জন্যই সে দাঁড়িয়ে আছে এখানে।

বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর বাপ্পী 'নতুন স্যার' কথাটা শুনেই চমকে উঠল। তার মানে স্কুলে আবার একটা নতুন স্যার আসছেন। আর সেই স্যারটা আসছেন কেবল তাদের মতো কয়েকটা দুষ্টু ছেলেদের জন্য, যাতে লেখাপড়ার বাইরে আরো কোনো কিছু করতে না পারে তারা। বাপ্পী মনে মনে ভাবতে থাকে—তারা কি কেবল দুষ্টুমিই করে, ঠিকমতো লেখাপড়া করে না? লেখাপড়া না করলে সে নিজে কীভাবে ক্লাসে থার্ড হয়, অমি ফার্স্ট হয়! মনে মনে কিছুটা রাগও করে ফেলে সে—দুষ্টুমি বোধহয় কেবল তারাই করে, আর কেউ করে না। রবীন্দ্রনাথ দুষ্টুমি করতেন, নজরুল দুষ্টুমি করতেন, বিখ্যাত অনেকেই দুষ্টুমি করতেন। এমন কি অনেকের আব্বু-আম্মুও দুষ্টুমি করতেন। কিন্তু বড় হয়েই সবকিছু ভুলে যান তারা। যেন দুষ্টুমি করা মহাপাপ, জীবনে তারা কখনো দুষ্টুমি করেননি!

পা টিপে টিপে ওখান থেকে সরে আসতে নিতেই বারান্দার ফুলের টবের সঙ্গে ধাক্কা খায় বাপ্পী। টবটা উল্টে পড়ে বেশ জোরে একটা শব্দ হয় তাতে। সঙ্গে সঙ্গে হেডস্যার কিছুটা চিৎকার করে বলেন, 'কে ওখানে?'

www.MurchOna.com

সটান হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে বাপ্পী। কিন্তু কোনো উত্তর দেয় না সে। একটু একটু কাঁপতে থাকে। হেডস্যার আবার বলেন, 'কে ওখানে? কথা বলে না কেন?'

বাপ্পী আস্তে করে উত্তর দেয়, 'স্যার, আমি।'

'আমিটা কেন?'

'স্যার, আমি বাপ্পী।'

'কোন ক্লাসের বাপ্পী?'

'ক্লাস সিক্সের।'

'তুমি আমার রুমের বারান্দায় কেন? এদিকে আসো, আমার রুমের ভেতর আসো।' হেডস্যার ধমকে উঠে বলেন।

পা কাঁপতে থাকে বাপ্পীর। সে সেই কাঁপা কাঁপা পা নিয়ে হেডস্যারের রুমের দরজার সামনে দাঁড়ায়। কিন্তু ভেতরে ঢোকার সাহস পায় না সে। হেডস্যার পর্দার নিচ দিয়ে বাপ্পীর পা দেখে বলেন, 'ওখানে দাঁড়িয়ে আছো কেন, তোমাকে ভেতরে আসতে বললাম না!'

এখন শুধু পা না, বাপ্পীর সমস্ত শরীর কাঁপতে শুরু করেছে। ও ভেতরে যাবে কি যাবে না, কোনো কিছুই ভাবতে পারছে না। হেডস্যার আবার ধমকে উঠলেন, 'ভেতরে আসছো না কেন?'

চোখে-মুখে ভয় নিয়ে হেডস্যারের রুমে ঢোকে বাপ্পী। সঙ্গে সঙ্গে হেডস্যার বলেন, 'অ, তুমি! পঞ্চপাণ্ডবের একজন। তা, ওখানে দাঁড়িয়ে আছো কতক্ষণ ধরে?'

বাপ্পী মাথা চুলকানোর ভঙ্গি করে বলে, 'ওখানে দাঁড়িয়ে ছিলাম না, স্যার। ক্লাসের দিকে যাচ্ছিলাম।'

'ক্লাসের দিকে যাচ্ছিলে, কিন্তু চোখ দুটো কোথায় রেখেছিলে?'

'স্যরি, স্যার। একটা অঙ্কের কথা চিন্তা করে হাঁটতে ছিলাম তো, টবটা তাই খেয়াল করতে পারিনি।'

'ক্লাস ফাইভে ফাইনাল পরীক্ষায় অঙ্কে কত পেয়েছিলে?'

'নিরানব্বই, স্যার।'

'কত!'

'নিরানব্বই।'

'সত্য বলছ, না মিথ্যা বলছ?'

'সত্য বলছি, স্যার।'

www.MurchOna.com

'আচ্ছা বলো তো—একটা লোক একটা দোকান থেকে চারটা জিনিস কিনেছেন। লোকটা দোকানে বসা তোমার বয়সী ছেলেটাকে বললেন, জিনিসগুলোর মোট দাম কত?

ছেলেটা বলল, ৭ টাকা ২০ পয়সা।

লোকটা বললেন, জিনিসগুলোর দাম কীভাবে বললে তুমি?

ছেলেটা বলল, সবগুলো জিনিসের দাম গুণ করে।

লোকটি বললেন, জিনিসের দাম গুণ করে বলতে হয় না, যোগ করে বলতে হয়।

ছেলেটি একটু হিসেব করে বলল, জি, যোগ করলেও সবগুলো জিনিসের দাম ৭ টাকা ২০ পয়সাই হয়।' হেডস্যার বাপ্পীর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এবার তুমি বলো তো—প্রত্যেকটা জিনিসের আলাদা আলাদা দাম কত ছিল?'

বাপ্পী আবার মাথা চুলকানোর ভঙ্গি করে বলল, '১ টাকা, ২ টাকা, ৩ টাকা এবং ১ টাকা ২০ পয়সা। এই চারটি সংখ্যা গুণ করলে পাওয়া যাবে ৭ টাকা ২০ পয়সা, আবার যোগ করলেও পাওয়া যাবে ৭ টাকা ২০ পয়সা।'

হেডস্যার বাপ্পীর দিকে তাকিয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। একটু পর তিনি টেবিলের দিকে ঝুঁকে বসে বললেন, 'এবার বলো তো দেখি—এক লোক ১ম দিনে যা পিঠা খেয়েছেন, ২য় দিন খেয়েছেন আরো ৬টা পিঠা বেশি। এভাবে প্রত্যেক দিন ৬টা করে পিঠা বেশি খেয়ে ৫ দিনে খেয়েছেন ১০০টি পিঠা। তোমাকে বলতে হবে—লোকটি প্রতিদিন কয়টা করে পিঠা খেয়েছেন?'

বাপ্পী এবার একটু সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বলল, 'লোকটি ১ম দিন খেয়েছিলেন ৮টা পিঠা, ২য় দিন ১৪টা, ৩য় দিন ২০টা, ৪র্থ দিন ২৬টা আর শেষ দিন অর্থাৎ ৫ম দিন ৩২টা পিঠা। সব মিলিয়ে ৫ দিনে মোট ১০০টি পিঠা।'

হেডস্যার বেশ উৎফুল্ল হয়ে বললেন, 'গুড। এবার বলো তো দেখি—চারিদিকে ছড়িয়ে পড়া কোনো এক ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখছিল শ্রেয়া আর তুবা। তুবা বলল, দৃশ্যটা দেখার সময় শ্রেয়া আমার পেছনে ছিল। শ্রেয়াও বলল, দৃশ্যটা দেখার সময় তুবা আমার পেছনে ছিল। এটা কী করে সম্ভব?'

বাপ্পী মুখটা সামান্য হাসি হাসি করে বলল, 'দুজন দুজনের পিঠাপিঠি করে দাঁড়িয়ে ছিল।'

'ভেরি গুড।' হেডস্যার আগের চেয়ে উৎফুল্ল হয়ে বললেন, 'এবার শেষ প্রশ্নটার উত্তর দাও তো। যদিও প্রশ্নটা তোমার জন্য একটু কঠিন

www.MurchOna.com

হবে। আর আমি এই কঠিন প্রশ্নটাই করতে চাচ্ছি, কারণ তুমি আমার আগের সব প্রশ্নের উত্তর সঠিকভাবে দিয়েছ। সে নদীর গভীর পানিতে ডুব দিল, কিন্তু উঠতে পারল না—এর ইংরেজি বলো তো দেখি।'

একটুও দেরি না করে বাপ্পী বলল, 'হি হ্যাজ ডাইড।'

'কী!' হেডস্যার একটু চমকে উঠে বললেন।

বাপ্পী আগের মতোই স্বাভাবিক থেকে বলল, 'নদীর পানি থেকে সে উঠতে পারেনি, তাহলে নিশ্চয় সে মারা গেছে, তাই সি হ্যাজ ডাইড, স্যার।' কথাটা শেষ করেই বাপ্পী হেসে বলল, 'একটু মজা করলাম, স্যার। এ ট্রান্সলেশনটা আমি পারব না, স্যরি।'

চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ালেন হেডস্যার। মিটিং করতে আসা রুমের অন্যান্য স্যাররাও উঠে দাঁড়ালেন। বাপ্পীর সামনে এসে হেডস্যার ওর মাথায় একটা হাত রেখে বলেন, 'এত বুদ্ধি তোমাদের, কিন্তু এত দুষ্টু কেন তোমরা? তোমাদের দুষ্টুমি থামাতে না পেরে আলাদা একটা শিক্ষক রাখতে হচ্ছে আমাদের। এরই মধ্যে তিনটা শিক্ষক আমরা রেখেও ফেলেছিলাম. কিন্তু তোমরা কী করলে, একজন শিক্ষকও থাকল না আমাদের স্কুলে। সবাই কেমন যেন ভয় পেয়ে চলে গেল!'

বাপ্পী স্যারের দিকে মাথা উঁচু করে তাকায়। তারপর মাথায় হাত দিয়ে চুলকাতে চুলকাতে বলে, 'স্যার, একটা কথা জিজ্ঞেস করব?'

'করো।'

'আমাদের বয়সের সময় আপনি কখনো দুষ্টুমি করেননি?'

হেডস্যারের চেহারাটা কেমন যেন ফ্যাকাশে হয়ে যায়। তিনি কিছু বলেন না। ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকেন বাপ্পীর দিকে।

টুকুন, অমি, শুভ আর ডাবলুর নিশ্বাস বন্ধ হয়ে গেছে। লাইব্রেরি রুমের আড়ালে দাঁড়িয়ে হেডস্যারের রুমের দিকে তাকিয়ে আছে সবাই। বাপ্পীর না জানি আজ কী হয়—এটা ভেবেই অস্থির হয়ে আছে ওরা। খারাপও লাগছে, কারণ মিটিংয়ের গোপন খবরটা জানার জন্য হেডস্যারের রুমের পাশে যেতে চায়নি বাপ্পী। অবশ্য কেউ-ই যেতে চায়নি। শেষে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়—লটারি করা হবে। কাগজে পাঁচজনের নাম লিখে ভাঁজ করে মাটিতে ফেলে একটা কাগজ তুলতেই বাপ্পীর নামটা উঠে পড়ে। তখন আর কী করা, মন খারাপ হলেও হেডস্যারের রুমের কাছে যেতে হয় ওকে। কিন্তু বেচারার ভাগ্যটা সত্যি খারাপ, ধরা পড়ে যায় হেডস্যারের কাছে।

www.MurchOna.com
suman_ahm@yahoo.com

www.MurchOna.com

শুভ ফোঁৎ করে একটা নিশ্বাস ছেড়ে সবার দিকে তাকিয়ে বলে, 'বাপ্পী তো ধরা পড়ল, হেডস্যার ওকে কী শাস্তি দিতে পারেন বল তো?'

'আমার মনে হয় হেডস্যার ওকে আমাদের স্কুলের নারিকেল গাছের সঙ্গে বেঁধে রাখবেন, তারপর ওর পায়ের কাছে আর সারা গায়ে চিনি ঢেলে দেবেন।' টুকুন ভয় ভয় গলায় বলল।

ডাবলু একটু বিরক্ত হয়ে বলল, 'বাপ্পীকে নাহয় বেঁধে রাখবেন, কিন্তু গায়ে চিনি ঢেলে দেবেন কেন?'

'এটাও বুঝতে পারছিস না! চিনি ঢেলে দেবেন এজন্য যে, যাতে বাপ্পীর গায়ে পিঁপড়ে এসে কামড় দেয়।'

'ধুর, হেডস্যার এরকম করবেন নাকি!' ডাবলু টুকুনকে পাত্তা না দিয়ে বলে, 'হেডস্যার বাপ্পীকে কান ধরিয়ে সূর্যের দিকে তাকিয়ে থাকতে বলবেন এক ঘণ্টা!'

'না, এটাও করবেন না।' অমি মাথা এদিক ওদিক করে ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বলে, 'কয়েক দিন আগে ক্লাস এইটের সাফী ভাইয়াকে এভাবে শাস্তি দিতে গিয়ে কী একটা অসুবিধায় পড়েছিলেন না হেডস্যার। সাফী ভাইয়া সূর্যের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন, তারপর তাকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হয়েছিল।' অমি একটু থেমে বলে, 'আমার মনে হয় হেডস্যার ওকে দশটা কঠিন কঠিন ট্রান্সলেশন করতে বলবেন, কিংবা পাঁচটা কঠিন অঙ্ক করতে বলবেন।'

ডাবলু একটু ঝুঁকে বসে বলে, 'এটা তাহলে বাপ্পীর জন্য কোনো শাস্তিই হলো না। কারণ অঙ্ক এবং ইংরেজি—দুটোতেই ও ওস্তাদ। আমার মনে হয় হেডস্যার ক্লাসের টেবিলের নিচে ঘাড় ঢুকিয়ে রাখবেন ওর। যাতে ওর এরকম শাস্তি দেখে কেউ আর হেডস্যারের বারান্দায় গিয়ে শব্দ না করে।' ডাবলু শেষ করেই কিছুটা শব্দ করে বলল, 'ওই তো বাপ্পী বের হয়ে আসছে হেডস্যারের রুম থেকে।'

সবাই একসঙ্গে হেডস্যারের রুমের দিকে তাকাল। সত্যি সত্যি বাপ্পী বের হয়ে এসে এদিকে আসছে। শুভ একটু উত্তেজনা নিয়ে বলল, 'দেখ দেখ, ও যেন কী খাচ্ছেও!'

'তাই তো!' টুকুন উঠে দাঁড়িয়ে বলে, 'ও তো হাসতে হাসতেও এদিকে আসছে!'

www.MurchOna.com

বাপ্পী একেবারে কাছে আসতেই সবাই উঠে দাঁড়াল। শুভ ঝট করে ওর একটা হাত ধরে বলল, 'কিরে, হেডস্যার তোকে কোনো শাস্তি দেননি!'

'শাস্তি দেবেন কেন?' বাপ্পী চুষতে থাকা চকলেটটা মুখ থেকে জিহ্বায় এনে বলল, 'আমি তো কোনো অন্যায় করিনি।'

'তাহলে হেডস্যারের রুমে ঢুকেছিলি কেন?'

'সেটা পরে বলছি। তার আগে দুঃসংবাদটা বলে নেই—আবার একটা নতুন স্যার আসছেন আমাদের স্কুলে।'

'বলিস কী!' সবাই প্রায় একসঙ্গে চিৎকার করে বলে কথাটা।

'আরো একটা দুঃসংবাদ আছে!'

'কী?' এবারো সবাই একসঙ্গে বলে।

'আগের তিন জন নতুন স্যারকে যে আমরা তাড়িয়েছি, হেডস্যার এটা বুঝে গেছেন।'

'কীভাবে বুঝলেন এটা?' ডাবলু চোখ বড় বড় করে বলে।

'সেটা বলেননি।'

'এবার নতুন স্যারকে তাড়াতে তো তাহলে আমাদের অনেক সমস্যা হবে!' অমি বেশ চিন্তা নিয়ে কথাটা বলে। তারপর ডান হাতের বুড়ো আঙুলটা কামড়াতে কামড়াতে বলে, 'নতুন স্যার কবে আসবেন, সেটা জেনেছিস?'

'না, সেটা জানতে পারিনি।'

'আমাদের আজকের মধ্যেই ভাবতে হবে এবারের নতুন স্যারকে আমরা কীভাবে তাড়াব।' অমি সবার দিকে তাকিয়ে বলে, 'আগের তিন স্যারকে আমরা যেভাবে তাড়িয়েছি সেটা মাথায় রেখে আমাদের নতুনভাবে চিন্তা করতে হবে, যাতে হেডস্যার এবার কোনোভাবেই কোনো কিছু টের না পান।'

ডাবলুদের দুষ্টুমি বন্ধ করার জন্য প্রথম যে স্যারটা এই স্কুলে আসেন সেই স্যারটার নাম ছিল বদর উদ্দিন আহমেদ। ওরা ডাকত বাদর স্যার। প্রথম দিন ক্লাসে ঢুকেই স্যার সবাইকে হুমকি দেয়ার মতো করে বললেন, 'যারা এতদিন এই স্কুলে পড়ে দুষ্টুমি করেছ, আজ থেকে তাদের সেইসব দুষ্টুমি ভুলে যেতে হবে। তাদের মনে রাখতে হবে, আজ থেকে কোনো দুষ্টুমি করা যাবে না, এখন থেকে দুষ্টুমি করা সম্পূর্ণ নিষেধ।'

www.MurchOna.com

ক্লাসে টুকুন, অমি, শুভ, বাপ্পী আর ডাবলু একই বেঞ্চে বসে। নতুন স্যারের কথা শুনে ডাবলু ওদের দিকে তাকিয়ে বলেছিল, 'হুহ্, বললেই হলো!' সঙ্গে সঙ্গে স্যার ডাবলুর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এই ছেলে, উঠে দাঁড়াও।'

ডাবলু তবু বসে থাকে, উঠে দাঁড়ায় না।

স্যার এবার একটু শব্দ করে বলেন, 'এই ছেলে, তোমাকে বলছি।'

ডাবলু বুকে একটা আঙুল ঠেকিয়ে বলে, 'আমাকে বলছেন, স্যার।'

'হ্যাঁ, তোমাকেই বলছি।'

ডাবলু এবার উঠে দাঁড়ায়। স্যার ওর দিকে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে থেকে গম্ভীর গলায় বলেন, 'নাম কী তোমার?'

'ডাবলু।'

'স্কুলের নাম বলো?'

'রেলওয়ে উচ্চ বিদ্যালয়।'

'তোমাকে স্কুলের নাম বলতে বলিনি, স্কুলের নাম তো আমি জানি। স্কুলে যে নামে ভর্তি হয়েছো সেই নামটা বলো।'

'মুহিবুর রহমান ডাবলু।'

'কিন্তু তোমাকে ডাকা হয় ডাবলু বলে, এই তো?'

'জি, স্যার।'

'তা ডাবলু, ক্লাসে ঢুকেই আমি যখন কথা বলছিলাম, তখন তুমি কী যেন একটা বলছিলে।'

'জি স্যার...।'

'কী বলছিলে?'

'বলছিলাম—যাক, অনেকদিন পর একটা ভালো স্যার পেলাম আমরা। কী সুন্দর করে কথা বলছেন তিনি!'

'মিথ্যা বলছো না তো?'

'মিথ্যা যে আমি বলি না, তা না। কিন্তু এখন মিথ্যা বলছি না।'

'তুমি মিথ্যা কথা বলো?'

'এতে অবাক হওয়ার কী আছে স্যার? সবাই মিথ্যা বলে।' ডাবলু বেশ সাহস নিয়ে কথাটা বলে।

'কিন্তু আমি কোনো মিথ্যা কথা বলি না।'

ডাবলু এবার একটু শব্দ করে বলে, 'এটাই তো সবচেয়ে বড় মিথ্যা কথা বলা হলো, স্যার! মানুষ প্রতিদিন একবার হলেও ছোট্ট একটা মিথ্যা কথা বলে, হয়তো সেটা সে বুঝতেও পারে না।'

www.MurchOna.com

'তুমি বোধহয় একটু বেশি বোঝ?'

'অবশ্যই, কেউ কোনো জিনিস কম বোঝে, কেউ কোনো জিনিস বেশি বোঝে। সবাই সব জিনিস কম কিংবা বেশি বুঝতে পারে না। কম আর বেশি—দুটোই থাকবেই।' ডাবলু নতুন স্যারের মতোই গম্ভীর হয়ে বলে।

'তুমি তো দেখি মহাপণ্ডিত!'

'না স্যার, এটা একটা ভুল কথা হলো। পণ্ডিত হলে এখানে পড়তে আসতাম না, পড়াতাম।'

'তুমি তো কথাও বেশি বলো!'

'আমি কিন্তু আপনার প্রশ্নের কেবল উত্তর দিচ্ছি, আমি যদি কথা বেশি বলি তাহলে আপনিও কথা বেশি বলছেন, স্যার!' ডাবলু কোনোরকম দ্বিধা না করে কথাটা বলে ফেলে।

'তুমি তো বেয়াদবের মতো কথা বলছ?'

'আমি কথা বলছি বলে আপনি আমাকে বেয়াদব বলছেন, আমি যদি আপনার প্রশ্নের উত্তর না দিতাম, চুপ করে থাকতাম তাহলে কি সেটা বেয়াদবি হতো না?'

স্যার আর কিছু বলেন না। রাগ করে ক্লাস রুম থেকে বের হয়ে যান। সঙ্গে সঙ্গে অমি, টুকুন, শুভ, বাপ্পী, ডাবলু সবাই মিলে চিৎকার করে ওঠে। কিন্তু ওরা জানে না ওদের জন্য কী ভয়ঙ্কর দিন অপেক্ষা করছে।

পরের দিন স্যার ক্লাসে ঢুকেই প্রথমে বাপ্পীকে ব্লাকবোর্ডের কাছে ডেকে নিয়ে বলেন, 'তোমার নাম তো বাপ্পী?'

'জি, স্যার।'

'ডাবলু তো তোমার বন্ধু?

'জি, স্যার।'

'অমি, শুভ, টুকুনও তোমার বন্ধু, তাই না?'

'জি, স্যার।'

স্যার ব্লাকবোর্ডে একটা অঙ্ক লিখে বাপ্পীকে বললেন, 'অঙ্কটা করো তো দেখি।' তারপর মুচকি মুচকি হাসতে থাকেন তিনি। কিন্তু বাপ্পী এক মিনিটের মধ্যে অঙ্কটা শেষ করতেই স্যারের মুখের হাসিটা ম্লান হয়ে যায়। স্যার আরেকটা অঙ্ক করতে দেন বাপ্পীকে, ও সেটাও করে ফেলে ঝট করে। স্যার তারপর ডাকেন অমিকে।

'তোমার নাম তো অমি?'

www.MurchOna.com

'জি, স্যার।'

স্যার ব্লাকবোর্ডে একটা বাক্য লিখে বলেন, 'এটা ইংরেজিতে ট্রান্সলেটেড করো তো?'

অমি স্যারের হাত থেকে চকটা নিয়ে খুব স্বাভাবিকভাবে ইংরেজিটা করে ফেলল। স্যার তাই দেখে চোখ বড় বড় করে ফেললেন। তারপর আরো দুটো বাক্য লিখলেন, অমি ও দুটোও ইংরেজি করে ফেলল ঝট করে। স্যারের চোখ দুটো আরো বড় বড় হয়ে গেল। তারপর থেকে স্যার ক্লাসে এসে আরো কঠিন কঠিন অঙ্ক আর ইংরেজি করতে দিতে থাকলেন ওদের। যদিও ওরা সব করে ফেলত ঝটপট, কিন্তু ওদের আরাম করা হারাম হয়ে গেল। ক্লাসে এত পড়া থাকলে ভালো লাগে!

মাত্র দু' সপ্তাহ পর বাদর স্যার ক্লাস শেষে কোথায় যেন বেড়াতে গিয়েছিলেন। রাতে রুমে ফিরে দেখেন, তার ঘরে কাপড়-চোপড় দূরের কথা; একটা সুতোও নেই, সব চুরি হয়ে গেছে। কেবল তার খাটের কাঠের ওপর একটা কাগজ ভাঁজ করে রাখা আছে।

বাদর স্যার কাঁপা কাঁপা হাতে কাগজটা হাতে নিয়ে খুলতেই বুঝতে পারলেন এটা একটা চিঠি। চিঠিটা তিনি পড়তে লাগলেন—

> এই যে বাদর স্যার,
>
> আপনি নিশ্চয়ই চোখ তোলা আজিজের নাম শুনেছেন! ওই যে, যে মানুষকে খুন না করে, না মেরে কেবল চোখ তুলে নিত? আমার নামও আজিজ, তবে চোখ তোলা আজিজ না, আমার নাম চামড়া তোলা আজিজ। মানুষের হাত-পা বেঁধে চামড়া তোলাই আমার কাজ। ক'দিন ধরে আপনি আমার এলাকায় এসেছেন, স্কুলে মাস্টারি করছেন। আমার খুব শখ হয়েছে আপনার শরীরের চামড়াগুলো তুলে ফেলা। তবে কেন তুলব সেটা সাক্ষাতেই বলব। আশা রাখি অল্প কয়েকদিনের মধ্যে আপনার সঙ্গে দেখা হবে আমার।
>
> ইতি
>
> চামড়া তোলা আজিজ

বাদর স্যার সেই রাতেই কাউকে কিছু না বলে চুপিচুপি চলে যান স্কুল ছেড়ে।

www.MurchOna.com

'ষাড়, আছতে পারি?'

ক্লাসের সবগুলো ছাত্র একসঙ্গে দরজার দিকে তাকাল এবং সঙ্গে সঙ্গে চোখ দুটো বড় বড় হয়ে গেল সবার। ডাবলুদের ক্লাসের সবচেয়ে লম্বা ছেলে হচ্ছে লিটন, ক্লাস সিক্সে পড়লেও ওর উচ্চতা প্রায় পাঁচ ফুট। কিন্তু দরজার সামনে যে দাঁড়িয়ে আছে তার উচ্চতা লিটনের চেয়েও বেশি, অন্তত ছয় ইঞ্চি বেশি। ওদের ক্লাস রুমের সামনে অনেক লম্বা মানুষই মাঝে মাঝে এসে দাঁড়ায়, এতে তারা কখনো অবাক হয়নি, কিন্তু এই সাড়ে পাঁচ ফুট লম্বা লোকটাকে দেখে অবাক হওয়ার কারণ হচ্ছে—লোকটার হাতে ক্লাস সিক্সের বই, অর্থাৎ সে এই স্কুলে ক্লাস সিক্সে নতুন ভর্তি হয়েছে। এত বড় একটা লোক ক্লাস সিক্সে ভর্তি হয়েছে এবং তার কথা বলার ঢংও বাচ্চাদের মতো; 'স্যার' শব্দকে বলেছে 'ষাড়', 'আসতে' শব্দকে বলেছে 'আছতে'; ক্লাসের কেউই কোনো কিছু মেলাতে পারছে না! রীতিমতো অবাক হয়ে গেছে সবাই, প্রচণ্ড অবাক।

সিহাব স্যার ক্লাস নিচ্ছিলেন। তিনি ডাবলুদের বাংলা পড়ান, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নতুনদা পড়াচ্ছিলেন। দরজার দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে গেলেন তিনিও। হাফপ্যান্টের চেয়ে একটু বড় একটা প্যান্ট পরে আছে লোকটি, গায়ে নীল রঙের শার্ট, পায়ে সাদা কেডস সাদা মোজা—একেবারে স্কুল ড্রেস পরে এসেছে সে। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে—তার ঠোঁট দুটো মুখের লালা দিয়ে ভিজে গেছে।

হাতের বাংলা বইটা টেবিলের ওপর রেখে বাংলা স্যার বললেন, 'কী বলব—আসো, না আসেন?'

www.MurchOna.com

'আছেন বলবেন কেন ষাড়, আছো বলেন। আমি তো আপনার চাত্র।' লোকটি কথা বলছে আর মুখ দিয়ে অল্প অল্প লালা বের হচ্ছে, 'চাত্রকে কেউ আপনি বলে!'

'তা বলে না, কিন্তু তোমাকে দেখে তো ঠিক ছাত্র মনে হচ্ছে না।' বাংলা স্যার হাত দিয়ে ইশারা করে বললেন, 'ঠিক আছে, ভেতরে আসো। তারপর তোমার সঙ্গে কথা বলি।'

লোকটি ক্লাসের ভেতরে এসে দ্বিতীয় সারির একটা বেঞ্চের ফাঁকা জায়গাটাতে এসে দাঁড়াতেই স্যার বললেন, 'তোমার নাম কি?'

'ছম্রাট।'

'সম্রাট! বাব্বাহ, কোন রাজ্যের সম্রাট তুমি!' বাংলা স্যার হাসতে হাসতে বলেন, 'তা তোমার বয়স কত সম্রাট?'

সম্রাট হাতের আঙ্গুল দিয়ে কী একটা হিসেব করে বলে, 'তেইছ বচর দছ মাছ ছতের দিন।'

'তেইশ বছর দশ মাস সতের দিন!' স্যার চেহারা অবাক করে বলেন, 'এ ক্লাসের সব ছাত্রছাত্রীই তো তোমার অর্ধেক বয়সের। ওরা তোমাকে কী বলে ডাকবে—চাচা, না ভাই?'

'বাই।'

বাংলা স্যার একটু চিন্তা করে বলেন, 'হ্যাঁ, ভাই বলে ডাকা যায় তোমাকে। এ ক্লাসের অনেকেরই তোমার বয়সী ভাই-বোন আছে।' স্যার সবার দিকে তাকিয়ে বলেন, 'কী, আছে না?'

কয়েকজন ছাত্র-ছাত্রী হাত তুলে বলল, 'জি স্যার, আছে।'

স্যার আবার সম্রাটের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'সম্রাট, তোমার তো এখন কলেজ-ভার্সিটি পাস করার কথা। কিন্তু তুমি এখনো ক্লাস সিক্সে কেন?'

'আমার একটা অছুখ হয়েছিল তো, তাই অনেকদিন লেকাপড়া করতে পারি নাই।'

'অ—।' স্যার চেহারাটা দুঃখী দুঃখী করে বলেন, 'কী অসুখ হয়েছিল তোমার?'

'ছেটা তো মনে নাই, আমার মনে থাকে না অছুখটার কথা।'

'পড়া মনে থাকে তো?'

'জি স্যার।'

'ক্লাস সিক্সের একটা ছড়া বলো তো?'

www.MurchOna.com

সম্রাট একটু সোজা হয়ে দাঁড়াল। ক্লাসের সব ছাত্রছাত্রী তাকিয়ে আছে ওর দিকে। কেউ কেউ মিটি মিটি হাসছেও—এই বোকারাম বলবে ছড়া! কথাই ঠিকমতো বলতে পারে না, মুখ দিয়ে লালা পড়ে, ও বলবে ছড়া। তাও আবার দেখে নয়, মুখস্থ!

হাতের বইগুলো বেঞ্চের ওপর রেখে সম্রাট স্যারের দিকে তাকাল। তারপর ঠোঁটের লালাগুলো হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে মুছে হাতটা জামার সঙ্গে মুছতে মুছতে বলতে লাগল—

আমার মায়ের ছোনার নোলক হারিয়ে গেল ছেষে
হেথায় খুঁজি হোথায় খুঁজি ছারা বাংলাদেশে।
নদীর কাচে গিয়েছিলাম, আচে তোমার কাচে?
—হাত দিও না আমার শরীর ভরা বোয়াল মাচে।
বলল কেঁদে তিতাছ নদী হরিণ বেড়ের বাঁকে—
ছাদা পালক বকরা যেথায় পাখ ছড়িয়ে থাকে।
জল ছাড়িয়ে দল হারিয়ে গেলাম বনের দিক
সবুজ বনের হরিৎ দিয়ে করে রে ঝিকমিক
বনের কাচে এই মিনতি, ফিরিয়ে দেবে ভাই,
আমার মায়ের গয়না নিয়ে ঘরকে যেতে চাই।

কোথায় পাব তোমার মায়ের হারিয়ে যাওয়া ধন
আমরা তো সব পাখপাখালি বনের ছাধারণ।
সবুজ চুলে ফুল পিন্দেছি নোলক পরি না তো।
ফুলের গন্ধ চাও যদি নাও, হাত পাতো হাত পাতো—
বলে পাহাড় দেখায় তাহার আহার-ভরা বুক
হাজার হরিণ পাতার ফাঁকে বাঁকিয়ে রাখে মুখ।
এলিয়ে খোঁপা রাত্রি এলেন, ফের বাড়ালাম পা
আমার মায়ের গয়না ছাড়া ঘরকে যাব না।

সবার চোখ বড় বড় হয়ে গেছে। এই হাঁদারাম তো পুরো ছড়াটাই মুখস্থ বলে ফেলল, একদম মুখস্থ বলে ফেলল! সবাই তাকিয়ে দেখল, স্যারের চোখ আরো বেশি বড় হয়ে গেছে। তিনি সেই চোখ বড় বড় করেই বললেন, 'কবিতাটার নাম বলতে পারবে সম্রাট?'

'জি, ষাড়।'

'বলো তো?'

'নোলক।'

'কবির নাম?'

www.MurchOna.com

'আল মাহমুদ।'

'গুড, ভেরি গুড।' স্যার তার চেয়ার থেকে উঠে এসে সম্রাটের কাঁধে একটা হাত রেখে বলেন, 'ক্লাস ফাইভে বাংলায় কত পেয়েছিলে?'

'বাষট্টি।'

'অঙ্কে?'

'নব্বই।'

'ইংরেজিতে?'

'বিরাশি।'

'বাহ্। তুমি তো দেখি বেশ ভালো ছাত্র!' স্যার সম্রাটের একটা হাত ধরে তার চেয়ারের কাছে এসে দাঁড়ালেন। তারপর সবার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এই ছেলেটা অসুস্থ ছিল, এখনো অসুস্থ, কিন্তু কী সুন্দর সবটুকু কবিতা মুখস্থ বলল। ক্লাস ফাইভে অঙ্ক-ইংরেজিতে ভালো নম্বর পেয়েছে। কী আশ্চর্য, মনটা আনন্দে ভরে গেছে আমার, আনন্দে চোখে পানি এসে গেছে আমার।'

বাংলা স্যারের চোখ দুটো সত্যি সত্যি পানিতে ভরে গেল, তিনি তার বুকের সঙ্গে সম্রাটকে চেপে ধরে পিঠে হাত বুলাতে বুলাতে বলতে লাগলেন, 'গুড বয়, গুড বয়...।'

টিফিন পিরিয়ডে সবাই বাইরে যায়, ক্লাসে থাকে না কেউ। কিন্তু সম্রাট বসে আছে ক্লাসে। ডাবলুরা এটার অপেক্ষায়ই করছিল। বাপ্পী সম্রাটের পিঠে একটা চাপড় দিয়ে বলে, 'কিরে, ভালোই তো খেল দেখালি। প্রথম দিনেই বাংলা স্যারের মন জয় করে ফেললি। তা তোর পুরো নামটা কি বল তো?'

'চৌধুরী মুহম্মদ আসাদুজ্জামান সম্রাট।'

'কয়জনের নাম বললি?'

'কেন একজনের।'

'আমি তো ভাবলাম তোদের ফ্যামিলির সবার নাম একসঙ্গে বললি।'

'আমার তো কোনো ভাই নেই, বোনও নেই। আমি একা। অন্য ছবার নাম বলব কীভাবে?'

'না, যেভাবে তোর নামটা বললি, কয়েকজনের নাম তো তুই একাই নিয়েছিস। ওকে, কোনো অসুবিধা নেই, আরো কয়েকটা নাম নে, তাতেও অসুবিধা নেই। কেবল একটা কাজে অসুবিধা আছে।'

www.MurchOna.com

'কোন কাজে?'

'আমাদের ক্লাসের অঙ্ক স্যার, ইংরেজি স্যার, ধর্ম স্যার—কোনো স্যারকেই আমরা ভয় পাই না। যা একটু ভয় পাই ওই বাংলা স্যারকে। পড়া না পারলে স্যার যে মারেন, সেটা না। কেবল দুষ্টুমি পছন্দ করেন না তিনি। ওনাকে দেখলেই তাই ভয় লাগে আমাদের। তুই তো সেই স্যারের খুব প্রিয় হয়ে গেলি। আমরা ক্লাসে বসে অনেক দুষ্টুমি করি, তুই আবার স্যারকে সেইসব বলে দিস না যেন।'

'না না, বলব না।' সম্রাট হাত দিয়ে ঝাঁকিয়ে বলতে থাকে।

'বললে কী হবে জানিস?'

সম্রাট ঢোঁক গিলে বলে, 'কী?'

'তোকে এমন প্যাঁদানি দেব, তখন কবিতা মনে রাখা তো দূরের কথা, তোর বাপের নামও মনে রাখতে পারবি না।' বাপ্পী মুখটা শক্ত করে কথাটা বলে।

'বললাম তো বলব না।'

'কখনো প্যাঁদানি খেয়েছিস কারো?'

'না।'

'প্যাঁদানি দিয়েছিস কাউকে?'

'না।'

'তাহলে বুঝতে পারবি না প্যাঁদানি খেতে কিংবা দিতে কত মজা!'

বাপ্পী সম্রাটের পিঠে আরেকটা চাপড় দিয়ে বলে, 'তোকে দেখে ঠিক বুঝতে পারছি না— তুই মিচকে শয়তান, না ভালো। আচ্ছা তোর মাথায় বুদ্ধি আছে কেমন বল তো?'

'অনেক বুদ্ধি।'

ডাবলু এবার একটু এগিয়ে এসে বলে, 'অনেক বুদ্ধি! আচ্ছা, একটা উদাহরণ দে তো দেখি, তোর মাথায় কেমন বুদ্ধি।'

'উদাহরণ দেব?' সম্রাট বাচ্চাদের মতো মুখে একটা আঙুল দিয়ে ভাবতে ভাবতে বলে, 'একবার আমাদের বাছায় দুটো চোর এসেচিল।'

'কখন এসেছিল?' শুভ জিজ্ঞেস করে।

'কখন আবার, রাতে।'

'তারপর?'

'বাসায় তখন কেউ চিল না, কেবল আমি চিলাম।'

www.MurchOna.com

'আর সবাই কোথায় গিয়েছিল?' অমি সম্রাটের দিকে একটু ঝুঁকে বসে জিজ্ঞেস করে ওকে।

'বেড়াতে গিয়েচিল— ।' সম্রাট মাথা এদিক-ওদিক করে বলে, 'না না, দাওয়াত খেতে গিয়েচিল।

'তুই যাসনি কেন?'

'আমার পেটে পবলেম ছিল।'

টুকুন এবার সম্রাটের পাশে বসে বলে, 'পেটে প্রবলেম ছিল? কীসের প্রবলেম—ডাইরেক্ট হয়ে গিয়েছিল?'

'না, ব্যতা।'

'তারপর?

'চোর দুটো আমাদের ড্রইং রুম দিয়ে বেতরুমে ডুকল, তারপর অনেক কিচু নিয়ে বের হয়ে গেল।'

'তুই তখন কোথায় ছিলি?' বাপ্পী অবাক হয়ে বলে।

'আমি আমার রুমে চিলাম।'

'চোর অনেক কিছু নিয়ে গেল, আর তুই কিছুই বললি না, চিৎকার করে মানুষ ডাকলি না!' বাপ্পী আগের চেয়ে অবাক হয়ে বলে।

'ওটাই তো আমার বুদ্ধি। আমি চিৎকার করে উঠলে চোর দুটো আমার ঘরটাও দেখে ফেলত, তারপর আমার ঘর থেকেও অনেক কিচু নিয়ে যেত।' সম্রাট মুখটা হাসি হাসি করে বলে, 'দেখেছ, আমার মাথায় কত বুদ্ধি!'

ডাবলু সম্রাটের মাথায় হাত রেখে মাথাটা হাতাতে হাতাতে বলে, 'হ্যাঁ, তোর মাথায় সত্যি অনেক বুদ্ধি। তোকে আমাদের কাজে লাগাতে হবে। আচ্ছা, কখনো গাছের মৌচাক থেকে মধু চুরি করেছিস?'

সম্রাট অবাক হয়ে বলে, 'না তো।'

'যাবি আমাদের সাথে?'

'কবে?'

'আজ রাতে?'

'যাব।' বলেই সম্রাট বাচ্চা ছেলেদের মতো হাততালি দিতে দিতে লাফ দিয়ে ওঠে। ডাবলু তাই দেখে আবার সম্রাটের মাথাটা হাতাতে হাতাতে সবাইকে বলে, 'মৌচাক থেকে ও যখন মধু চুরি করবে, ও ভেবেছে, মৌচাকের মৌমাছিরা ওকে দেখে তখন কামড় না দিয়ে আনন্দে হাততালি দেবে! আহারে, বেচারা!'

www.MurchOna.com

ডাবলু স্কুল থেকে ফিরে বাসায় ঢুকতেই নতুন মা বললেন, 'ডাবলু, তোমার সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে।'

ঘরে ঢুকতে নিয়েই থেমে গেল ডাবলু। তার নতুন মায়ের দিকে তাকিয়ে বলল, 'বলো।'

'আগে বই-খাতা টেবিলে রেখে গোসল করে নাও, তারপর খাবে। খাওয়ার সময় কথাগুলো বলব।' নতুন মা চলে যেতে নিতেই আবার ঘুরে দাঁড়িয়ে বলেন, 'তুমি নিজে গোসল করতে পারবে তো?'

'পারব।'

'আগে কে গোসল করিয়ে দিত?'

'মা।'

নতুন মা একটু ইতস্তত করে বলেন, 'আমি যদি তোমার মায়ের মতো গোসল করিয়ে দেই?'

'আগে তো মা করে দিত, আমি নিজে এখন একটু চেষ্টা করি?'

নতুন মা ডাবলুর দিকে চোখ দুটো কেমন করে যেন তাকান। মনটা খারাপ হয়ে যায় ওর। কী মায়া করে তাকিয়েছেন নতুন মা! অবিকল তার আগের মায়ের মতো। আচ্ছা, পৃথিবীর সব মা-ই কী এক? একরকম তাদের ভালোবাসা? একরকম তাদের আদর?'

নতুন মা ডাবলুর দিকে এগিয়ে এসে মাথার চুলগুলোতে হাত ঢুকিয়ে বলেন, 'মাথায় শ্যাম্পু ইউজ করো তো তুমি?'

'না, শ্যাম্পু ইউজ করতে ভালো লাগে না আমার।'

'ইচ্ছে না করলেও মাঝে মাঝে করতে হয়। না হলে চুলগুলো জটা বেঁধে যাবে তো। তখন তোমাকে পাগল কিংবা সন্ন্যাসীর মতো লাগবে। অবশ্য ভালোই হবে—।' নতুন মা হাসতে হাসতে বলেন, 'আমরা তখন তোমাকে সন্ন্যাসী বাবা বলে ডাকব।'

www.MurchOna.com

মাথা নিচু করে ছিল ডাবলু। উঁচু করে নতুন মায়ের দিকে তাকাতেই ভালোলাগাটা আরো বেড়ে যায় ওর। কী সুন্দর করে যে হাসে না! একেবারে মায়ের মতো হাসি, প্রাণ জুড়ানো হাসি।

'আমার বাথরুমে তো শ্যাম্পু নেই।'

'আমাদের বাথরুমে আছে। তুমি ঘরে যাও আমি নিয়ে আসছি।' ডাবলু চলে যেতে নিতেই নতুন মা আবার বলেন, 'শোনো?'

ঘুরে দাঁড়াল ডাবলু। মা হাসতে লাগলেন, কিন্তু ডাবলুর মনে হলো নতুন মা'র এখনকার হাসিটা ঠিক হাসির মতো মনে হচ্ছে না। কেমন যেন দুঃখ দুঃখ ভাব আছে হাসির মাঝে। এবার ডাবলুই একটু পিছিয়ে এসে বলল, 'বলো।'

নতুন মা হাসিটা থামিয়ে বললেন, 'না, থাক।'

'এই জিনিসটা আমার খুব অপছন্দের।'

নতুন মা কিছুটা অবাক হয়ে বললেন, 'কোন জিনিসটা?'

'কেউ কিছু বলতে নিয়ে সেটা না বললে আমার খুব খারাপ লাগে।' ডাবলু মন খারাপ করে বলে।

'স্যরি, এটা তো আমি জানতাম না।'

'এখন তো জানলে। কথাটা তাহলে শেষ করো।'

নতুন মা চুপ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর আবার হাসতে থাকেন তিনি। এবারের হাসিটা একটু অন্যরকম। নতুন মা সেভাবে হাসতে হাসতেই বললেন, 'তুমি এতো কথা বললে, কিন্তু একটিবারও আমাকে মা বলে ডাকলে না। আমি খুব পচা, না?'

মাথাটা আবার নিচু করে ফেলল ডাবলু। বেশ লজ্জা লাগছে এখন ওর। নতুন মাকে কী করে বুঝাবে—মা তো ও ডাকতেই চায়, কিন্তু বলতে নিয়েও কেন যেন বলতে পারে না। কেমন যেন একটা সংকোচ এসে সবকিছু থামিয়ে দেয়।

গোসল সেরে ডাইনিং রুমে ঢুকেই চমকে উঠল ডাবলু। বিড়াল বেঁধে রাখা হয়েছে ডাইনিং টেবিলের একটা চেয়ারের সঙ্গে। তাও একটা না, দুটো না, তিন তিনটে বিড়াল! বিড়ালগুলো তেমন বড় না, মাঝারি ধরনের।

www.MurchOna.com

ডাবলু চিৎকার করে বলে উঠল, 'নতুন মা...।' কথাটা শেষ করতে পারল না ডাবলু। হঠাৎ করে 'নতুন মা' বলেই লজ্জা পেয়েছে ও। নতুন মা পাশের রুম থেকে কিছুটা দৌড়ে এসে বলেন, 'থ্যাংক ইউ। তবে একটা কথা—।' নতুন মা হেসে হেসে বলেন, 'নতুন শব্দটা বাদ দিলে ভালো হয় না? মা, শুধুই মা।'

'ঠিক আছে।' ডাবলু নতুন মায়ের দিকে তাকিয়ে বলে, 'এত বিড়াল বেঁধে রেখেছে কে এখানে?'

'আমি।'

'কেন?'

'কারণ আছে।'

ডাবলু নতুন মায়ের দিকে একটু এগিয়ে গিয়ে বলে, 'কারণটা আমাকে বলা যাবে?'

'যাবে।' নতুন মা একটু চুপ থেকে বলেন, 'তুমি একটা কথা বলেছিলে—সৎমায়েরা ভালো না, তারা খাবারে বিষ মিশে খাওয়ায়। সকালে স্কুলে যাওয়ার সময় তুমি কিছু খেয়ে যাওনি। হয়তো সেই ভয়ে—যদি আমি খাবারে বিষ মিশিয়ে দেই। খুব খারাপ লেগেছে আমার। আমার মনে হচ্ছিল স্কুল থেকে এসেও তুমি কিছু খাবে না। কী যে করব, ভেবে পাচ্ছিলাম না। হঠাৎ দেখি বাসায় কয়েকটা বিড়াল এসে উপস্থিত। একটা বুদ্ধি এসে গেল মাথায়। তিনটা বিড়াল ধরে ফেললাম। বেশ কষ্ট হয়েছে বিড়ালগুলো ধরতে।' নতুন মা একটা হাত এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'দেখো, খামচি-টামচি দিয়ে কী করেছে!'

ডাবলু কিছুটা গম্ভীর হয়ে বলল, 'বুদ্ধিটা কী?'

'বুদ্ধিটা হচ্ছে—তোমাকে যে খাবারগুলো দেব, সেগুলো মুখে দেওয়ার আগে তোমার খাবারগুলো থেকে কিছু খাবার ওই বিড়াল তিনটাকে দেবে। বিড়ালগুলো খাবার শেষ না করা পর্যন্ত তুমি কোনো খাবার মুখে দেবে না। যদি খাবারে বিষ থাকে, তাহলে বিড়ালগুলো অন্যরকম আচরণ করবে, না থাকলে স্বাভাবিক থাকবে। তারপর সেই অনুযায়ী তোমার যা ইচ্ছে হয় তুমি তাই করবে।'

www.MurchOna.com

ডাবলু মাথাটা নিচু করে ফেলল। এই মুহূর্তে কেমন যেন নিজেকে অপরাধী অপরাধী লাগছে ওর। ও একটু এগিয়ে গিয়ে নতুন মায়ের একটা হাত ধরে বলল, 'মা, আমি স্যরি। তোমাকে ওভাবে কথাটা বলা ঠিক হয়নি, একদম ঠিক হয়নি।'

নতুন মা ঝট করে দু' হাত দিয়ে ডাবলুর মুখটা চেপে ধরে তাকিয়ে থাকেন ওর দিকে। মা মিটিমিটি হাসছেন, কিন্তু মায়ের চোখ দিয়ে পানি পড়ছে, টপটপ করে পানি পড়ছে। ডাবলু টের পেল—ওর চোখেও পানি এসে গেছে। বুকের ভেতর কেমন একটা জমাট বেঁধে যাচ্ছে, আস্তে আস্তে সেটা গলার দিকে উঠে আসছে।

নতুন মায়ের হাত দুটো ছাড়িয়ে নিয়ে ডাবলু বিড়ালগুলোর দিকে এগিয়ে গেল। তারপর সবগুলো বিড়াল ছাড়িয়ে দিয়ে টেবিলে এসে বসল সে। নতুন মা প্লেটে খাবার বেড়ে দিয়েছেন। খাবারের এক লোকমা মুখে দিয়েই মনটা আনন্দে ভরে যায় ডাবলুর। মা মারা যাওয়ার পর এরকম খাবারের কথা ভুলেই গিয়েছিল। অনেকদিন পর এরকম খাবার খেয়ে সে তার নতুন মাকে বলল, 'মা, তোমার— ।' কথাটা শেষ করতে পারল না ডাবলু। তার আগেই মা তার আঁচলটা বাড়িয়ে দিয়েছেন ডাবলুর দিকে। মুগ্ধ হয়ে ডাবলু সেই আঁচলটা হাতে মুখটা মুছতে লাগল। তার মনে হলো—এটা ঠিক তার আগের মায়ের আঁচল, অবিকল সেই গন্ধ, অবিকল সেই ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা।

খাওয়া-দাওয়া শেষ করার সঙ্গে সঙ্গে টেলিফোনটা বেজে উঠল। ডাবলু দ্রুত সেটা রিসিভ করতেই টুকুন হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'ডাবলু, অমি তোকে ফোন করেছিল?'

'না তো।'

'ফোন করেনি!'

'বললাম তো, না।' ডাবলু কিছুটা উত্তেজনা নিয়ে বলে, 'কী হয়েছে বল তো?'

'বাপ্পী নাকি এখনো বাসায় পৌঁছেনি!'

www.MurchOna.com
suman_ahm@yahoo.com

www.MurchOna.com

'কী বলিস, আমরা না একসঙ্গে স্কুল থেকে বের হলাম! তারপর যার যার বাসার দিকে চলে গেলাম। বাপ্পী এখনো বাসায় পৌঁছেনি এটা তোকে কে বলল?'

বাপ্পীর আম্মু ফোন করেছিলেন অমিকে। অমি আবার আমাকে করেছে। তোকেও বোধহয় করেছিল। তোদের ফোন তো এই ভালো থাকে এই নষ্ট হয়ে যায়।

'বাপ্পী কোথায় যেতে পারে বল তো?'

'সেটা তো কেউ-ই বুঝতে পারছি না।'

'এখন কী করব আমরা?'

'অমি আর শুভ রেডি হয়ে বাসা থেকে বের হয়েছে, আমাদের বাসায় আসছে ওরা। তুইও তাড়াতাড়ি চলে আয়।'

টুকুনদের বাসার ড্রইং রুমে সবাই মুখে হাত দিয়ে বসে আছে। ওরা কেউ-ই বুঝতে পারছে না বাপ্পী কোথায় যেতে পারে। কোথাও গেলে অন্তত কাউকে না কাউকে বলে যায় ও। আজ এমন কোথায় গেলে যে, কাউকে বলে যাওয়ার সময় পেল না!

হন্তদন্ত হয়ে টুকুনের আব্বু ড্রইং রুমে ঢুকে বললেন, 'বাপ্পীকে নাকি খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। ডেঞ্জারাস কথা! টুকুনের আম্মু ফোন করে আমাকে জানাল। অফিস বাদ দিয়ে তাই ছুটে এলাম বাসায়। তোমরা অবশ্য তেমন চিন্তা করো না। আমাদের পাশের এলাকায় যে থানাটা আছে সেই থানার ওসি আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। আমি এখনই ওকে ফোন করছি।'

টুকুনের আম্মু চায়ের ট্রে হাতে নিয়ে ড্রইং রুমে ঢুকতে ঢুকতে বললেন, 'না না, ফোন করলে হবে না। তুমি সরাসরি থানায় গিয়ে ওনার সঙ্গে দেখা করো। ছেলেটা যে কোথায় গেল!'

ট্রে থেকে চায়ের একটা কাপ হাতে নিয়ে রুম থেকে বের হয়ে গেলেন টুকুনের আব্বু। টুকুনের আম্মুও বের হয়ে গেলেন পেছনে পেছনে। সঙ্গে সঙ্গে শুভ দাঁড়িয়ে উঠে বলল, 'এভাবে বসে থাকলে চলবে, বাপ্পীকে খুঁজে বের করতে হবে না!'

'তার আগে একটা লিস্ট করতে হবে আমাদের।' অমি টুকুনের দিকে তাকিয়ে বলল, 'কাগজ আর একটা কলম নিয়ে আয় তো।'

টুকুন কাগজ আর কলম এনে অমির হাতে দিল। অমি সবার দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমরা সবাই একটা করে জায়গার নাম বলব, যে জায়গাগুলোতে বাপ্পীকে খুঁজে দেখতে পারি আমরা।'

www.MurchOna.com

ডাবলু হাত উঁচু করে বলল, 'আমরা প্রথমে ইছামতীর জঙ্গলটায় খুঁজে দেখতে পারি।'

'সেটা তো বিশাল জঙ্গল!' শুভ ভয় ভয় গলায় বলল, 'ওখানে দিনেদুপুরে নাকি মানুষ খুন হয়, আর অত বড় জঙ্গলে আমরা কোথাইবা খুঁজব বাপ্পীকে!'

ডাবলু একটু রেগে গিয়ে বলল, 'তুই কী ভয় পাচ্ছিস? ভয় পেলে তোর যাওয়ার দরকার নেই। অমি, তুই ইছামতীর জঙ্গলের নাম লেখ। আমরা ওখানে বাপ্পীকে খুঁজতে যাব।'

'আচ্ছা লেখ।' শুভ গলাটা নিচু করে বলল, 'নদীর পারে যে ফাঁকা জায়গাটা আছে, যেখান থেকে সন্ধ্যা হওয়ার আগেই মানুষজন বাসায় ফিরে আসে, সেই জায়গাটাও দেখতে হবে।'

অমি ইছামতী জঙ্গল আর নদীর পারের জায়গাটার কথা লিখে টুকুনকে বলল, 'টুকুন, তুই বল?'

টুকুন মাথা চুলকাতে চুলকাতে বলল, 'আমি তো আর কোনো জায়গা পাচ্ছি না।'

'জায়গা পাচ্ছিস না, না!' অমি এবার রেগে বলে, 'পুরাতন জমিদার বাড়িটা দেখতে হবে না আমাদের।'

'কিন্তু ওখানে তো এখন কেউ যায় না।'

'যায় না বলেই তো আমরা যাব।' অমি কাগজটা ডাবলুর হাতে দিয়ে বলল, 'আমরা এই তিন জায়গাতেই খুঁজব। যদি এ জায়গা তিনটিতে না পাই তাহলে তখন অন্য চিন্তা করব। এবার বল, আমরা প্রথম কোন জায়গাটাতে খুঁজব?'

ডাবলু কাগজটার দিকে তাকিয়ে বলল, 'যদিও বিকেল হয়ে গেছে, খুঁজতে খুঁজতে তো রাত হয়ে যাবে।'

'ঠিক।' অমি সবার দিকে তাকিয়ে বলল, 'যত রাতই হোক আমরা কিন্তু আজ এই তিনটা জায়গা দেখা শেষ করে বাসায় ফিরব। আমাদের এক বন্ধুকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, আমরা তাকে ভালোভাবে না খুঁজে বাসায় ফিরতে পারি না।'

'অবশ্যই।' ডাবলু, আর টুকুন একসঙ্গে বলে উঠল। শুভও বলে উঠল, তবে শুভর গলার স্বরটা তেমন জোরে শোনা গেল না।

www.MurchOna.com

'একটা কথা তো ভুলে গেছি।' নদীর পারে এসে অমি সবার দিকে তাকিয়ে বলল, 'একটা টর্চ লাইট আনার দরকার ছিল।'

ডাবলু পকেটে হাত ঢুকিয়ে বলল, 'আমি এনেছি।'

'এনেছিস! খুব ভালো করেছিস। তাড়াহুড়া করতে গিয়ে ভুলে গিয়েছিলাম। ওটার দরকার পড়বে। তবে আমি না বলা পর্যন্ত জ্বালানোর দরকার নেই ওটা।'

'এটা তাহলে তোর কাছেই রাখ।' ডাবলু টর্চ লাইটটা অমির দিকে এগিয়ে দিল। অমি ওটা নিয়ে পকেটে রাখতে রাখতে বলল, 'কেমন যেন একটা পচা গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে না?'

কেউ কিছু বলার আগেই শুভ বলে উঠল, 'হ্যাঁ, খুবই বাজে একটা গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। আমার তো মনে হচ্ছে কোনো মরা মানুষের গন্ধ।'

'তুই এর আগে কোনো মরা মানুষের গন্ধ শুঁকেছিস নাকি?' ডাবলু গম্ভীর হয়ে শুভকে জিজ্ঞেস করে।

'মরা মানুষের গন্ধ শুঁকব কোথায় আমি!' শুভ একটু রেগে বলে।

'তাহলে তুই বুঝলি কী করে এটা মরা মানুষের গন্ধ?'

'আমার মনে হলো তাই বললাম আর কি।'

'না, বললেই হবে না। এটা কোনো মরা কুকুরের গন্ধ হতে পারে, কোনো মরা গরুর গন্ধ হতে পারে, আবার অন্য যে কোনো প্রাণীর হতে পারে। মানুষের কান পচে গেলেও এরকম গন্ধ হয়।' ডাবলু শুভর দিকে তাকিয়ে বলে, 'আচ্ছা, তোর কান পচেনি তো?'

'আমার কান পচবে কেন?'

'না, গন্ধটা তোর কাছে বেশি লাগছে তো।'

www.MurchOna.com

টুকুন হঠাৎ দু' পাশে হাত বাড়িয়ে সবার হাঁটা থামিয়ে দিয়ে বলল, 'ওই দেখ।'

সবাই থমকে দাঁড়াল। ডাবলু সামনের দিকে তাকিয়ে বলল, 'কই, কী দেখব? অন্ধকারে তো কিছুই দেখা যাচ্ছে না।'

টুকুন একটু ধমকে উঠে ফিসফিস করে বলল, 'আস্তে। ওই যে নদীর পাশে ছোট্ট একটা জঙ্গল দেখা যাচ্ছে না, ওদিকে তাকা।'

অমি এগিয়ে যাচ্ছিল, তার আগেই শুভ ওর একটা হাত টেনে ধরে বলে, 'আগেই ওদিকে যাওয়ার দরকার কী, আগে দেখে নেই জঙ্গলের পাশে ওটা কী?'

'কাছে না গেলে দেখব কীভাবে?'

'আগে দূর থেকে দেখার চেষ্টা করি।'

সবাইকে নিয়ে অমি একটু পিছিয়ে এলো। অন্ধকার হয়ে গেছে চারিদিকে। আশপাশের অনেক জিনিসই অস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। অমি ডাবলুর দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমি আর শুভ ডান পাশ দিয়ে যাব, তুই আর টুকুন বাম পাশ দিয়ে যাবি। ছোট্ট ছুরিটা এনেছিস না তুই?'

'হ্যাঁ, এনেছি।'

'ওটা পকেট থেকে বের করে হাতে রাখবি।' অমি একটু থেমে বলে, 'আর একটা কথা—যতটা সম্ভব শব্দহীনভাবে চলতে হবে আমাদের। জঙ্গলের ওপাশে যেই থাকুক, আমাদের উপস্থিতি টের পেয়ে দৌড়ে পালিয়ে না যায়।'

ডাবলু আর টুকুন বাম পাশে সরে এলো, অমি আর শুভ ডান পাশে সরে এলো। অমি আরো একটু এগিয়ে যেতে নিতেই আবার ঘুরে দাঁড়িয়ে ফিসফিস করে বলল, 'ডাবলু, টর্চ লাইটটা তোদের কাছে রাখবি নাকি?'

ডাবলু গলার স্বর নিচু করে বলল, 'না, লাগবে না।'

'ছুরিটা পকেট থেকে বের করেছিস তো?'

'হ্যাঁ।'

'এবার আল্লার নাম নিয়ে এগিয়ে যা।'

দু' পা এগিয়ে যেতেই টুকুনের পায়ের নিচে মট করে একটা শব্দ হলো। সঙ্গে সঙ্গে ডাবলু বলল, 'এই, শব্দ হলো কীসের রে?'

www.MurchOna.com

'শুকনো একটা গাছের ডাল পড়েছিল পায়ের নিচে।'

'একটু সাবধানে পা ফেলিস।'

'অন্ধকারে কোনো কিছু তো দেখতে পাচ্ছি না।'

'তবু একটু চেষ্টা কর।'

নদীর পাশের ছোট জঙ্গলটার কাছাকাছি চলে এসেছে ওরা। আর কয়েক হাত এগুলেই ওপাশের জিনিসটা স্পষ্ট দেখা যাবে। টুকুন ডাবলুর একটা হাত চেপে ধরে খুব আস্তে করে বলল, 'এখানে একটু থামি, অমিদের অবস্থা কি একটু বোঝার চেষ্টা করি।'

ডাবলুও খুব আস্তে করে বলল, 'আমি কিছুটা অস্পষ্ট দেখেছি, ওপাশে অমি আর শুভও কাছে এসে গেছে।'

'আমরা তাহলে আরো একটু এগিয়ে যাই।'

'হ্যাঁ, এগিয়ে যাওয়া ছাড়া এখন আর কোনো উপায় নাই।'

তিন-চার পা এগিয়ে যাওয়ার পরপরই ওপাশ থেকে টর্চ লাইটটা জ্বলে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে একটা লোক ঝট করে উঠে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে উঠল, 'কে? কে?'

অমি কিছুটা শব্দ করে বলল, 'আপনি কে?'

'আমার নাম মনতাজ মিয়া।'

'অন্ধকারের মধ্যে আপনি ওখানে কী করছেন?'

'কী আর করুম, প্যাটে মোচড় দিছে তো, তাই বইস্যা পড়ছি।' বেশ শরম শরম গলায় বললেন মনতাজ মিয়া।

শুভ হঠাৎ উৎফুল্ল হয়ে বলে, 'অ, আপনি হাগু করছেন?'

'চুপ।' অমি শুভর একটা হাতে টেনে ধরে চলে আসে ওখান থেকে। ডাবলু আর টুকুনও চলে আসে। নদীর পাশ থেকে একটু দূরে সরে এসে অমি বলে, 'সম্ভবত এখানে কোথাও বাপ্পী নেই, আমরা এখন ইছামতীর জঙ্গলে যাব।'

শুভ কিছুটা মিনমিনে গলায় বলে, 'রাত তো অনেক হয়েছে, ইছামতীর জঙ্গলে কাল গেলে হয় না?'

www.MurchOna.com

'রাত অনেক হয়নি শুভ, এখন মাত্র নয়টা বাজে।' ডাবলু একটু রেগে গিয়ে বলে, 'আমাদের একটা বন্ধু হারিয়ে গেছে, তাকে না খুঁজে আমরা বাসায় ফিরব!'

শুভ ছোট্ট করে বলল, 'স্যরি।'

দূর থেকে ইছামতীর জঙ্গলটাকে মনে হয় কালো একটা দুর্গ। দেখলেই গা ছমছম করে ওঠে সবার, বুকের ভেতরটাও লাফালাফি শুরু করে দেয়। মুখে কিছু না বললেও ওদের গা-ও ছমছম করে উঠল, বুকের ভেতরটা লাফালাফি শুরু করে দিল। জঙ্গলের সামনে এসে টুক একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে ডাবলু বলে, 'কী ঘন জঙ্গল!'

অমি সঙ্গে সঙ্গে বলল, 'হ্যাঁ, অনেক ঘন।'

জঙ্গলে ঢোকার যে তিনটা পথ আছে তার একটার সামনে এসে দাঁড়াল সবাই। ডাবলু চারপাশে একবার তাকিয়ে অমিকে বলল, 'আমরা কি একসঙ্গে জঙ্গলে ঢুকব, না দুজন দুজন করে ঢুকব?'

অমি কিছু বলার আগেই শুভ বলল, 'দুজন দুজন করে ঢোকার দরকার কি, একসঙ্গেই ঢুকি সবাই।'

টুকুন শুভর কাঁধে একটা হাত রেখে বলল, 'তুই কি ভয় পাচ্ছিস, শুভ?'

'একটু একটু।'

'তুই তাহলে বাসায় চলে যা।'

শুভ একটু শব্দ করে বলল, 'বাসায় যাব কেন?'

'তুই না ভয় পাচ্ছিস?'

'ভয় পেলেই বাসায় যেতে হবে!' শুভ বেশ রেগে গিয়ে বলে, 'তোরা না সবাই কেমন যেন ভাবিস আমাকে। চল, জঙ্গলের ভেতর আমি সবচেয়ে আগে যাব, তোরা আমার পেছন পেছন আয়।'

টুকু ফিক হেসে ফেলে বলে, 'শাব্বাস, বাঘের বাচ্চা!'

শুভ আগের মতোই রেগে বলে, 'আমি বাঘের বাচ্চা না, মানুষের বাচ্চা।'

টর্চ না জ্বালিয়েও জঙ্গলের ভেতরে যেতে অসুবিধা হচ্ছে না ওদের। কারণ আকাশে মস্ত বড় একটা চাঁদ উঠেছে। গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে ছিটেফোঁটা আলোতে পথটা ভালোই দেখা যাচ্ছে। কিন্তু কিছুদূর যাওয়ার পরপরই কেমন যেন একটা শব্দ শুনতে পেল একটু সামনে। মনে হলো কেউ একজন দৌড়ে চলে গেল।

www.MurchOna.com

ডাবলু সবার দিকে তাকিয়ে ফিসফিস করে বলল, 'তোরা কি কিছু শুনতে পেয়েছিস?'

টুকুন গলাটা খাদে নামিয়ে বলল, 'হ্যাঁ, কার যেন দৌড় দিয়ে চলে যাওয়ার শব্দ পেলাম।'

'শব্দটা তো কোনো কুকুর কিংবা শেয়ালেরও হতে পারে।'

ডাবলু সবার দিকে একটু এগিয়ে এসে বলল, 'না, কুকুর-শেয়ালের দৌড়ে যাওয়ার শব্দ আলাদা। ওটা মানুষের দৌড়ে যাওয়ার শব্দই ছিল!'

'তাহলে তো মুশকিল।' অমি একটু চিন্তা করে বলে, 'যদি কোনো খারাপ ধরনের মানুষ হয়, তাহলে আমাদের জন্য সমস্যা হবে। আর কেমন যেন মনে হচ্ছে বাপ্পী আর যেখানেই থাক, এ জঙ্গলে থাকতে পারে না।'

'আমারও তাই মনে হয়।' শুভ অমির একটা হাত চেপে ধরে বলে, 'আমরা বরং পুরাতন জমিদার বাড়িটাতে যাই।'

ডাবলু একটু উশখুশ করে বলল, 'চল না, আরো একটু ভেতরে গিয়ে দেখি।'

'ভেতরে যাবি?' অমি একটু ভেবে বলে, 'চল।'

কিন্তু কয়েক পা এগিয়ে গিয়েই থেমে গেল ওরা। আবার দৌড়ের শব্দ শোনা গেল মানুষটার। এবার মনে হলো—একটু সামনে দিয়েই মানুষটা দৌড়ে গেল। সবাই সবার মুখের দিকে তাকাল। হঠাৎ অনেকগুলো পাখি ডানা ঝাপটিয়ে উড়ে গেল কোথায় যেন। বুকের ভেতরটা থরথর করে কাঁপছে, সারা শরীর ঘেমেও উঠেছে ওদের। কেমন যেন ঠাণ্ডা লাগতে শুরু করে ওদের।

'চল, আর ভেতরে যাওয়া ঠিক হবে না।' অমি শুভর হাতটা চেপে ধরে বের হয়ে আসতে নিতেই কে যেন খ্যাঁক খ্যাঁক করে ওঠে। শব্দটা কিছুটা শেয়ালের শব্দের মতো মনে হয়, তবে ওরা স্পষ্ট টের পায়, শব্দটা কোনো শেয়াল করেনি, মানুষ করেছে!

সারা রাস্তা ওরা যা ভেবেছিল, জমিদার বাড়ির সামনে এসে দেখল তার কিছুই নেই। অনেকে বলেন, জমিদার বাড়ির খোলা জানালা দিয়ে কারা যেন তাকিয়ে থাকে, কাছে গেলেই সরে যায়। জমিদার বাড়ির অধিকাংশ জানালাই ভাঙা এবং খোলা। বেশ দূর থেকে ওরা দেখেছে, না, জানালা দিয়ে কেউ তাকিয়ে নেই। মানুষ তো দূরের কথা, রাতের কোনো প্রাণীও নেই।

www.MurchOna.com

জমিদার বাড়ির লোহার দরজাটা শক্ত হয়ে গেছে। ডাবলু হাত দিয়ে চাপ দিতেই ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দ করে খুলে গেল সেটা। ওদের কাছে মনে হলো—দরজাটা কেঁদে উঠল। টুকুন অমির দিকে তাকিয়ে বলল, 'জায়গাটা কেমন চুপচাপ, না?'

'হ্যাঁ, বেশ চুপচাপ।' অমি ভেতরে এগিয়ে গেল। পেছনে পেছনে ওরাও এগিয়ে গেল। শুকনো পাতাতে ভরে গেছে জমিদার বাড়ির উঠোনটা। মচমচ শব্দ হচ্ছে হাঁটার সময়। নির্জন রাতে শব্দটা একটু বেশি জোরে শোনা যাচ্ছে। ওরা মচমচ শব্দ করেই এগিয়ে যেতে লাগল। কিন্তু বেশি দূর যেতে হলো না ওদের। ডাবলু থমকে দাঁড়িয়ে কিছুটা চিৎকার করে বলল, 'ওই দেখ!'

সবাই ডাবলুর ইশারা করা হাত বরাবর তাকাল। চাঁদের আলোতে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে—জমিদার বাড়ির দোতলার ভাঙা রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে আছে বাপ্পী। ও হাসছেও না, কাঁদছেও না। ওদের দেখে অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে ও, যেন অনেকদিন পর পুরানো বন্ধুদের ফিরে পেয়েছে ও!

অমি দ্রুত সিঁড়ি বেয়ে দৌড়ে দৌড়ে উঠছে। শুভ উঠতে নিয়ে পড়ে গেল। তার আগেই ডাবলু ওর হাত চেপে ধরে রাগী গলায় বলল, 'দৌড়াতেও পারিস না, কোলে নিতে হবে তোকে?'

টুকুনও রেগে গিয়ে বলল, 'এখন ঝগড়া করিস না তো, আগে বাপ্পীর কাছে চল তো।'

বাপ্পীর সামনে পৌঁছতেই বাপ্পী খুব স্বাভাবিকভাবে বলল, 'কোনো কথা বলবি না তোরা। আগে এখান থেকে বের হ, অনেক কথা আছে, অনেক কথা।'

চারজন প্রায় একসঙ্গে বাপ্পীর দুটো হাত চেপে ধরল। ওরা এই প্রথম টের পেল—বাপ্পী কাঁপছে, ভীষণভাবে কাঁপছে।

www.MurchOna.com

সম্রাটকে দেখে বোঝার উপায় নেই ওর মাথায় এক বস্তা বুদ্ধি। বাপ্পীর ব্যাপারটা স্কুলের সবাই জেনে গেছে। সবাই উদ্বিগ্ন হয়ে এটা-ওটা জিজ্ঞেস করছে, কিন্তু কেউ কিছু বলতে পারছে না। কারণ বাপ্পী এখনো ডাবলুদের তেমন কিছু বলেনি। যদিও অনেক কথা বলতে চেয়েছে, কিন্তু কেন যে এখনো বলছে না, বুঝতে পারছে না তা ওরা। এমন কি বাপ্পী আজ স্কুলেও আসেনি। লাইব্রেরির সামনে ঘাসের ওপর বসে ছিল ওরা, সম্রাট হঠাৎ কোথা থেকে এসে ওদের পাশে বসল। তারপর সবার দিকে তাকিয়ে বলল, 'বাপ্পীর মনটা খুব খারাপ, না?'

'খারাপ হবে না। আমি হলে তো ভয়ে মরেই যেতাম।' শুভ চোখ-মুখ শক্ত করে বলে।

'আমরা একটা কাজ করতে পারি কিন্তু?'

ডাবলু মাঠের ঘাস ছিঁড়ছিল। সম্রাটের দিকে তাকিয়ে ও বলল, 'কী কাজ?'

'বাপ্পীর গলায় মালা দিয়ে ছারা স্কুল মিচিল করতে পারি।'

'এটা কী ধরনের কথা হলো! গলায় মালা দিয়ে সারা স্কুল মিছিল করব কেন?'

'কারণ আচে। ওই যে দেখিচ না, কেউ জেল থেকে বের হওয়ার পর অনেকে তার গলায় ফুলের মালা দেয়, তারপর মিচিল করে।' সম্রাট ওর মুখ দিয়ে গড়িয়ে পড়া লালাগুলো হাত দিয়ে মুছতে মুছতে বলে, 'এতে ওই নেতা সাহস পায়, উৎসাহ পায়। বাপ্পী তো অনেক কষ্ট পেয়েছে, ভয়ও পেয়েছে। ওকে এখন সাহস দেওয়া দরকার, উৎসাহ দেওয়া দরকার।'

'স্যাররা মিছিল করতে দেবেন আমাদের?' টুকুন বলে।

www.MurchOna.com

'কেন দেবেন না? আমরা তো চিৎকার করে মিচিল করব না। আমরা শুধু বাপ্পীর গলায় মালা দিয়ে ছারা স্কুল ঘুরব। ও এমন একটা বিপদ থেকে ফিরে এলো! মনটা খারাপ হয়ে আছে ওর। ওকে একটু আনন্দ দেওয়া দরকার।'

মাথা নিচু করে এতক্ষণ কী যেন ভাবছিল আর কথা শুনছিল অমি। মাথা উঁচু করে ও সম্রাটের দিকে তাকিয়ে বলে, 'সম্রাটের আইডিয়াটা খারাপ না। বাপ্পীর মনটা আসলে অনেক খারাপ হয়ে আছে। ওর মনটা ভালো করার জন্য কাজটা করতে পারি আমরা।'

'তাহলে আজকেই কাজটা করা দরকার।' ডাবলু বলল।

'হ্যাঁ, আজকেই মানে কী এখনই করা দরকার।' সম্রাট বেশ উৎসাহী হয়ে বলে।

'কিন্তু মালা কিনতে তো টাকা লাগবে।' শুভ মনটা খারাপ করে বলে, 'আমাদের কাছে তো অত টাকা নেই!'

'আমার কাচে আচে।' সম্রাট মুখের লালাগুলো আবার হাত দিয়ে মুছতে মুছতে বলে, 'তোরা বাসায় গিয়ে বাপ্পীকে নিয়ে আয়, আমি মালা নিয়ে আসচি। আচ্চা, কী ফুলের মালা কিনব বল তো?'

'যেটা ভালো লাগে সেটা নিয়ে আয়।'

'জেল থেকে বের হওয়া নেতাদের গলায় কিন্তু কাগজের ফুলের মালা দেয়, আমরা দেব তাজা ফুলের মালা।' সম্রাট দ্রুত উঠে গিয়ে মালা কিনতে যায়। অমিও সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে বলে, 'ক্লাস শুরু হতে আরো কিছুক্ষণ দেরি হবে, চল আমরা এই ফাঁকে বাপ্পীকে স্কুলে নিয়ে আসি।'

'ও কী আসতে চাইবে?' টুকুন বলল।

'না আসতে চাইলেও জোর করে আনব।' অমি একটু অবাক হয়ে বলে, 'আচ্ছা, সম্রাটকে দেখে বোকা বলে মনে হয়, কিন্তু ওর মাথায় তো বেশ বুদ্ধি!'

'হ্যাঁ, আমারও তাই মনে হচ্ছে।' ডাবলু সম্রাটের চলে যাওয়ার দিকে তাকিয়ে বলে, 'আচ্ছা, সম্রাটকে ডেকে একটা ধন্যবাদ দেওয়া উচিত না আমাদের?'

'অবশ্যই।' অমি একটু শব্দ করে ডাকে, 'সম্রাট?'

সম্রাট ঘুরে দাঁড়িয়ে এদিকে এগিয়ে এসে বলে, 'ডাকচিস কেন?'

'মালার বুদ্ধিটা বের করার জন্য তোকে ধন্যবাদ।' অমি সম্রাটের কাঁধে একটা হাত রেখে বলে, 'তোর মাথায় অনেক বুদ্ধি রে সম্রাট!'

www.MurchOna.com

'আমি জানি তো।' সম্রাট আনন্দে শব্দ করে বলে, 'আমার মা দোকান থেকে একদিন একটা ম্যাচ আনতে বলেচিল আমাকে। ম্যাচটা আনার পর মা বলে, ম্যাচের সব কাঠি দেখে নিয়ে এসেচিস তো? মা মনে করে, আমি খুব বোকা!'

ডাবলু একটু হেসে বলে, 'তুই সব কাঠি দেখে এনেছিলি?'

'আনব না মানে! একটা একটা করে কাঠি জ্বালিয়ে দেখে নিয়ে এসেচিলাম।' সম্রাট চালাক ছেলের মতো হাসার চেষ্টা করতে থাকে।

বাপ্পী তো স্কুলে আজ আসবেই না, গলায় মালা পরা তো দূরের কথা। কিন্তু সম্রাটের কথা বলতেই ও কেন যেন রাজি হয়ে গেল। অথচ ডাবলু, শুভ, টুকুন, আর অমি একসঙ্গে বুঝিয়েও রাজি করাতে পারেনি ওকে।

ডাবলুদের সিদ্ধান্তটা শুনে ক্লাস সিক্সের সবাই একসঙ্গে বলে উঠল, ওরাও সারা স্কুল মিছিল করবে।

'কোনো সমস্যা নেই, আমরা সবাই মিছিল করব।' ডাবলু বলল।

সবাই হো হো করে উঠতেই অমি বলল, 'মিছিলটা হবে কিন্তু কোনো শব্দ-টব্দ না করে। বাপ্পীর গলায় মালা পরিয়ে ওর পেছন পেছন হাঁটব আমরা। কোনো কথা বলা যাবে না, কোনো শব্দ করা যাবে না।'

'কিছুটা মৌন মিছিলের মতো। ওই যে টিভিতে আমরা দেখি না অনেকে কোনো কথা না বলে চুপচাপ মিছিল করে যাচ্ছে, সেইরকম আর কি।' ডাবলু সবাইকে বুঝিয়ে বলে।

বাপ্পী দাঁড়িয়ে আছে চুপচাপ। সম্রাট এগিয়ে গিয়ে ওর গলায় গোলাপ ফুলের মালাটা পরিয়ে দিতেই হাততালি দিয়ে উঠল সবাই, তারপর বের হয়ে এলো ক্লাস রুম থেকে।

মাথা নিচু করে স্কুলের বারান্দা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে বাপ্পী, ওর পাশে পাশে হাঁটছে ডাবলু, টুকুন আর সম্রাট। আরো একটু পেছনে অমি আর শুভ। ডাবলু হঠাৎ বাপ্পীর দিকে তাকিয়ে বলল, 'ওভাবে মাথা নিচু করে হাঁটছিস কেন, তুই চোর নাকি! জুতোর মালা গলায় দিয়ে মাথা নিচু করে হাঁটে চোররা, তুই হাঁটবি নেতাদের মতো, মাথা উঁচু করে, বুক ফুলিয়ে।'

ডাবলুর কথা শুনে বাপ্পী আগের মতোই মাথা নিচু করে রইল। স্কুলের সব ক্লাসের ছাত্ররা বের হয়ে এসেছে, সবার মুখ হাসি হাসি, সবাই হাত নাড়ছে বাপ্পীকে দেখে।

www.MurchOna.com

হঠাৎ ক্লাস নাইনের দিলু এসে বাপ্পীর সামনে দাঁড়াল। দাঁড়িয়ে পড়ল বাপ্পী। দিলু মুখ থেকে কী একটা থুক করে বের করে বলল, 'তুই তো নেতা হয়ে গেছিস রে বাপ্পী। তা এভাবে ফুলের মালা গলায় দিয়ে ঘুরছিস যে?'

ডাবলু এগিয়ে যেতে নেয়, কিন্তু তার আগেই সম্রাট ওকে হাত বাড়িয়ে বাধা দিয়ে নিজেই এগিয়ে যায়। তারপর দিলুর সামনে এসে দাঁড়ায়। দুজন প্রায় একই সমান লম্বা, তবে সম্রাটের স্বাস্থ্য একটু বেশি। সম্রাট একটু গম্ভীর গলায় বলে, 'বাপ্পী ফুলের মালা গলায় দিয়ে ঘুরচে, আপনার কোনো অছুবিদা আছে?'

'অসুবিধা তো একটু আছেই।'

'কী অছুবিদা?'

'তার আগে বল, এই আইডিয়াটা কার?'

'আমার।'

'অ আল্লা—।' দিলু মুখ দিয়ে বাজে একটা ভঙ্গি করে বলে, 'কথা বলতে ছাও বাচ্চার মতো মুখ দিয়ে লালা পড়ে, সে আবার দেয় আইডিয়া!'

'আপনার কথা শেষ হয়েচে?'

'না।'

'তাহলে তাড়াতাড়ি ছেষ করুন এবং ছরে দাঁড়ান। একটু পর ক্লাছ ছুরু হবে।'

'যদি সরে না দাঁড়াই?'

'তাহলে আপনাকে থাক্কা দিয়ে ছরে যাব।'

'কী! তোর এত বড় সাহস! আমাকে ধাক্কা দিবি।' কথাটা বলেই দিলু হাত পাকিয়ে একটা ঘুসি মারে সম্রাটকে। কিন্তু ঘুসিটা গায়ে লাগার আগেই সম্রাট দিলুর হাতটা খপ করে ধরে ফেলে। একটু পর সবাই অবাক হয়ে দেখে—দিলু আ আ করতে করতে মাটিতে শুয়ে পড়ছে। প্রচণ্ড ব্যথায় মুখটা লাল হতে হতে নীল হয়ে যাচ্ছে ওর। কিন্তু সম্রাট খুব স্বাভাবিকভাকে দাঁড়িয়ে আছে। ওকে দেখে বোঝা যাচ্ছে না, ওর গায়ে এত শক্তি এবং ও সব শক্তি দিয়ে দিলুর হাত চেপে ধরেছে।

সম্রাট একটু সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বলল, 'আমি শুনেছি, আপনি স্কুলের যাকে-তাকে যখন-তখন থাপ্পড় মারেন, ঘুসি দেন, অপমান করেন। কিন্তু আপনাকে কেউ কিছু বলে না, ভয় পায় আপনাকে। আজ থেকে এটা আর হবে না। যদি হয়, তাহলে মনে রাখবেন আপনার জন্য ভয়ঙ্কর কিছু অপেক্ষা করচে।'

www.MurchOna.com

হাতটা ছেড়ে দেয় সম্রাট। দিলু বাম হাত দিয়ে ডান হাতের ব্যথা হওয়া জায়গাটা চেপে ধরে বলে, 'কাজটা তুই ভালো করলি না সম্রাট। তোর যদি পেটের ভেতর ছুরি ঢুকিয়ে ভুঁড়িটা বের করে সম্রাটগিরি না ছাড়াচ্ছি, তাহলে আমার নাম দিলু না।'

'দিলু না তো কী—ঘিলু, কুত্তার ঘিলু?'

আশপাশের সবাই হো হো করে হেসে ওঠে। সম্রাট হাত দিয়ে দিলুকে সাইডে সরিয়ে দিয়ে আবার হাঁটতে থাকে, সঙ্গে সঙ্গে আর সবাইও হাঁটতে থাকে। কিছু কিছু মেয়ে আছে না যারা স্কুলে তাদের বাড়ির বাগানের দু-একটা ফুল নিয়ে আসে, সেই রকম কয়েকটা মেয়ে তাদের হাতের ফুলের পাপড়িগুলো ছিঁড়ে ছিটাতে লাগল বাপ্পীর দিকে। তাই দেখে কেউ কেউ তাদের খোঁপার ফুল খুলেও ছিঁড়ে ছিটাতে লাগল। বাপ্পীকে এখন লাগছে জেল থেকে ছাড়া পাওয়া অবিকল কোনো জনপ্রিয় নেতার মতো।

কিছুদূর এভাবে এগুনোর পর ডাবলু একটু আস্তে হেঁটে অমিকে বলল, 'হেডস্যার!'

সবাই ঝট করে হেডস্যারের রুমের দিকে তাকাল। ওরা ভয় পাওয়ার পরিবর্তে অবাক হয়ে দেখল—হেডস্যার বাপ্পীকে দেখে হাততালি দিচ্ছেন আর হাসছেন। এমনভাবে বাপ্পীর দিকে তাকিয়ে আছেন যেন খুব আনন্দ পাচ্ছেন তিনি!

সবাই যতটুকু না অবাক হয়েছে তার চেয়ে বেশি অবাক হয়েছে ডাবলু, অমি, টুকুন আর শুভ। অবাক হয়েছে বাপ্পীও। হেডস্যারের তো এভাবে হাসার কথা না, আনন্দ পাওয়ার কথা না! রহস্যটা কী!

www.MurchOna.com

হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ছে সম্রাট। ও যতই হাসছে ততই ওর মুখের লালায় ভিজে যাচ্ছে সামনের সব কিছু। ডাবলু একটু বিরক্ত হয়ে বলল, 'এতো হাসার কী হলো?'

'হাছব না!' সম্রাট হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে মুখের লালাগুলো মুছতে মুছতে বলল, 'একটা নুতন ষাড় আছবে স্কুলে, আর এটা নিয়ে তোরা ভয়ে অস্টির!'

'ভয়ে অস্থির হবো না!' ডাবলু আগের মতোই বিরক্ত হয়ে বলল, 'নতুন স্যার কী জন্য আসছে জানিস?'

'তোরাই তো বললি—তোদের টাইট দেওয়ার জন্য।'

'টাইটটা কী রকম, সেটা জানিস?'

'না।'

'আমাদের সব হাসি-আনন্দ-ফুর্তি শেষ হয়ে যায় সেই টাইটে।'

'এর জন্য তো তোরা তিন-তিনটা ষাড়কে স্কুল থেকে তাড়িয়েছিস। প্রথম ষাড়কে তাড়িয়েছিস তার ঘরের সবকিছু চুরি করে।'

'তুই এটা জানলি কী করে?'

'এতো অবাক হচ্ছিস কেন?' সম্রাট হাসতে হাসতে বলে, 'একটু আগে তুই-ই তো বললি।' সম্রাট একটু থেমে বলে, 'আচ্ছা, দ্বিতীয় ষাড়কে কীভাবে তাড়িয়েছিস, বল তো?'

আগে হলে সবাই সম্রাটের ওপর ভীষণ বিরক্ত হতো, এমনকি পাত্তাই দিত না ওকে। কিন্তু স্কুলে দিলুর সঙ্গে ঘটনার পর থেকে সবাই একটু

www.MurchOna.com

হলেও ওকে সমীহ করে চলছে। কারণ দিলুর মতো মহাপাজীকে টাইট দেওয়ার মতো স্কুলে আর কেউ ছিল না এতদিন। আজ একজনকে পাওয়া গেছে, আজ সম্রাটকে পাওয়া গেছে।

ওই ঘটনার পর বেশ কয়েকটা ছাত্র এসে সম্রাটকে চুপিচুপি বলেছে, 'দল করবি?'

সম্রাট অবাক হয়ে বলেছে, 'কীছের দল?'

কালো মতো একটা ছেলে বলল, 'দিলুর একটা দল আছে, মহাপাজী ওরা। সারাক্ষণ শুধু মারামারি করে। একে মারে ওকে ধরে। কিন্তু কেউ কিছু বলতে সাহস পায় না, এমন কি স্যারদেরকেও কেউ কিছু বলে না। আবার ডাবলুদেরও একটা দল আছে। ওরা অবশ্য পাজী না। তবে স্যাররা বলেন, ডানপিটের দল। হেডস্যার তো ডাবলুকে ডাকেন—ডানপিটে ডাবলু। আমরাও একটা দল করতে চাই। আমরা কেউ ক্লাস সেভেনে পড়ি, কেউ এইটে পড়ি, কেই নাইনে পড়ি। তুই অবশ্য ক্লাস সিক্সে পড়িস, কিন্তু তুই আমাদের সবার চেয়ে বড়। তাই তুই হবি আমাদের দলের দলনেতা।'

'দল করে আমরা কী করব?'

'তোর গায়ে যা শক্তি। দিলু যেহেতু তোর প্যাঁদানি খেয়ে কিছুটা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে, আমাদের একটা দল থাকলে দিলুসহ সবাই ভয় পাবে আমাদের দেখে।'

'তার কী কোনো প্রয়োজন আচে?'

'অবশ্যই প্রয়োজন আছে। সারা স্কুলের ছেলে-মেয়ে আমাদের দিকে ভয় ভয় চোখে তাকাবে, চলতে গেলে রাস্তার সাইডে দাঁড়াবে, সালাম দেবে—কত মজা না! তুই রাজি?'

'ব্যাপারটা তো মজার। কিন্তু হুট করেই তো সব কিছু বলা যায় না। আমি একটু ভেবে দেখি?'

'ভেবে দেখবি? দেখ। কিন্তু ভেবে দেখতে কয়দিন লাগবে তোর?' কালো মতো ছেলেটা আগ্রহ নিয়ে সম্রাটের দিকে তাকায়।

'বেশ কয়েকদিন তো লাগবেই।'

'বেশ কয়েকদিন কত দিন?'

'বেশি দিন না, অল্প কয়েকদিন।'

'ভুলে যাবি না তো?'

www.MurchOna.com
suman ahm@yahoo.com

www.MurchOna.com

'না, ভুলে যাব না।'

'আচ্ছা, তোর গায়ে এত শক্তি এলো কীভাবে বল তো?'

'পরে এক সময় বলব তোদের?'

'আরেকটা কথা—এত বড় হয়ে গেছিস, কিন্তু এভাবে কথা বলিস কেন তুই বল তো? একেবারে বাচ্চাদের মতো!'

'এটাও পরে বলি?'

'ঠিক আছে, আমরা তাহলে এখন যাই। টিফিন পিরিয়ড শেষ হয়ে যাবে একটু পর, ক্লাস শুরু হবে তারপর।' কালো মতো ছেলেটা চলে যেতে নিতেই আবার ঘুরে দাঁড়িয়ে বলে, 'কথাটা ভুলে যাস না কিন্তু তুই!'

ডাবলু সম্রাটের পিঠে একটা থাপ্পড় দিয়ে বলে, 'এই তুই কী ভাবছিস রে?'

'টিফিন পিরিয়ডে কয়েকটা ছেলে এসেছিল আমার কাছে, ওদের কথা মনে পড়ল হঠাৎ।'

'কেন এসেছিল?'

'একটা দল করতে চায় ওরা।'

'কীসের দল?'

'ছেটা পরে বলি, তার আগে তোরা দ্বিতীয় ষাড়কে কীভাবে তাড়িয়েচিলি সেটা বল।'

ডাবলু শুরু করতে যায়। কিন্তু টুকুন ওকে থামিয়ে দিয়ে বলে, 'প্রথম স্যারের মতো দ্বিতীয় স্যারও ক্লাসে এসে হুমকি-ধামকি দেওয়া শুরু করে। মনটা খারাপ হয়ে যায় আমাদের। ক'দিন আগে প্রথম স্যারটাকে এজন্য তাড়ালাম। কিন্তু দ্বিতীয় স্যারকে কীভাবে তাড়াই? হঠাৎ একটা বুদ্ধি এসে যায় আমাদের মাথায়।'

'বুদ্ধিটা প্রথম কার মাথায় আসে?'

'ডাবলুর মাথায়।' টুকুন একটু হেসে বলে, 'অবশ্য যত দুষ্টুমি বুদ্ধি সবার আগে ডাবলুর মাথায়ই আসে।'

'বুদ্ধিটা কী?' সম্রাট খুব আগ্রহ নিয়ে বলে।

'অমি যেহেতু আমাদের ক্লাসের ফার্স্ট বয়, আর ও যেহেতু আমাদের দলের, তাই বুদ্ধিটা ওকে নিয়ে শুরু হয়।'

'যেমন?'

www.MurchOna.com

'দ্বিতীয় স্যার ক্লাসে যাই পড়ায় অমি একটু পর পর উঠে দাঁড়িয়ে বলে, স্যার বুঝলাম না। স্যার অবাক হয়ে বলেন, কী বুঝলে না বলো? অমি মাথা চুলকাতে চুলকাতে বলে, কোনো কিছুই বুঝিনি স্যার।' টুকুন একটু থেমে বলে, 'স্যার তখন ক্লাসে আমাকে কিংবা ডাবলুকে অথবা শুভ, কখনো কখনো বাপ্পীকে জিজ্ঞেস করে। আমরা তো আগেই সবকিছু ঠিক করে রেখেছি। আমরাও এক বাক্যে বলে ফেলি—স্যার, আমরাও বুঝিনি। সবচেয়ে অবাক করা ব্যাপার হচ্ছে, স্যার যখন ক্লাসের অন্যান্য ছেলে- মেয়েদের জিজ্ঞেস করতেন, ওরাও কেন যেন তখন বলত—স্যার, আমরাও বুঝিনি!'

'খুব মজা তো!'

'মজা মানে কী!' টুকুনের সারা মুখ দুষ্টুমি হাসিতে ভরে গেছে। ও ওরকমভাবে হাসতে হাসতে বলে, 'তারপর থেকে আমার প্রতিদিন স্যারের সঙ্গে ওরকম করতাম। স্যার অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকতেন আমাদের দিকে। আর আমরাও স্যারের দিকে এমনভাবে তাকাতাম যেন আমরা সত্যি সত্যি কোনো কিছু বুঝিনি।'

'এভাবে কয়দিন করেছিস তোরা?'

'কয়েকদিন। তারপর স্টাইল পাল্টে ফেলি।'

সম্রাট একটু নড়েচড়ে বসে বলে, 'কী রকম?'

'স্যার ক্লাসে এসে যদি বলতেন, আজ কী বার?

আমাদের মাঝখান থেকে একজন বলত, 'স্যার, পরীক্ষার তো অনেক দেরি আছে।'

স্যার তখন বলতেন, 'আমি 'কী বার' সেটা জিজ্ঞেস করেছি।'

সঙ্গে সঙ্গে সেই ছেলে কিংবা মেয়েটি বলত, 'অ, অঙ্কের চেয়ে ইংরেজি সোজা লাগে আমাদের কাছে।'

স্যার বিরক্ত হয়ে বলতেন, 'ওকে, তোমরা সবাই বাড়ির পড়া পড়ে এসেছো তো?'

অন্য একটা ছেলে কিংবা মেয়ে তখন বলত, 'হেডস্যার খুবই ভালো মানুষ স্যার।'

স্যার অবাক হয়ে বলতেন, 'তুমি এটা কী বলছো—হেডস্যার খারাপ মানুষ এটা কি আমি বলেছি!'

'স্যার আপনি যতই বলেন না কেন, হেডস্যার সত্যি সত্যি ভালো মানুষ।' টুকুন হাসতে হাসতে বলে, 'সম্রাট, তখন যদি স্যারের চেহারা দেখতে। ভয়ে কেমন হয়ে যেত স্যারের চেহারাটা।'

www.MurchOna.com

'দ্বিতীয় ষাড় কয়দিন ছিলেন?'

'মাস দেড়েকের মতো। একদিন স্কুলে এসে শুনি, স্যার চলে গেছেন আমাদের স্কুল ছেড়ে।'

'এবার তৃতীয় ষাড়েরটা বল তো?'

টুকুন আবার বলতে নেয়, কিন্তু এবার অমি থামিয়ে দেয় ওকে। অমি চারপাশটা একবার দেখে বলে, 'আমরা কীভাবে যেন জানতে পারি আমাদের তৃতীয় স্যারটা ভূতকে ভীষণ ভয় পেতেন।'

'তার মানে ভূতের ভয় দেখিয়ে তৃতীয় ষাড়কে তাড়িয়েছিস তোরা।' সম্রাট বলে।

'হ্যাঁ।'

'এভাবে ভূতের ভয় দেখিয়ে অনেকেই অনেক কিছু করে। এটা তেমন মজার না। তবে দ্বিতীয় ষাড়কে তাড়ানোটা বেশ মজার ছিল।' সম্রাট সবার দিকে তাকিয়ে হাসতে থাকে। এ মুহূর্তে ওর মুখ দিয়ে একটু বেশি লালা ঝরছে।

ডাবলু হঠাৎ সোজা হয়ে বসে বলে, 'এখন আমাদের চিন্তা হচ্ছে—কয়েকদিন পর যে স্যারটা আসবেন তাকে নিয়ে। কীভাবে যে তাড়াব তাকে!'

সম্রাট ডাবলুর পিঠে একটা হাত রেখে সান্ত্বনা দেওয়ার ভঙ্গিতে বলে, 'আগে ষাড় আসুক, তারপর দেখা যাবে।'

'কিন্তু এবার আমাদের ইচ্ছা আছে, এ স্যারকে বেশি দিন টিকতে দেব না। এক সপ্তাহের মধ্যেই বিদায় করব তাকে।'

'এবার বুদ্ধিটা তাহলে আমি দেব। অবশ্য যদি তোদের পছন্দ না হয়, তাহলে অন্য কেউ দেবে। তবে আমার বিশ্বাস, বুদ্ধিটা তোদের পছন্দ হবে।' সম্রাট বেশ আত্মবিশ্বাস নিয়ে বলে।

বাপ্পী অনেকক্ষণ ধরে চুপ করে ছিল। ও ওর হাত-পা টান টান করে বলে, 'আমার তেমন ভালো লাগছে না। আজ রাতে আমরা কোথাও যাব।'

'অবশ্যই যাব।' ডাবলু উৎফুল্ল হয়ে বলে, 'মাহফুজ কাকাদের বরই গাছে যে মৌমাছি বাসা বেঁধেছে, ওখান থেকে তো আমাদের মধু চুরি করার কথা ছিল!'

www.MurchOna.com

'আমি তো ওই রাস্তা দিয়ে স্কুলে আসি। আজ আসার সময় দেখলাম—লোক ডেকে এসে মৌচাকটা কাটাচ্ছেন মাহফুজ কাকা।' শুভ দুঃখ দুঃখ চেহারা করে বলল।

'বলিস কী!' বাপ্পী একটু হতাশ হয়ে বলল, 'তাহলে অন্য জায়গায় যেতে হবে আমাদের।'

'একটা জায়গা অবশ্য আছে।' অমি বলল।

'কোথায়?'

'জায়গা অবশ্য একটু দূরে।' অমি সবার দিকে তাকিয়ে বলে, 'আমরা যে প্রাইমারি স্কুলটায় পড়তাম, সেই স্কুলের পাশে একটা আখের ক্ষেত দেখেছি। যা মোটা মোটা আখ না! একটা আখ অন্তত দুজন মিলে খাওয়া যাবে।'

'যত দূরই হোক, আজ রাতে আমরা আখ চুরি করতে যাব।' বাপ্পী কিছুটা জেদি হয়ে বলে।

'কোনো সমস্যা নেই, তোর যদি মন ভালো হয়, আমরা তাহলে আজ আখ চুরি করতে যাব। তবে একটা কথা—।' অমি একটু থেমে বলে, 'তার আগে তোর সব ঘটনা খুলে বলতে হবে আমাদের। তুই কীভাবে ওই জমিদার বাড়িতে গেলি খুব জানতে ইচ্ছে করছে সেটা।'

বাপ্পী অমির দিকে তাকিয়ে বলে, 'আজ রাতেই সেটা বলব।'

সম্রাট সবার দিকে তাকিয়ে হাসি হাসি মুখ করে বলে, 'রাতে তোরা একাই যাবি, আমাকে নিবি না?'

www.MurchOna.com

সব কাজেই শুভ একটু লেট, আজ রাতেও বেশ দেরি করে এলো ও। তাই দেখে ডাবলু বলল, 'বিয়ে করতে গিয়েছিলি নাকি?'

'আর বলিস না। বাসায় একটা ঝামেলায় পড়েছিলাম। স্যরি।' শুভ সবার দিকে তাকিয়ে বলল, 'আজ এখানে প্রথম এসেছে কে?'

'সম্রাট।' বাপ্পী বলল।

'প্রথম প্রথম তো তাই উৎসাহ বেশি। চল, সম্ভবত বেশ দেরি হয়ে গেছে।' অমি বসে ছিল, শুভ ওর দিকে হাত বাড়িয়ে টেনে তুলতে তুলতে বলল, 'কত দিন পর আখ খাব!'

অমি সামনের দিকে হাঁটতে হাঁটতে বলল, 'তোরা কি জানিস— কোন প্রাণী আমাদের মতো রাতে ক্ষেত থেকে আখ চুরি করে খায়?'

সম্রাট বলল, 'আমি জানি।'

'বল।'

সম্রাট উৎফুল্ল হয়ে বলল, 'ছিয়াল।'

'হ্যাঁ, শিয়াল।' অমি বাপ্পীর দিকে তাকিয়ে বলল, 'আখ কাটার ছুরি নিয়ে এসেছিস তো?'

'একটা না, দুটো নিয়ে এসেছি।'

ডাবলুরা হাঁটতে হাঁটতে ওদের গ্রাম ছেড়ে পাশের গ্রামে পা রাখল। আরো কিছুদূর যাওয়ার পর সম্রাট চিৎকার করে বলল, 'দেখ দেখ, ঘরে আগুন লেগেচে কাদের যেন!'

সবাই সামনের দিকে তাকিয়ে দেখল, কাদের যেন বাহির বাড়ির একটা ঘরের কেবল বেড়ায় আগুন লেগেছে। একটু পর সারা ঘরে লেগে যাবে। ডাবলু ভালো করে তাকিয়ে বলল, 'আরে, এটা মিতুদের বাড়ি না?'

www.MurchOna.com

টুকুন একটু উত্তেজনা নিয়ে বলে, 'কোন মিতু?'

'কোন মিতু আবার, আমাদের মিতু, আমাদের সঙ্গে পড়ে যে মিতু।' ডাবলু চোখ দুটো বড় বড় করে বলে, 'আগুন তো বাড়ছে!'

অমি বলল, 'এখনই নেভানো দরকার, না হলে সর্বনাশ হয়ে যাবে।'

'কীভাবে নেভাবো?' টুকুন ঘরের দিকে এগিয়ে গিয়ে বলে, 'বাড়ীতে কে আছেন, আপনাদের ঘরে আগুন লেগেছে।'

রাত অনেক হয়েছে। গভীরভাবে ঘুমিয়ে আছে সবাই। টুকুনের কথা কেউ শুনতে পেয়েছে বলে মনে হয় না। কারণ কেউ বের হয়ে এলো না বাড়ির ভেতর থেকে।

টুকুনের সঙ্গে সঙ্গে এবার সবাই একসঙ্গে ডাকতে লাগল, 'বাড়ির ভেতর কে আছেন, আপনাদের ঘরে আগুন লেগেছে।'

বেশ কিছুক্ষণ ডাকার পর বৃদ্ধমতো একটা লোক বাড়ির ভেতর থেকে বের হয়ে এসে তিনি নিজেই চিৎকার করতে লাগলেন, 'আগুন, আগুন...।'

বাপ্পী দৌড়ে গিয়ে লোকটার একটা হাত ধরে বলল, 'দাদু, বাসায় আর কেউ নেই।'

'না। সবাই বেড়াতে গেছে।'

'তাহলে কয়েকটা বালতি এনে দিন আমাদের। পাশের ওই পুকুর থেকে পানি এনে আগুন নেভাতে হবে।'

বাপ্পীর কথা শুনে বৃদ্ধ লোকটি বললেন, 'তোমরা দাঁড়াও, আমি বাড়ির ভেতর থেকে বালতি নিয়ে আসি।'

বৃদ্ধলোকটি দ্রুত তিনটা বালতি এনে দিতেই ডাবলু একটা হাতে নিল, সম্রাট একটা হাতে নিল, বাপ্পী একটা হাতে নিল। তাই দেখে অমি বলল, 'আর বালতি নেই, দাদু?'

'আছে, ছোট ছোট আরো দুটো আছে।'

'ও দুটোও নিয়ে আসুন।'

যথাসম্ভব দ্রুতগতিতে হেঁটে গিয়ে ছোট দুটোও বালতি আনলেন বৃদ্ধলোকটি। অমি আর টুকুন ও দুটো হাতে নিয়ে পাশের পুকুরের দিকে দৌড়ে গেল। বাপ্পী, সম্রাট, ডাবলু বালতি বোঝাই করে ঘরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধলোকটি বললেন, 'দাদুরা, বালতিগুলো আমার হাতে দাও, আমি ছিটিয়ে দেই। তোমরা ছোট মানুষ...।'

www.MurchOna.com

বৃদ্ধলোকটির কথা শেষ হওয়ার আগেই সম্রাট বলল, 'দাদু, আপনি সরে দাঁড়ান, আমরা পারব।' বলেই সম্রাট ওর হাতের বালতির পানিগুলো ছিটিয়ে দিল আগুনলাগা ঘরের ওপর। সঙ্গে সঙ্গে বাপ্পী আর ডাবলুও ছিটিয়ে দিল। পানি পেয়ে আগুন যেন বেড়ে গেলে আরো।

টুকুন আর অমি দৌড়ে এসে ওই বেড়ে যাওয়া আগুনের ওপর পানি ছিটিয়ে দিল আবার। বাপ্পী, সম্রাট আর ডাবলুও এরই মধ্যে এসে হাজির। ভাগ্যিস, ঘরে কেবল একটা বেড়াতেই আগুন লাগার সঙ্গে সঙ্গে চোখে পড়েছিল ওদের। কেবল সেই বেড়াতেই পানি ছিটাতে লাগল ওরা খুব যত্নের সঙ্গে।

একের পর এক বালতি বোঝাই পানি ছিটাতে ছিটাতে আগুনটা একটু কমে এলো। সবাই দ্রুত পানি আনতে আনতে হয়রান হয়ে গেছে। দাঁড়িয়ে থেকে হাঁপাচ্ছে সবাই। সম্রাট তখন চিৎকার করে বলল, 'থামা যাবে না কিন্তু, এখনই আরো পানি ছিটানো দরকার।'

আবার সবাই বালতি হাতে পুকুরের দিকে ছুটল। আবার দ্রুত পানি এনে ছিটাতে লাগল ঘরের বেড়াতে। ঝাড়া বিশ মিনিট এভাবে পানি ছিটানোর পর ঘরের আগুন সব আগুন নিভে এলো। বৃদ্ধটি সবার দিকে এগিয়ে এসে বললেন, 'আমি একজন শিক্ষক ছিলাম। তিন বছর আগে অবসর নিয়েছি। আমার মনে হয়, আমি সারাজীবন যতটুকু না ভালো কাজ করেছি, তার চেয়ে অনেক বেশি ভালো কাজ করলে তোমরা আজ।'

'থ্যাংক ইউ, দাদু।' ডাবলু এগিয়ে গিয়ে বৃদ্ধ মানুষটির একটা হাতে চেপে ধরল। ওর পেছন পেছন গিয়ে আর সবাইও হাত চেপে ধরল বৃদ্ধের। সঙ্গে সঙ্গে তিনি সবাইকে জড়িয়ে ধরে বললেন, 'আমরা বলি, দেশে ভালো মানুষ তৈরি হচ্ছে না, ভুল বলি। এই তো অনেক ভালো মানুষ তৈরি হচ্ছে, এই তো অনেক সোনার মানুষ সৃষ্টি হচ্ছে।' বৃদ্ধলোকটি কথা বলতে বলতে কেঁদে ফেলেন। তিনি শব্দ করে কাঁদছেন আর বলছেন, 'আমার কী যে আনন্দ হচ্ছে, আমার কী যে আনন্দ হচ্ছে!'

www.MurchOna.com

মাঝরাতের একটু আগে ঘুম ভেঙে যায় ডাবলুর। অবশ্য একটু পর সে নিজেই ঘুম থেকে উঠত। কারণ আজ অন্য একটা কাজে যাবে তারা। মধু চুরি, আখ চুরি—দুটো কাজেই ব্যর্থ হওয়ার পর ওরা কিছুটা খেপে গেছে। ওরা সিদ্ধান্ত নিয়েছে আজ রাতে ওরা মুরগি চুরি করবে। তারপর পিকনিকের মতো রান্না করে খাবে কোনো একটা জায়গায়।

ডাবলুর ঘুম ভেঙে যাওয়ার কারণটা হচ্ছে—কে যেন কাঁদছে, গুনগুন করে কাঁদছে। ও বুঝতে পারছে না কে কাঁদছে। বিছানায় উঠে বসে ও। কান পেতে শোনার চেষ্টা করে। কিন্তু বুঝতে পারে না কিছু।

ভালো করে বুঝার জন্য বিছানা থেকে নেমে দাঁড়ায় ডাবলু। খুব মনোযোগ দিয়ে শোনার চেষ্টা করে কান্নার শব্দটা। একটু পর বুকের ভেতরটা কেঁপে ওঠে ওর। পাশের ঘরে নতুন মা কাঁদছেন।

দ্রুত দরজা খুলে বাইরে বের হয়ে বাবার ঘরের দরজার সামনে এসে দাঁড়ায় ডাবলু। কান্নার শব্দটা এখন স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে। ও কিছুটা দ্বিধা নিয়ে দরজায় টোকা দেয়। সঙ্গে সঙ্গে কান্নাটা থেমে যায়।

ঘরের ভেতর থেকে ডাবলুর বাবা বলেন, 'কে?'

'বাবা, আমি।'

'ডাবলু?'

'জি, বাবা।'

'কী ব্যাপার?' বলেই দরজা খুলতে খুলতে ডাবলুর বাবা বলেন, 'কোনো সমস্যা?'

'কার যেন কান্নার শব্দ পাচ্ছি!'

'ও কিছু না, তুই ঘুমা।'

www.MurchOna.com

'ঘুমিয়েই তো ছিলাম। কান্নার শব্দে ভেঙে গেল।'

'এখন আর শব্দ হবে না।'

ডাবলু ওর বাবার মুখের দিকে তাকায়। তারপর একটু ইতস্তত করে বলে, 'বাবা, সম্ভবত মা কাঁদছেন। তুমি দরজা থেকে সরে দাঁড়াও, আমি একটু কথা বলব মা'র সঙ্গে।'

'তুই কী কথা বলবি?'

'বাবা, তুমি মাঝে মাঝেই এ কথা বলো কেন! তোমার কী মনে হয় আমি কথা বলতে পারি না?' ডাবলু একটা রাগী গলায় বলে, 'ক্লাস ফাইভে বিতর্ক প্রতিযোগিতায় আমি কিন্তু সেকেন্ড হয়েছিলাম, তোমার এটা মনে রাখা উচিত।' ডাবলু ওর বাবাকে হাত দিয়ে সরিয়ে দিয়ে বলে, 'তুমি সরো তো, মা'র সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে।'

ডাবলুকে ঘরের ভেতর ঢুকতে দেখেই নতুন মা আঁচল দিয়ে চোখ মুছতে থাকেন। খাটের ওপর বসে আছেন মা। ডাবলু সরাসরি মায়ের পাশে গিয়ে বসে বলে, 'প্রথম দিন আমার সঙ্গে কথা বলার সময় তুমি আমার বন্ধু হতে চেয়েছিলে না? আজ থেকে আমি তোমার বন্ধু। বন্ধুকে সব কিছু বলতে হয়, তোমার সমস্যা কী এবার আমাকে বলো।'

আঁচল দিয়ে আবার চোখ মোছেন মা। তারপর ডাবলুর দিকে সরাসরি তাকিয়ে বলেন, 'আমার কোনো সমস্যা নেই, ডাবলু।'

'তাহলে কাঁদছিলে কেন?'

'এমনি।'

'এমনি কেউ কাঁদে। আমাকে বাচ্চা ছেলে পেয়েছ, না।'

মা ডাবলুর মাথা চুলগুলো এলোমেলো করে দিয়ে বলেন, 'না, তুমি তো অনেক বড় হয়ে গেছ। তোমার বয়স বারো বছর, তুমি ক্লাস সিক্সে পড়ো।'

'আমাকে ভেঙ্গাচ্ছ, না?'

'তুমি আমার ছেলে না, তোমাকে ভেঙ্গাতে পারি আমি?'

'অত কথা বুঝি না।' ডাবলু দরজার দিকে তাকিয়ে দেখে বাবা ঘরের বাইরে গেছেন, 'বাবা, তোমাকে কিছু বলেছে?'

'না।'

'তুমি মিথ্যা বলছ না তো আমাকে?'

'মায়েরা কখনো ছেলের কাছে মিথ্যা বলে!'

www.MurchOna.com

'তাহলে এবার সত্যি করে বলো—কাঁদছিলে কেন এতক্ষণ?'

নতুন মা একটু চুপ থেকে বলেন, 'আমার বাবা আমাকে কী বলে ডাকতেন, জানো?'

'কী?'

'ক্রন্দসী।'

'এটার মানে কী?'

'যারা সব সময় কাঁদে, এমনি এমনি কাঁদে, তাদের বলে ক্রন্দসী।'

'তুমি এমনি এমনি কাঁদো নাকি?'

'ছোটবেলায় মা'র কাছে লাল চুরি কেনার টাকা চেয়েছিলাম একদিন। মা দেয়নি। তার জন্য কয়দিন কেঁদেছিলাম, জানো?'

'কয়দিন?'

'তিন দিন।' নতুন মা হাসতে হাসতে বলেন, 'বাবা কোনোদিন আমার গায়ে হাত তোলেননি। কী কারণে যেন তিনি একদিন আমাকে সামান্য বকেছিলেন। অভিমানে আমি সাতদিন শুধু কেঁদেছি। বাবা যতই আমাকে স্যরি বলেন, আমার ততই কান্না আসে। কী যে একটা বিচ্ছিরি ব্যাপার ছিল না।'

'কান্নার আর কোনো ঘটনা নেই তোমার?'

নতুন মা হাসতে হাসতে বলেন, 'আছে।'

'আরো আছে!' ডাবলু অবাক হয়ে বলে।

'একবার হয়েছে কী শোনো—ক্লাস সেভেনে অঙ্কে আটাশ না ত্রিশ পেয়েছি, মানে ফেল করেছি। মার্কশিট সই করতে হবে বাবাকে। কিন্তু লজ্জায় বাবাকে মার্কশিটটা দেখাতেই পারছিলাম না। এদিকে মার্কশিট জমা দেয়ার সময় চলে যাচ্ছে। একদিন হঠাৎ করে কেঁদে ফেলি। সেই যে কান্না শুরু হয় আর থামার নাম নেই। বাবা বলেন, কেন কাঁদো; মা বলেন, কেন কাঁদো? আমি কিছু বলি না। শেষে কেমন করে যেন জেনে যায় অঙ্কে ফেল করেছি আমি।' নতুন মা আবার হাসতে হাসতে বলেন, 'দেখলে তো আমি কেমন কাঁদতে পারি!'

ডাবলু নতুন মায়ের চোখের দিকে তাকিয়ে বলে, 'অনেক কথা বলেছ, এবার আসল কথা বলো—এতক্ষণ কাঁদছিলে কেন?'

নতুন মা কিছু বলেন না। কেবল ডাবলুর মাথার চুলগুলোতে হাত বুলাতে থাকেন। বেশ কিছুক্ষণ এভাবে হাত বুলাতে বুলাতে ফোস করে নিশ্বাস ছেড়ে বলেন, 'একদিন তোমাকে সব বলব।'

www.MurchOna.com

ডাবলু একটা হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলে, 'প্রমিজ?'

নতুন মা ডাবলুর সেই হাতের ওপর একটা হাত রেখে বলেন, 'প্রমিজ, একশ পার্সেন্ট প্রমিজ।'

বুলুদের বাড়ির পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় প্রতিবারই ডাবলুর শরীরটা কেমন যেন করে ওঠে। বুলু হচ্ছে ডাবলুর চাচাতো ভাই। ওদের বাড়ির পাশে এত বাঁশঝাড়, মনে হয়ে ওগুলো ঠিক বাঁশঝাড় না, ভূতের বাসা। কয়েক দিন আগে কে যেন ওদের বাড়ির পাশ দিয়ে যাচ্ছিল, হঠাৎ দেখে রাস্তার ওপর একটা বাঁশ পড়ে আছে। লোকটা সেই বাঁশটার উপর দিয়ে যেই না রাস্তাটা পার হবে, সঙ্গে সঙ্গে নাকি বাঁশটা লোকটাকে উপরে তুলে ফেলেছিল। ডাবলু নিজে ব্যাপারটা দেখে নাই, বুলু বলেছে। অবশ্য বুলুও ব্যাপারটা দেখে নাই, কার কাছে যেন শুনেছে।

রাস্তাটা পার হওয়ার সময় আজও বুলুর শরীরটা কেমন করে ওঠে। মনে হয়—এই বুঝি একটা বাঁশ মাটিতে শোয়া দেখবে, তার ওপর দিয়ে সে হেঁটে যাবে, সঙ্গে সঙ্গে বাঁশটা উপরে তুলে ফেলবে তাকে।

মক্তবে অনেক সূরা মুখস্থ করেছে ডাবলু। একটা সূরা মনে করার চেষ্টা করে ও। কিন্তু কোনো সূরাই মনে আসে না এ মুহূর্তে। সে কাঁপা কাঁপা গলায় বলতে থাকে—আল্লা, আল্লা...।

হঠাৎ বাঁশঝাড়ের মধ্যে কে যেন দৌড়ে বের হয়ে যায়। ডাবলু চিৎকার করতে নিয়েই ভালো করে তাকিয়ে দেখে—শিয়াল। দ্রুত পা মেলে হাঁটতে থাকে ও। বাপ্পীদের বাড়ির বাইরের ঘরটাতে বোধহয় সবাই এসে গেছে এতক্ষণে।

ডাবলু যা ভেবেছে, তাই। বাপ্পীদের বাইরের ঘরে সবাই এসে উপস্থিত। ওকে দেখে বাপ্পী উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'পেঁয়াজ নিয়ে এসেছিস তো তুই?'

ডাবলু চমকে উঠে বলে, 'আমার তো পিঁয়াজ আনার কথা না। অমি আমাকে মরিচ আনতে বলেছিল, আমি মরিচ নিয়ে এসেছি।'

'পিঁয়াজ তাহলে কার আনার কথা ছিল?' বাপ্পী সবার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করে।'

কেউ কোনো কথা বলে না। অমি বাপ্পীর পাশে গিয়ে বলে, 'আমরা কে কী এনেছি, একবার করে বলি তো।'

www.MurchOna.com

শুভ পকেট থেকে গরম মসলা বের করে বলল, 'আমাকে গরম মসলা আনতে বলেছিল, আমি গরম মসলা এনেছি।'

'আমি এনেচি টেল।' সম্রাট বলে।

'সম্রাট তেল এনেছে। ডাবলু মরিচ এনেছে।' বাপ্পী টুকুনের দিকে তাকিয়ে বলে, 'টুকুন, তুই?'

'আমি আগুন জ্বালানোর জন্য ম্যাচ আর মুরগি জবাই করার জন্য ছুরি এনেছি।' টুকুন বেশ উৎসাহী হয়ে বলল।

'আমি এনেছি লবণ আর চামচ।' অমি সবার দিকে তাকিয়ে বলে, 'আমি অবশ্য আরেকটা জিনিস এনেছি। বাড়ি থেকে বের হওয়ার সময় দেখি বড় একটা পাউরুটি এনে রেখেছে বাবা, সেই পাউরুটিটা নিয়ে এসেছি।'

'সবই আনা হয়েছে, কেবল পিঁয়াজ বাদ। সম্ভবত আমার রুমের খাটের নিচে অনেকগুলো পিঁয়াজ কিনে রেখেছে আম্মু।' বাপ্পী বলে, 'আমি সেখান থেকে কয়েকটা পিঁয়াজ নিয়ে আসি।'

'আরো একটা জিনিস আনা হয় নাই।' অমি চারপাশটা ভালো করে তাকিয়ে দেখে বলে, 'মাংস যে রান্না করা হবে, তার জন্য পাতিল দরকার না, সেই পাতিল আনা হয় নাই।'

'আমার জন্য পাতিল আনা কষ্ট হবে।' বাপ্পী দুঃখিত ভঙ্গিতে বলে, 'আমাদের রান্নাঘরে কোনো পাতিল থাকে না, পাতিল রাখা হয় স্টোর রুমে। স্টোর রুম তো তালা দেয়া।'

'ওকে, অসুবিধা নেই। পাতিল আমি ম্যানেজ করছি।'

'তুই কোথা থেকে ম্যানেজ করবি?'

'আমরা যে বাড়িতে মুরগি চুরি করতে যাব, সেখানে যেতে হলে তো আমাদের বাড়ির সামনে দিয়েই যেতে হবে। তখন বাড়ি থেকে নিয়ে নেব। পাতিল একটা হলেই তো চলবে।' অমি সবার দিকে তাকায়।

'তাহলে তো ছমছ্যার ছমাদান হলোই।' সম্রাট একটু উৎফুল্ল হয়ে বলে, 'বাপ্পী, তুই বাড়ির ভেতর থেকে তাড়াতাড়ি পেঁয়াজ নিয়ে আয়। রাত অনেক হয়েচে। মুরগি চুরি করতে হবে, জবাই করতে হবে, রান্না করতে হবে। অনেক সময় লাগবে।'

www.MurchOna.com

বাপ্পী বাড়ির দিকে পা বাড়িয়েই ঘুরে দাঁড়িয়ে বলে, 'ফ্রিজে অনেক খাবার আছে, তোরা কেউ কিছু খাবি নাকি?'

কেউ কিছু বলল না, মানে কেউ কিছু খাবে না।

দশ মিনিটের মধ্যে বাড়ির ভেতর থেকে পেঁয়াজ এনে বাইরের ঘরে এসে বাপ্পী বলল, 'আচ্ছা, রান্না করবে কে?'

'আমি।' সম্রাট হাত উঁচু করে বলল।

'তুই রান্না করতে পারিস?' ডাবলু সন্দেহের দৃষ্টিতে সম্রাটের দিকে তাকিয়ে বলে।

'পারব না কেন!' সম্রাট বেশ আত্মবিশ্বাসী ভঙ্গিতে বলে, 'আমি আগে যে ইচকুলে পড়তাম, সেখানে পিকনিক কিংবা কোনো কিছু হলে তো আমিই রান্না করতাম।'

'সত্যি বলছিস?'

'একদম ছত্যি।'

'তোর রান্না খাওয়া যাবে তো?'

'যাবে না কেন?'

'খাওয়ার পর আবার স্যালাইন খেতে হবে না তো?'

সম্রাট হাসতে হাসতে বলে, 'ছ্যালাইন খাওয়া তো ভালো।'

বাপ্পী ঘর থেকে বের হতে হতে বলে, 'চল। যত দ্রুত সম্ভব কাজটা সেরে বাসায় ফিরতে হবে আবার।'

হাঁটতে হাঁটতে ওরা অমিদের বাড়ির দিকে যেতে লাগল। পাতিল নিতে হবে বাড়ি থেকে। কিন্তু বাড়ির একেবারে সামনে আসতেই কে যেন বাড়ির ভেতর থেকে চিৎকার করে উঠল—চোর চোর, মুরগি চোর...।

ডাবলুরা সবাই দ্রুত একটা গাছের আড়ালে গিয়ে দাঁড়াল। কিন্তু অমি বাড়ির ভেতর চলে গেল একা একাই। বাড়ির ওঠানে বাবা, মা, দুই চাচা আর ছোট ফুপু দাঁড়িয়ে আছেন। সবাই তাকিয়ে আছেন উঠানের কোনার মুরগির খোঁয়াড়টার দিকে। খোঁয়াড়ের দরজাটা হাঁ করে খোলা। অনেকগুলো মুরগি থাকত এখানে, কিন্তু এখন একটাও নেই। সব চুরি করে নিয়ে গেছে চোর।

অমিকে দেখে ওর বাবা অবাক হয়ে বললেন, 'এত রাতে কোথায় গিয়েছিলি তুই?'

www.MurchOna.com

'কোথায় আর যাবে— ।' অমির মা অমির মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে বলেন, 'রাত ভরা লেখাপড়া করে, লেখাপড়া শেষ করে বোধহয় একটু বাতাস খেতে গিয়েছিল।'

'এত রাত করে মানুষ পড়ে নাকি!'

'সবাই পড়ে না, কেউ কেউ পড়ে। যারা পড়ে তারা অমির মতো ফার্স্ট হয়।' অমির মা অমির বাবার দিকে রাগ করে তাকিয়ে বলেন, 'তুমি ওসব বুঝবে না, তুমি আছো তোমার ব্যবসা নিয়ে।'

অমি মুরগির খোঁয়াড়ের দিকে একটু এগিয়ে গিয়ে বলে, 'মা, মুরগিগুলো চুরি হলো কীভাবে?'

'আমরা সবাই ঘুমাচ্ছিলাম। হঠাৎ কক করে একটা মোরগ ডেকে ওঠে। ঘুম ভেঙে যায় আমার। এত রাতে মোরগ ডাকে কেন? সবাইকে ডেকে বাইরে বের হয়ে দেখি—মুরগির খোঁয়াড় খোলা, একটাও মুরগি নেই সেখানে।'

ফ্যালফ্যাল করে অমি ওর মায়ের দিকে তাকায়। কোনো কিছুই মাথায় ঢুকছে না ওর। কেমন যেন এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে সব!

www.MurchOna.com

বাপ্পী খুব রেগে গিয়ে বলল, 'আমরা কোনো কাজই ঠিকমতো করতে পারছি না। যে কাজই করতে যাই একটা না একটা অঘটন লেগেই আছে।'

'খুব খারাপ লাগছে আমার।' মন খারাপ করে বলে টুকুন।

'আমারও।' টুকুনের দিকে তাকিয়ে শুভ বলে।

'একটা জিনিস আমি বুঝতে পারছি না, এরকম কেন হচ্ছে!' অমি বেশ বিরক্তি নিয়ে বলে, 'আগে তো কখনো এরকম হয়নি।'

সম্রাট খুব মনোযোগ দিয়ে কথা শুনছে আর একটা একটা করে ঘাস ছিঁড়ে মুখে দিয়ে চিবাচ্ছে। অনেক ছাত্র এসে গেছে স্কুলে। দূর থেকে দিলুকে দেখে সম্রাট বলল, 'কাল দিলু আমাকে একটা কথা বলেচে।'

ডাবলু একটু শব্দ করে বলল, 'কী কথা?'

'ও আমার ছঙ্গে মারামারি করতে চায় একদিন।'

'তুই কী বলেছিস?'

'বলেচি—ওরকম ফালতু কাজ করার ছময় আমার নেই।'

'কথাটা শুনে ও তারপর আর কিছু বলেনি?'

'বলেচে—।' সম্রাট কথাটা শেষ না করে মাথা নিচু করে ফেলে।

'কী কথা বলেছে, বল?' ডাবলু বেশ উত্তেজনা নিয়ে বলে।

'বাজে একটা কথা বলেছে। থাক, কথাটা শুনে কাজ নেই।' সম্রাট সবার দিকে একবার তাকিয়ে মাথাটা আবার নিচু করে ফেলে।

বাপ্পী সম্রাটের কাঁধে একটা হাত রেখে বলে, 'থাকবে কেন, বল। তুই এখন আমাদের বন্ধু না, তোকে কী বলেছে সেটা এখন আমাদের জানা দরকার না।'

সম্রাট কিছুক্ষণ চুপ থেকে বলে, 'ও নাকি সুযোগ পেলে আমার পায়ে একটা ছুরি ঢুকিয়ে দেবে।'

www.MurchOna.com

'বললেই হলো।' অমি সাধারণত হঠাৎ করে রেগে যায় না। কিন্তু এ মুহূর্তে রেগে গিয়ে বলল, 'তুই ওকে সুযোগ দিলে তো ও তোর পায়ে ছুরি মারবে। সে সুযোগ দেয়া যাবে না ওকে। তাছাড়া এখন আমরা আছি না। ও কিছু করতে আসলে আমরা সবাই মিলে আচ্ছামতো প্যাঁদানি দেব এবার ওকে।'

'কোনো কিছুই ভালো লাগছে না আমার। আজকালের মধ্যেই একটা কিছু করা দরকার আমাদের।' বাপ্পী কিছুটা জেদি হয়ে বলে।

'একটা না, আমরা অনেক কিছু করব।' ডাবলুও রাগ আর জিদ নিয়ে বলে।

'কী কী করবি, বল তো?' খুব আগ্রহ নিয়ে জিজ্ঞেস করে সম্রাট।

'টিটোদের পুকুরের মাছ চুরি করব, সালামদের বরই বাগানের বরই চুরি করব, মুক্তাদের পেঁপে গাছের চুরি করব। ভীষণ রাগ লাগছে—।' ডাবলু আগের চেয়ে রাগী গলায় বলে, 'মনে যা ইচ্ছা হয় তাই করব।'

'এবং আজ রাতে কিংবা কাল রাতেই করব।' বাপ্পী ডাবলুর মতো রাগী গলায় বলে।

ক্লাস এইটের শোভন হঠাৎ দৌড়ে এসে বলল, 'এই, হেডস্যার তোমাদের ডাকেন।'

শুভ চমকে উঠে বলে, 'আমাদের!'

'হ্যাঁ, তোমাদের। স্যার এখনই ডাকছেন। জরুরি একটা কথা আছে।' শোভন কথাটা বলেই আবার হেডস্যারের রুমের দিকে চলে গেল।

সবাই সবার মুখের দিকে চাওয়া-চাওয়ি শুরু করল। শুভ একটু বেশি ভয় পেয়ে বলল, 'হেডস্যার রাতের ঘটনা জেনে ফেললেন না তো?'

'জেনে ফেললেই কী, রাতে আমরা কিছু করেছি নাকি?' বাপ্পী বিরক্ত হয়ে বলল।

সম্রাট সোজা হয়ে বসে বলল, 'হেডস্যার তাহলে ডাকচেন কেন? আমরা তো কোনো অন্যায় করিনি।'

'এমনও হতে পারে রাতে আমাদের কোথাও দেখেছেন।' অমি শান্ত স্বরে বলে, 'চল তো, আগে স্যারের রুমে গিয়ে দেখি।'

'তার আগে একটা পরামর্শ করে যাওয়া ভালো না?' বিজ্ঞের মতো গলা গম্ভীর করে বলে ডাবলু।

www.MurchOna.com
suman_ahm@yahoo.com

www.MurchOna.com

'কীসের পরামর্শ?' বাপ্পী বিরক্ত হয়েই বলে।

'কাল রাতে আমরা কোনো কিছু করিনি, কিন্তু বাইরে তো বের হয়েছিলাম। দেখা গেল, আমরা যখন বাইরে বের হয়েছি, হেডস্যারও তখন কোনো কারণে বাইরে বের হয়েছিলেন। আমাদের তখন দেখে ফেলেছিলেন তিনি।' ডাবলু সবার দিকে তাকিয়ে বলে, 'হয়তো এটা নিয়েই কিছু জিজ্ঞেস করবেন।'

'যদি জিজ্ঞেসই করেন তাহলে আমরা কী জবাব দেব?' টুকুন ডাবলুর দিকে তাকিয়ে বলে।

ডাবলু কিছু বলার আগেই সম্রাট হাত উঁচু করে বলল, 'আমরা বলব—স্যার, আমরা তারা দেখতে বের হয়েচিলাম।'

'হেডস্যার এটা বিশ্বাস করবেন!' টুকুন বলে, 'আমার মনে হয় করবেন না।'

'আচ্ছা, স্কুলে নতুন স্যারটা এসে পড়েননি তো! স্যার এখন ওই স্যারের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবেন না তো?' শুভ ভয় ভয় গলায় বলে।

'অ্যাঁ, আমরা এটা তো ভাবিনি। এটাও তো হতে পারে! সর্বনাশ!' টুকুনও ভয় ভয় গলায় বলে।

'আগে চল তো, দেখি না স্যার কী জন্য ডেকেছেন। তারপর নাহয় কিছু একটা কিছু করা যাবে।' অমি উঠে দাঁড়িয়ে বলে, 'দেরি হয়ে যাচ্ছে, স্যার আবার রাগ করতে পারেন।'

হেডস্যারের রুমে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে চোখ বড় বড় হয়ে গেল ওদের। ক্লাস সিক্স থেকে ক্লাস টেনের বেশ কয়েকজন ছাত্র আগেই এসে দাঁড়িয়ে আছে স্যারের রুমে। স্যার এতক্ষণ গম্ভীর মুখে বসে ছিলেন, কিন্তু ডাবলুদের দেখেই মুখটা হাসি হাসি করে বললেন, 'তোমাদের জন্য দুটো সংবাদ আছে, একটা দুঃসংবাদ, আরেকটা সুসংবাদ। তা তোমরা বলো, কোন সংবাদটা আগে শুনবে?'

সম্রাটের মুখ দিয়ে লালা ঝরে পড়ছিল। ও হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে লালাগুলো মুছে বলে, 'আগে দুঃছংবাদটা বলুন, ষাড়।'

'দুঃসংবাদটা আগে কেন?'

'দুছংবাদটা ছুনে মন খারাপ হয়ে যাবে, তারপর ছুছংবাদটা শুনে মন ভালো হয়ে যাবে।'

www.MurchOna.com

'ভালোই তো বলেছ।' হেডস্যার চেয়ারের সঙ্গে হেলান দিয়ে বসে বলেন, 'তোমরা অনেকেই ভালো সাঁতার জানো। আমাদের এ এলাকার যে সাতটা স্কুল আছে সেই সাত স্কুলের সাতটা ছেলেকে নিয়ে একটা সাঁতার প্রতিযোগিতা হবে। আমাদের স্কুল থেকেও একজন যাবে, তবে সেটা কে যাবে তোমরা এখনই ভেবে আমাকে বলো।'

কেউ কিছু বলার আগে অমি হাতটা উঁচু করল। হেডস্যারের রুমের সবাই ওর দিকে তাকাল। হেডস্যার তাই দেখে বললেন, 'অমি, হ্যাঁ তুমি বলো।'

'স্যার, আমরা মাঝে মাঝে নদীতে গোসল করি এবং নিজেদের মধ্যে মাঝে মাঝে সাঁতারের প্রতিযোগিতাও করি। এতে সবসময় ডাবলু প্রথম হয়। আমরা কেউ-ই ওর সঙ্গে পেরে উঠি না।'

'ডাবলু!' হেডস্যার হাসতে হাসতে বলেন, 'আমাদের ডানপিটে ডাবলু এত ভালো সাঁতার জানে!'

ক্লাস নাইনের সেলিম বলল, 'জি স্যার, আমরা শুনেছি ডাবলু খুব ভালো সাঁতার জানে। আমরা আমাদের স্কুলের পক্ষ থেকে ওকেই সিলেক্ট করতে পারি।'

দিলু হঠাৎ হাত উঁচু করে বলল, 'স্যার, আমিও ভালো সাঁতার জানি। সব স্কুলের মধ্যে আমি ফার্স্ট হতে পারব।'

সম্রাট দিলুর দিকে তাকিয়ে বলে, 'আমার মনে হয় ও পারবে না স্যার। কারণ যারা সাঁতার কাটে তাদের শরীরটা বেশ হালকা হয়। কিন্তু ও তো বেশ মোটা। আমার মনে হয় সাঁতার কাটতে গিয়ে ও নিজেই ডুবে যাবে পানির নিচে।'

হো হো করে হেসে ওঠে সবাই। হেসে ওঠেন হেডস্যারও। তারপর সবার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তোমরা সবাই কী বলো?'

সবাই প্রায় একসঙ্গে বলে ওঠে, 'আমাদের মনে হয় ডাবলুই ভালো হবে, ওই ভালো করতে পারবে।'

'ওকে, তাহলে ডাবলুই সিলেক্ট হলো। এখন দুঃসংবাদটা শোনো— তিন দিন পর সাঁতার প্রতিযোগিতাটা হবে। এ তিন দিন ডাবলু কোথাও যেতে পারবে না, স্কুলেও আসতে হবে না। ও সারাদিন আমাদের স্কুলের যে পুকুরটা আছে সেখানে প্রাকটিস করবে। ওকে প্রাকটিস করাবে আমাদের পিটি স্যার রহমান সাহেব।'

www.MurchOna.com

সম্রাট একটু হতাশ হয়ে বলে, 'রাতে ডাবলু কোথায় থাকবে স্যার?'

'পিটি স্যারের রুমেই থাকবে। কারণ খুব সকালে উঠে ওকে প্রাকটিস করতে হবে, খাওয়া-দাওয়ারও একটা ব্যাপার আছে। ভালো ভালো খেতে হবে ওকে। এ খাবারগুলো স্কুলের পক্ষ থেকেই ওকে দেয়া হবে।'

'এটা তো তেমন দুঃসংবাদ হলো না, স্যার।' সম্রাট হেডস্যারের দিকে তাকিয়ে বলে।

'তোমার জন্য হয়তো দুঃসংবাদ না, তবে ডাবলুর জন্য দুঃসংবাদ। ও যা ডানপিটে, আজ এখানে যায়, কাল ওখানে। রাত-বিরাতে বাসা থেকে বের হয়ে এটা-ওটা করে। ও তো দু' দিনের জন্য বন্দি হয়ে গেল। ওর জন্য এটা দুঃসংবাদ না? আরো একটা দুঃসংবাদ আছে, আমরা যে একটা নতুন স্যার আনতে যাচ্ছি স্কুলে, তিনি দু-তিনদিনের মধ্যে এসে পড়বেন আমাদের স্কুলে।' স্যার একটু থেমে বলেন, 'এবার সুসংবাদটা শোনো— ডাবলু যদি সাঁতারে ফার্স্ট হতে পারে তাহলে স্কুলের খরচে একটা পিকনিক করব আমরা, আর স্পেশাল একটা পুরস্কারও দেব ডাবলুকে।' স্যার আবার সবার দিকে তাকিয়ে বলেন, 'তোমরা আর কেউ কিছু বলবে?'

কেউ কিছু বলল না। সবাই বের হয়ে এলো হেডস্যারের রুম থেকে। ডাবলুরা লাইব্রেরি রুমের সামনে এসে দাঁড়াতেই বাপ্পী একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, 'ডাবলু থাকবে বন্দিদের মতো। ও রাতে বের হতে পারবে না, আমাদেরও বের হওয়া হবে না। সুতরাং এবারও কিছু করা হবে না আমাদের। না মাছ চুরি করা হবে, না বরই চুরি করা হবে!'

সবাই মন খারাপ করে ডাবলুর দিকে তাকায়। ডাবলু আরো মন খারাপ করে বলে, 'স্কুলে আরেকটা স্যার আসছেন, আমাদের আনন্দ মাটি করতে আসছেন!'

www.MurchOna.com

সারারাত ওদের তেমন ঘুম হয়নি। সকালে উঠে সবাই চলে এসেছে স্কুলের পুকুরের কাছে। এসেই দেখে, ডাবলু শুধু জাঙ্গিয়ার মতো একটা প্যান্ট পরে আছে, সারা গা খালি ওর। পিটি স্যার সেই খালি গায়ে হাত দিয়ে ডলে ডলে তেল মাখাচ্ছেন। তেলে চিকচিক করছে ওর শরীরটা। আমাদের দেখেই ডাবলু একটু এগিয়ে এসে বলল, 'রাতে একটুও ঘুম হয়নি। আমার মনে হয় না সাঁতারে জিততে পারব আমি।'

পিটি স্যার বেশ দূরে দাঁড়িয়ে আছেন। বাপ্পী তবুও ডাবলুর কাছ ঘেঁসে ফিসফিস করে বলল, 'রাতে কোনোভাবে দু-এক ঘণ্টার জন্য পালানো যায় না?'

'অসম্ভব!' ডাবলু চোখ দুটো বড় বড় করে বলে, 'পিটি স্যার আর আমাকে পাশাপাশি একই খাটে শুয়ে থাকতে হয়। একটু নড়লেই স্যার খুক করে কেশে বলেন, ডাবলু তোমার কোনো সমস্যা?'

'তোর জন্য খারাপ লাগছে আমাদের।' অমি গলাটা ভারী করে বলে।

'আমার যে কেমন লাগছে, তোদের বলে বুঝাতে পারব না। কয়েকদিন ধরে কোনো কিছুই করা হচ্ছে না আমাদের। মধু চুরি, আখ চুরি, মুরগি চুরি—ইস, সব মিস হয়ে যাচ্ছে!'

'চিন্তা করিস না, সাঁতার প্রতিযোগিতাটা হওয়ার পর দিনই সব কিছু একসঙ্গে করব। কেউ কোনো বাঁধা দিলে শুনব না। যা ইচ্ছা হয় তা-ই করব।' টুকুন রাগী রাগী চেহারা করে বলে।

'এই তোমরা কথা সংক্ষেপ করো, ডাবলুকে আরো প্রাকটিস করাতে হবে।' পিটি স্যার এদিকে তাকিয়ে বলেন।

অমি একটা প্যাকেট ডাবলুর দিকে এগিয়ে ও বলে, 'কী এটা?'

www.MurchOna.com

'আম্মু কিছু খাবার পাঠিয়েছে তোর জন্য।'

'রাতে আমার নতুন মা আর বাবা এসেছিল। অনেকগুলো খাবার দিয়ে গেছে।' ডাবলু সম্রাটের দিকে তাকিয়ে বলে, 'তোকে দেখে একটা কথা বলতে ইচ্ছে করছে আমার।'

সম্রাট হাসি হাসি মুখ করে বলে, 'কী কতা?'

'না, এখন বলব না। সাঁতার প্রতিযোগিতাটা শেষ হোক, তারপর বলব।' ডাবলু সবার দিকে তাকিয়ে বলে, 'তোরা এখন যা, আবার আসিস। তোরা না আসলে কিন্তু দম আটকে মরে যাব আমি।'

সকালে ডাবলুকে দেখে যাওয়ার পর স্কুল ছুটি হলে ওরা আবার এসেছিল। বেশ কিছুক্ষণ গল্প করার পর সবাই চলে গেলেও আরো কিছুক্ষণ বসে ছিল সম্রাট। ছেলেটা কী যে বোকা না, ডাবলুর হাত ধরে বসে ছিল সারাক্ষণ। সন্ধ্যার পর চলে যাওয়ার সময় ডাবলুকে বুকের সঙ্গে জড়িয়ে ধরে ও বলেছিল, 'দেখিস, সাঁতারে তুই-ই ফার্স্ট হবি।'

সম্রাট তারপর বাসায় ফিরে আসছিল, কিন্তু জমিদার বাড়ির পাশের রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনটা ছেলে ওর সামনে এসে দাঁড়ায়। সবার মুখ কালো কাপড়ে ঢাকা। সম্রাট চমকে উঠে বলে, 'কে আপনারা?' কেউ কিছু বলে না। আস্তে আস্তে এগিয়ে আসতে থাকে ওর দিকে। কিন্তু আরো একটু এগিয়ে আসতেই নিতেই সম্রাট বুঝে যায়—কী করতে হবে ওকে এখন। এই তিনটা ছেলের সঙ্গে ও একা পারবে না। হঠাৎ দৌড়াতে শুরু করে ও। সঙ্গে সঙ্গে পেছনে পেছনে দৌড়ে আসতে থাকে ওই ছেলে তিনটাও।

সম্রাট দৌড়াচ্ছে, প্রাণপণে দৌড়াচ্ছে। ছেলে তিনটাও সমান তালে ছুটে আসছে। ফাঁকা রাস্তা, আশপাশে কেউ নেই যে চিৎকার করে ডাকবে। হঠাৎ কীসের সঙ্গে লেগে মাটিতে পড়তে পড়তে উঠে দাঁড়ায় ও। কিন্তু তার আগেই একটা ছুরি এসে আঘাত করে ওর বাম হাতের কবজির নিচে। তীব্র ব্যথায় কুঁকড়ে ওঠে সম্রাট। কিন্তু দৌড় থামিয়ে দেয় না সে। আগের মতোই দৌড়াতে থাকে। সে টের পাচ্ছে হাত দিয়ে টপটপ করে রক্ত পড়ছে ওর, তবুও দৌড়াতে থাকেও।

www.MurchOna.com

বেশ কিছুদূর আসার পর কতগুলো মানুষের শব্দ শুনতে পায় সম্রাট। সঙ্গে সঙ্গে ও টের পায়, পেছনের ছেলেগুলো নেই, পালিয়ে গেছে।

আধাঘণ্টার মধ্যে খবর পৌঁছে যায় সবার কাছে। মডার্ন জেনারেল হাসপাতালে এসে দেখে বিছানায় শুয়ে আছে সম্রাট। ওর হাতে ইয়া বড় একটা ব্যান্ডেজ। একটু পর পিটি স্যারকে সঙ্গে করে ডাবলুও এসে হাজির। সম্রাটের পাশে বসে কিছুটা চিৎকার করে বলে, 'বল, তোর এ অবস্থা কে করেছে? তুই চিনতে পেরেছিস শালাদের?'

'না, কালো কাপড় দিয়ে মুখ ঢাকা চিল ওদের।'

'তুই কিছুই করতে পারিসনি ওদের।'

'ওরা তিনজন চিল, হাতে ছুরিও চিল।' মুখ দিয়ে লালা পড়ছে সম্রাটের। ব্যথাতেও মুখটাও কেমন যেন মাঝে মাঝে কুঁকড়ে যাচ্ছে ওর। ডাবলু হঠাৎ সম্রাটের ডান হাতটা খামচে ধরে বলে, 'তুই মিথ্যা বলছিস না তো। একবার বল, কে তোকে এমন করেছে, আমরা সবাই গিয়ে সেই শালাকে গলা টিপে মেরে আসব।'

'আমি আছলেই চিনতে পারিনি।' সম্রাট মুখটা ব্যথা ব্যথা করে বলে, 'আমি হয়তো কিচু করতে পারতাম, কিন্তু আমি দৌড়াতে দৌড়াতে বুঝতে পারচিলাম, ওদের হাতে কিচু একটা আছে, ধারালো কিচু আছে।'

এ রাতেও ভালো ঘুম হয়নি ওদের। সকালে উঠে ওরা ডাবলুর প্রাকটিস দেখতে গেছে স্কুলে। হাত বাঁধা অবস্থায় সম্রাটও এসেছিল ওদের সঙ্গে। ডাবলু খুব মনোযাগ দিয়ে প্রাকটিস করছে, খুব আন্তরিকতার সঙ্গে পিটি স্যারের কথা শুনছে। কাল সাঁতার প্রতিযোগিতা, যে করেই হোক কাল জিততেই হবে।

www.MurchOna.com

জমিদার বাড়ির পাশে যে পরিষ্কার মাঝারি ধরনের পুকুরটা আছে তার চারপাশে মানুষ দিয়ে বোঝাই। সাত স্কুলের সব ছাত্রছাত্রী এসে উপস্থিত এখানে। আজ সাতার প্রতিযোগিতা। একটু আগে অবশ্য নতুন একটা সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে—ফার্স্ট, সেকেন্ড, থার্ড তিনজনকেই পুরস্কার দেওয়া হবে। আগে সিদ্ধান্ত ছিল কেবল একজনকে দেয়া হবে।

বাপ্পী সবাইকে সামনের দিকে তাকাতে ইশারা করে বলল, 'দিলু দাঁড়িয়ে আছে ওখানে। আমার মনে হয় সম্রাটকে ছুরি দিয়ে আঘাত করেছে ওই দিলু শালাই।'

'আবার নাও হতে পারে। কারণ আমি তো কাউকে চিনতে পারিনি।' সম্রাট ব্যান্ডেজ পরানো বাঁ হাতটা একটু উঁচু করে বলে, 'আজকের দিনের জন্য এটা বাদ থাক।'

'বাদ থাকবে কেন?' টুকুন রাগী রাগী গলায় বলে, 'যদি জানতে পারি ও এ কাজটা করেছে তাহলে আল্লার কসম, ওর পিঠের চামড়া তুলে ফেলব আমরা।'

'ছেটা পরে দেখা যাবে।' সম্রাট সামনের দিকে তাকিয়ে বলে, 'ওই দেখ, ডাবলু পুকুরের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে।'

শুভ বেশ অবাক হয়ে বলল, 'ডাবলু তো একবারে ছোট একটা প্যান্ট পরেছে।'

'সাতার প্রতিযোগিতায় ওরকম ছোট প্যান্টই পরতে হয়। অলিম্পিকে দেখিসনি, ছয় ফুটের বেশি লম্বা ফেলেপস কী রকম ছোট ছোট প্যান্ট পরে সাঁতার কাটত।' অমি বলে।

www.MurchOna.com

শুভ হাসতে হাসতে বলে, 'অতটুকু ছোট প্যান্ট পরার দরকার কী, তার চেয়ে না পরাই ভালো না, তাতে শরীরও হালকা মনে হবে, সাঁতার কেটেও মজা পাবে।'

'তুই যখন সাঁতার কাটবি তুই তখন ওরকম প্যান্ট ছাড়াই সাঁতার কাটিস। আমরা কিছু বলবও না, মনেও করব না।' বাপ্পী শুভর দিকে তাকিয়ে বলে, 'ঠিক আছে?'

সাত স্কুলের সাতজনই পুকুরে পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। সবাই ছোট ছোট প্যান্ট পরা। একটু পর আমাদের পিটি স্যার কী যেন মাখিয়ে দিলেন ডাবলুর গায়ে। অন্যান্য স্কুলের স্যাররাও মাখিয়ে দিলে তাদের ছাত্রদের।

পুকুরের পাশে লাইন ধরে দাঁড়িয়ে আছে সাতজন। আশপাশ থেকে সবাইকে সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু কেউ তেমন সরতে চাচ্ছে না। শেষে এক স্কুলের একটা স্যার একটা লাঠি হাতে নিয়ে বাঁশি বাজাতে বাজাতে সরিয়ে দিলেন সবাইকে।

সাঁতার শুরু করার জন্য যে স্যার বাঁশি বাজাবেন, তিনি ঘড়ি দেখলেন। একটু পর বাঁশি বাজিয়ে সাতজনকে রেডি হতে বললেন। সবাই সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে রেডি হলো। ঠিক তখনই ডাবলু এদিকে ফিরে তাকাল। অমি সঙ্গে সঙ্গে হাত উঁচু করল, তাই দেখে সম্রাট, বাপ্পী, শুভ, টুকুনও হাত উঁচু করল। ডাবলুর মুখটা কেমন যেন শুকিয়ে দেখে। তাই দেখে শুভ বলল, 'ডাবলু ভয় পাচ্ছে নাকি রে?'

'ভয় পাবে না। এতগুলো মানুষের সামনে সাঁতার কাটা—।' বাপ্পী একটু রাগী গলায় বলে, 'তুই হলে তো এতক্ষণে প্রস্রাব করে ফেলতিস।'

'শুধু কী প্রস্রাব, বড় কাজটাও করে ফেলত।' টুকুন বাপ্পীর সঙ্গে সঙ্গে বলে।

ডাবলু আবার তাকাল ওদের দিকে। চোখ দুটো কেমন ভেজা ভেজা ওর। তাই দেখে মনটা খারাপ হয়ে গেল ওদের। কিন্তু অমি সবাইকে বলল, 'এ মুহূর্তে মন খারাপ করা যাবে না, ডাবলু তাহলে সাঁতার কাটতে পারবে না কিন্তু। তার বদলে চল আমরা ডাবলু ডাবলু বলে চিৎকার করতে থাকি।'

'এখন না। সবাই যখন সাঁতার কাটা শুরু করবে তখন ডাবলু ডাবলু বলে চিৎকার করব আমরা।'

www.MurchOna.com

বাঁশি বেজে উঠল। সবাই আবার সোজা হয়ে দাঁড়াল। পরের বাঁশিতেই সবাই পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়বে। সবাই কেমন যেন একটু একটু কাঁপছেও এবং ঝুঁকে দাঁড়িয়ে আছে পুকুরের দিকে। এক দুই তিন... বাঁশি বেজে উঠল। সাতজন প্রায় একসঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ল পানিতে।

দশ সেকেন্ডের মধ্যে ডাবলু সবাইকে ছাড়িয়ে প্রায় দশ-বার হাত এগিয়ে গেল। ওর সাঁতার কাটা দেখে মনে হচ্ছে খুবই ডাল-ভাতের ব্যাপার এটা। প্রজাপতির পাখা নাড়ানোর মতো ও সাঁতার কেটে যাচ্ছে। বাপ্পী, অমি, সম্রাট, শুভ আর টুকুন দম বন্ধ করে ফেলেছে, নিশ্বাস বন্ধ করে ফেলেছে ওরা। সবাইকে পেছনে ফেলে ডাবলু এগিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু পুকুরের মাঝখানটা পেরোনোর পরপরই ডাবলু থেমে গেল হঠাৎ। কেমন যেন করে উঠল ও, ওকে দেখে মনে হচ্ছে কে যেন পা পেঁচিয়ে ধরেছে ওর। ও হাত দিতে ছাড়ানোর চেষ্টা করছে তা, কিন্তু ছাড়াতে পারছে না।

বাপ্পী হঠাৎ চিৎকার করে উঠল, 'ডাবলু...।'

ডাবলু ফিরে তাকাল না, ফিরে তাকানোর সময়ও নেই তার, সুযোগও নেই। পুকুরের পাশের সবার চোখও বড় বড় হয়ে গেছে—ডাবলু ওরকম করছে কেন? ডাবলু ডাবলু করে চিৎকার করতে করতে বাপ্পী পুকুরের ওই পাশের দিকে দৌড়ে গেল, পেছনে পেছনে অমি, টুকুন, সম্রাট, শুভও দৌড়ে গেল। ডাবলুর পেছনে সাঁতার কাটা ছয়জনের মধ্যে যে একটু আগে ছিল সে প্রায় কাছে এসে গেছে ওর। আর দু-তিন সেকেন্ডের মধ্যে ডাবলুকে পেছনে ফেলে দেবে সে। ডাবলু খুব চেষ্টা করছে পা'টা ছাড়ানোর জন্য, কিন্তু কোনোক্রমেই ছাড়াতে পারছে না। বাপ্পী চিৎকার করেই যাচ্ছে—ডাবলু ডাবলু...।

ডাবলুর ঠিক পেছনে সাঁতরে আসা ছেলেটা ডাবলুকে পেছনে চলে গেল সামনে দিকে। আরেকজনও এগিয়ে আসছে, সেও ডাবলুকে পেছনে ফেলে দেবে একটু পরই। এবার অমি, শুভ, টুকুন, বাপ্পী একসঙ্গে চিৎকার করতে লাগল—ডাবলু ডাবুল...। ওদের চিৎকারেই হোক আর ডাবলু অবিরাম চেষ্টাই হোক, হঠাৎ করে পা'টা ছাড়িয়ে ডাবলু সাঁতার কাটা শুরু করে আবার। সামনের ছেলেটা বেশ দূরে চলে গেছে, পেছনের ছেলেটাও কাছে এসে গেছে প্রায়।

www.MurchOna.com

ডাবলু আগের চেয়ে জোরে সাঁতার কাটছে। ওর সারা মুখ কেমন যেন লাল হয়ে গেছে, চোখ দুটোও বড় বড় হয়ে গেছে। ও খুব চেষ্টা করছে সামনের ছেলেটাকে পেছনে ফেলতে, যে করেই হোক ওকে প্রথম হতে হবে। আর মাত্র সাত-আট হাত। ডাবলু চেষ্টা করছে, প্রাণপণে সাঁতার কেটে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে। পুকুরের পাশে দাঁড়ানো সবার নিশ্বাস প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে—কী হয় কী হয়...।

আরো একটু এগিয়ে গেছে ডাবলু। ওকে দেখে মনে হচ্ছে ও আরো জোরে সাঁতরে আসছে, সর্বোচ্চ চেষ্টা করে যাচ্ছে ও। ওকে প্রথম হতেই হবে।

বাপ্পী অমির একটা কাঁধ খামচে ধরল, শুভ-টুকুন হাত ধরাধরি করে দাঁড়িয়ে আছে, সম্রাট তাকিয়ে চোখ বড় বড় করে। সবার মুখ হাসি শূন্য হয়ে গেছে, দুশ্চিন্তায় ভরে গেছে চোখ-মুখ-নাক—স-ব।

হঠাৎ মনে হলো, ডাবলু পানির ওপর দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে আসছে। সামনের ছেলেটাকে ধরার জন্য উদগ্রীব হয়ে গেছে। একবার খামচে ধরতে পারলে কামড়ে ছিঁড়ে ফেলবে ছেলেটাকে।

সামনের ছেলেটাও সমান তালে সাঁতার কাটছে। একটু পর পর ডাবলুকে দেখে নিচ্ছে সে মাথাটা সামান্য ঘুরিয়ে নিয়ে। মাথাটা আবার সোজা করে আরো দ্রুত সে সাঁতার কাটার চেষ্টা করছে।

ডাবলু হঠাৎ খুব কাছে এসে গেল ছেলেটার। আর মাত্র দু-তিন হাত। আর একটু, আর একটু...। না, তার আগেই সামনের ছেলেটা পৌছে গেল পুকুরের একেবারে শেষ সীমানায়। দু' থেকে তিন সেকেন্ড পরে পৌছল ডাবলু। সামনের ছেলেটা ভিক্টোরিয়া স্কুলের ছাত্র। ভিক্টোরিয়া স্কুলের সব ছাত্র ঘিরে ধরেছে তাকে। কেউ একজন ভেজা অবস্থাতেই মাথায় তুলে নিল ছেলেটাকে। সবাই চিৎকার করছে আর লাফিয়ে লাফিয়ে আনন্দ করছে।

দ্বিতীয় হওয়ার লজ্জায় মাথা নিচু করে আছে ডাবলু। অমি ওর কাঁধে হাত রাখল। কিন্তু আমরা কিছু বলার আগেই হেডস্যার এসে জড়িয়ে ধরলেন ডাবলুকে, তারপর প্রচণ্ড আনন্দময় চেহারা নিয়ে বললেন, 'আমার ডানপিটে ডাবলু, প্রথম না হোক সেকেন্ড হয়েছে, আমি খুব খুশি হয়েছি, খুব খুশি হয়েছি। ভিক্টোরিয়া স্কুলের ওই ছেলেটা তো ক্লাস টেনের, আর আমার ডানপিটে ডাবলু পড়ে মাত্র ক্লাস সিক্সে! ক্লাস সিক্সের একটা ছেলে ক্লাস টেনের একটা ছেলেকে প্রায় হারিয়ে দিয়েছিল। কী আনন্দ! এই

www.MurchOna.com

ছেলেরা— ।' হেডস্যার অমিদের দিকে তাকিয়ে বলেন, 'তোমরা চুপ করে আছো কেন? আনন্দ করো, চিৎকার করো, গান গাও, লাফালাফি করো, যা ইচ্ছে হয় তাই করো। আমি কিছু মনে করব না, কিচ্ছু মনে করব না।'

হেডস্যার কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে টুকুন চিৎকার উঠল, 'আমার ভাই তোমার ভাই... ।'

টুকুনের সঙ্গে সঙ্গে ডাবলুদের স্কুলের সবাই চিৎকার করে উঠল, 'ডাবুল ভাই, ডাবলু ভাই... ।'

টুকুন আবার বলল, 'আমার ভাই তোমার ভাই... ।'

সকলে চিৎকার করে উঠল, 'ডাবলু ভাই ডাবলু ভাই... ।'

বাপ্পী হঠাৎ ডাবলুকে কাঁধে নিয়ে দৌড়াতে লাগল। পেছনে পেছনে আর সবাইও দৌড়াতে লাগল। ওদের দেখে মনে হচ্ছে, ভিক্টোরিয়া স্কুলের ওই ছেলেটা না, ডাবলুই প্রথম হয়েছে।'

ডাবলু হঠাৎ বাপ্পীর কাঁধে বসেই বলল, 'সম্রাট কোথায় রে?'

'তাই তো!' বাপ্পী অমির দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, 'সম্রাটকে দেখেছিস?'

'ও তো আমাদের সঙ্গেই ছিল। এখন তো দেখছি না।'

টুকুন বলল, 'আছে কোথাও। ভিড়ের চাপে পেছনে পড়ে গেছে বোধহয়। বোকা তো!'

বাপ্পীর কাঁধে বসে উঁচু থেকে সম্রাটকে খোঁজার চেষ্টা করল ডাবলু। বেশ কিছুক্ষণ আশপাশে তাকাল, এদিক-ওদিক তাকাল। কিন্তু কোথাও খুঁজে পেল না ওকে।

হেডস্যার পিটি স্যারের সঙ্গে মনোযোগ দিয়ে কী যেন বলছেন। তাদের পাশে স্কুলের অন্য স্যারেরাও কী যেন আলাপ করছেন আর আনন্দ নিয়ে হাসছেন। ডাবলু বাপ্পীর মাথায় একটা হাত রেখে বলল, 'কাঁধ থেকে নামা তো আমাকে?'

বাপ্পী বলল, 'কেন?'

'কাজ আছে।'

'কী কাজ?'

'আগে নামা তো।'

ডাবলুকে কাঁধ থেকে নামাল বাপ্পী। ডাবলু এক সেকেন্ড কী যেন ভাবল। তারপর দ্রুত দৌড়ে চলে গেল সামনের ভিড়ের মধ্যে।

www.MurchOna.com

ডাবলুর আজও ঘুম ভেঙে গেল নতুন মা'র কান্নার শব্দে। বিছানা থেকে নেমে দরজা খুলে বাইরে বের হয়ে এলো সে। আকাশে মস্ত বড় একটা চাঁদ উঠেছে। পরিপূর্ণ গোল চাঁদ। চাঁদের আলোয় পৃথিবীটা কেমন যেন ঝকঝক করছে। মন ভালো হয়ে যাওয়ার মতো চাঁদের আলো। কিন্তু ডাবলুর মন ভালো হলো না। কারণ—এক. অনেক খুঁজেও সম্রাটকে খুঁজে পাওয়া যায়নি দুই. নতুন মা কাঁদছে।

বাবার ঘরের সামনে গিয়ে দরজায় টোকা দিল ডাবলু। এক টোকাতেই দরজা খুলে দিলেন বাবা, তারপর ঘরের বাইরে চলে গেলেন তিনি। ঘরের ভেতর ঢুকে মা'র পাশে গিয়ে বসল ও। একটু পর আলতো করে মা'র একটা হাত ধরে বলল, 'মা, তুমি আজকেও কাঁদছ!'

আঁচল দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে মা বলেন, 'ঘুম ভাঙিয়ে দিলাম, না?'

'তুমি এভাবে কেন কাঁদো?' ডাবলু মা'র হাতটা একটু চাপ দিয়ে বলে, 'আজ তোমাকে বলতেই হবে।'

মা বেশ কিছুক্ষণ চুপ থেকে বলেন, 'না শুনলে হয় না?'

'না, হয় না।' ডাবলু মা'র আরো একটু কাছ ঘেঁষে বলেন, 'তুমি আমাকে একশ পার্সেন্ট প্রমিজ করেছিলে, তুমি কেন কাঁদো এটা আমাকে একদিন বলবে। আজ বলো, প্লিজ।'

মা কিছুটা ইতস্তত করে বলেন, 'বলতেই হবে?'

ডাবলু জোর গলায় বলে, 'হ্যাঁ, বলতেই হবে।'

মা আবার কিছুক্ষণ চুপ থেকে বলেন, 'তোমার মতো আমার আরো একটা ছেলে আছে, ওর নাম রনক।'

ডাবলু অবাক হয়ে বলে, 'কোথায়?'

www.MurchOna.com

'ওকে ওর বাবার কাছে রেখে চলে এসেছি আমি।'

'কবে?' ডাবলু আগের চেয়ে অবাক হয়ে বলে।

'আড়াই বছর আগে।' মাথা নিচু করে ফেলেন মা।

থুতনির নিচে হাত দিয়ে মা'র মাথাটা উঁচু করে ডাবলু খুব শান্ত স্বরে বলে, 'কেন?'

'রনকের বাবার সঙ্গে আমার ভীষণ ঝগড়া হয়েছিল। তারপর আমি আমার বাবার বাড়ি চলে আসি।'

'রনককে সঙ্গে করে নিয়ে আসোনি কেন?'

'আসতে চেয়েছিলাম, কিন্তু রনকের বাবা আসতে দেয়নি।'

'রনক কোন ক্লাসে পড়ে?'

'এখন বোধহয় ক্লাস ফাইভে।'

ডাবলু মুখটা কালো করে বলে, 'রনকের কথা মনে হলেই তুমি তাই কাঁদো, না?'

মা কিছু বলেন না। শব্দ করে কেঁদে ওঠেন। আঁচল দিয়ে মুখ ঢেকে মাথাটা নিচু করে ফেলেন তিনি। ডাবলু কিছু বলে না, মাকে একটু কাঁদতে দেয় সে। কাঁদলে দুঃখ কমে। আগের মা প্রায়ই এ কথাটা বলতেন।

বেশ কিছুক্ষণ পর মা'র হাতটা নিজের বুকের কাছে এনে ডাবলু বলে, 'একটা কথা বলব, মা?'

মা আঁচল সরিয়ে ডাবলুর দিকে তাকান। ডাবলু আলতো করে মায়ের কাঁধে মাথা রেখে বলে, 'মা, আমি কি তোমার রনক হতে পারি?'

ডাবলুর কথাটা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মা দু' হাত দিয়ে ডাবলুকে জড়িয়ে ধরে বলেন, 'আমার রনক, আমার নতুন রনক।' মা কাঁদতে থাকেন, সমস্ত শরীর কাঁপিয়ে কাঁদতে থাকেন।

ডাবলু টের পায়, তার চোখ দিয়েও পানি পরছে, ঝরঝর করে পড়ছে।

www.MurchOna.com

গেট দিয়ে স্কুলে ঢুকতেই বাপ্পী দৌড়ে এসে বলল, 'এত দেরি করলি কেন আজ! হেডস্যার আমাদের পাঁচজনকে ডেকেছেন।'

'কোথায়?'

'কোথায় আবার, হেডস্যারের রুমে।'

'কেন?'

'সেটা আমি জানব কী করে? চল!'

'ক্লাসে বই রেখে আসি আগে।'

'ক্লাসে বই রাখতে হবে না। আগে চল।' বাপ্পী ডাবলুর একটা হাত ধরে টানতে টানতে বলল, 'হেডস্যার অনেকক্ষণ আগে ডেকেছেন।'

'অমি, শুভ, টুকুন কই?'

'ওরা হেডস্যারের রুমে।'

হেডস্যারের রুমে ঢুকতেই স্যার হাসতে হাসতে বললেন, 'আমার ডানপিটে ডাবলু এসে গেছে, এবার আমি আমার কথাটা শুরু করে দিতে পারি।' হেডস্যার তাঁর টেবিলের সামনে বসা অন্যান্য স্যারদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কী, শুরু করব।'

বিজ্ঞান স্যার বললেন, 'জি স্যার, শুরু করেন প্লিজ।'

চেয়ারে হেলান দিয়ে ছিলেন স্যার, তিনি সোজা হয়ে বসলেন। তারপর ডাবলুদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আমি কথা দিয়েছিলাম—ডাবলু সাঁতারে প্রথম হতে পারলে স্কুলের খরচে একটা পিকনিক করব এবং ডাবলুকে স্পেশাল একটা পুরস্কার দেব।'

অঙ্ক স্যার বললেন, 'জি, স্যার।'

www.MurchOna.com

'ডাবলু প্রথম হতে পারেনি— !' হেডস্যার সবার দিকে তাকিয়ে মুচকি মুচকি হাসতে হাসতে বলেন, 'তবু আমি পিকনিক করব, ডাবলুকে স্পেশাল পুরস্কার দেব!'

সবাই হাততালি দিয়ে উঠল। হেডস্যার আবার ডাবলুদের দিকে তাকিয়ে বলেন, 'তোমরা কীভাবে পিকনিক করবে আজ-কালের মধ্যে আমাকে জানাও, আমি সেভাবেই ব্যবস্থা করব। তোমরা এখন যেত পারো।'

ডাবলুরা হেডস্যারের রুম থেকে বের হয়ে আসতে নিতেই হেডস্যার বেশ শব্দ করে বললেন, 'দাঁড়াও। একটা লোকের সাথে পরিচয় করিয়ে দেই তোমাদের।'

সবাই ঘুরে দাঁড়াতেই দেখে হেডস্যারের পাশের রুম থেকে সম্রাট বের হচ্ছে হাসতে হাসতে। হেডস্যার ওর চেয়েও বেশি হেসে বললেন, 'লোকটা কে বলো তো?'

ডাবলু দ্রুত বলে ফেলল, 'সম্রাট।'

হেডস্যার হাসিটা আরো একটু বাড়িয়ে দিয়ে বলেন, 'শুধু সম্রাট না, সম্রাট স্যার।'

'স্যার!' বাপ্পী, অমি, শুভ, টুকুন আর ডাবলু প্রায় একসঙ্গে বলে উঠল।

'হ্যাঁ, এ হচ্ছে তোমাদের নতুন স্যার।' হেডস্যার আবার চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে বলেন, 'তোমরা যেমন দুষ্টু, তেমন চালাকও। তোমাদের দুষ্টুমি বন্ধ করার জন্য এর আগেও তিনটা স্যার এনেছিলাম স্কুলে, কিন্তু অদ্ভুত কিছু উপায়ে তাদের তাড়িয়ে দিলে তোমরা। অনেক ভাবনা-চিন্তা শেষে আমরা সব টিচার মিলে বের করলাম—না, এভাবে আর কোনো স্যার আনা যাবেন না। আমরা এও ভেবে দেখেছি—শাসন করেও তোমাদের ভালো করা যাবে না। সম্রাটকে শিক্ষক হিসেবে ঠিক করে সব কিছু খুলে বলতেই ও বলেছিল, স্যার ব্যাপারটা আমার উপর ছেড়ে দিন। দেখি, আমি কী করতে পারি। তারপরই সম্রাট ছাত্র সেজে তোমাদের ক্লাসে গিয়ে উপস্থিত। একে তো ভালো ছাত্র, তার ওপর নতুন পাস করে বের হয়েছে, মাথায় অনেক বুদ্ধি ছেলেটার।' হেডস্যার সম্রাটের দিকে তাকিয়ে বলেন, 'ও কিন্তু বাচ্চাদের মতো কথা বলে না, ওর মুখ দিয়ে লালাও পড়ে না।'

ঝট করে সবাই সম্রাটের দিকে তাকায়। হ্যাঁ, সত্যি সত্যি সম্রাটের মুখ দিয়ে কোনো লালা পড়ছে না। একেবারে ভদ্রলোকের মতো দেখা যাচ্ছে ওকে, একজন সত্যিকারের শিক্ষকের মতো দেখা যাচ্ছে এ মুহূর্তে।

www.MurchOna.com

হেডস্যার আবার হাসতে হাসতে বলেন, 'ও তোমাদের সামনে যাওয়ার আগে একটা কাঁচামরিচ চাবিয়ে নিত আগে, যাতে তোমাদের সঙ্গে কথা বলার সময় ঝাল লেগে মুখ দিয়ে লালা পড়ে ওর।'

ডাবলু প্রচণ্ড অবাক হয়ে বলে, 'সত্যি!'

'হ্যাঁ, সত্যি।' হেডস্যার সম্রাটের দিকে আবার তাকিয়ে বলেন, 'তোমাদের সম্রাট স্যার, এবার তোমাদের কিছু বলবেন।'

সম্রাট স্যার খুব মিষ্টি করে হেসে ডাবলুদের দিকে এগিয়ে আসেন। তারপর ওদের সবার মাথায় একবার করে হাত বুলিয়ে দিয়ে বলেন, 'তোমরা আজ আমাকে কয়েকটা প্রশ্নের উত্তর দেবে। একদম সত্যি সত্যি করে দেবে। কোনোভাবেই অন্য কিছু বলবে না।' সম্রাট স্যার সবার দিকে তাকিয়ে আগের মতোই হাসতে হাসতে বলেন, ' কী, দেবে তো?'

সবার আগে ডাবলু বলে, 'দেব।'

'রাত করে মধু চুরি করা ভালো, না কোনো হারিয়ে যাওয়া বন্ধুকে খুঁজে বের করা ভালো?' সম্রাট স্যার বাপ্পীর দিকে তাকিয়ে বলেন, 'বাপ্পী, তুমি বলো।'

'হারিয়ে যাওয়া বন্ধুকে খুঁজে বের করা ভালো।'

'ডাবলু, তোমার কি মনে হয়?'

'বাপ্পীর কথাই ঠিক।'

'আর তোমাদের?' সম্রাট স্যার এবার অমি, শুভ আর টুকুনের দিকে তাকান। ওরা একসঙ্গে বাপ্পীর কথাটাই বলে।

সম্রাট স্যার মুখে হাত দিয়ে খুক করে একটু কেশে বলেন, 'এবার বলো তো, কারো ক্ষেতের আখ চুরি করা ভালো, না কারো ঘরের আগুন নেভানো—?'

সম্রাট স্যারের কথা শেষ হওয়ার আগেই ডাবলু বলে, 'আগুন নেভানো ভালো।'

'তোমরা কী বলো?' সম্রাট স্যার আবার সবার দিকে তাকান।

'ডাবলু ঠিক বলেছে।' সবাই একসঙ্গে বলে।

সম্রাট স্যার একটু এগিয়ে গিয়ে অমির সামনে দাঁড়িয়ে বলেন, 'অন্যের বাড়ির মুরগি চুরি করলে অন্যের কেমন কষ্ট লাগে, এটা নিশ্চয় এখন তোমাকে বুঝিয়ে দিতে হবে না!'

www.MurchOna.com

'জি।'

'তুমি খুব ভালো ছাত্র, তুমি ক্লাসের ফার্স্ট বয়, কিন্তু তুমি আজেবাজে কিছু কাজ করো। এটা কি ঠিক?' সম্রাট স্যার অমির চোখের দিকে তাকিয়ে বলেন, 'তুমি সবাইকে ভালো হতে বলবে, ভালো কাজ করতে বলবে, ভালো রেজাল্ট করার কৌশল শেখাবে— ।' সম্রাট স্যার অমির মাথায় হাত রেখে বলেন, 'সকলে তোমার কাছে এটাই প্রত্যাশা করে, তোমার কাছে সবাই এটাই চায়। অমি, তুমি কী বলো, মানুষ তোমার কাছে এটাই চায়, না অন্যকিছু?'

'এটাই চায়।' অমি মাথা নিচু করে বলে।

'আমি একটা কথা বলব?' ডাবলু হাত উঁচু করে বলে।

'অবশ্যই বলবে।' সম্রাট স্যার ডাবলুর পিঠে একটা হাত রেখে বলেন, 'একটু পর, ওকে?'

ডাবলু মিনমিন করে বলে, 'জি।'

'তোমাদের কাছে এবার আমার শেষ প্রশ্ন—অন্যের পুকুরের মাছ চুরি, অন্যের গাছের বরই চুরি, মধু চুরি, আখ চুরি করার চেয়ে খেলাধুলা করা, কোনো প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করার জন্য প্রস্তুতি নেয়া কতটুকু ভালো, বলো তো?'

কেউ কিছু বলে না। সম্রাট স্যার আবার বলেন, 'তোমরা নিজেরাই তো দেখেছ—খেলাধুলায় কেউ ভালো করলে সবাই তাকে কত পছন্দ করে, সবাই তাকে নিয়ে কত আনন্দ করে, সবার মুখ কত উজ্জ্বল হয়!'

সবাই মাথা নিচু করে ফেলেছে এবার। সম্রাট স্যার আবার সবার মাথায় হাত বুলান। বেশ কিছুক্ষণ পর তিনি গভীর একটা নিশ্বাস ছেড়ে বলেন, 'এখন থেকে আমি তোমাদের পড়াব, ক্লাস নেব, আবার তোমাদের সঙ্গে রাত করে বাসার বাইরেও যাব।'

ঝট করে সবাই সম্রাট স্যারের দিকে তাকায়। সম্রাট স্যার মুখটা হাসি হাসি করে বলেন, 'তবে কোনো কিছু চুরি করতে নয়। আমরা রাতের আকাশ দেখব, অনন্ত নক্ষত্ররাজি দেখব। চাঁদ দেখব, চাঁদের আলো দেখব। জীবনকে অনুভব করার জন্য রাতে রাস্তায় শুয়ে থাকা মানুষ দেখব, না খেয়ে থাকা কোনো মানুষের জন্য খাবার নিয়ে যাব আমরা। সার একটু থেমে বলেন, আমরা রাতের রাস্তায় হেঁটে হেঁটে অনেক গল্প করতে পারি, চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকা গাছ দেখতে পারি, বাতাসে ভেসে আসা অজানা কোনো ফুলের সুবাস নিতে পারি। আমরা রাতের অন্ধকারে বসে আলোর

www.MurchOna.com

মর্ম বুঝতে পারি, আমরা নদীর খুব কাছে গিয়ে পানির মৃদু মৃদু কাঁপন দেখতে পারি। কোনো কোনো দিন আমরা কোনো মাঠে বসে সারারাত কেবল জোনাক পোকা দেখতে পারি, টিপটিপ করে জ্বলে ওঠা জোনাক পোকা কাছে আসবে, আমরা আলতো করে ছুঁয়ে ওদের স্বাগত জানাব।' সম্রাট স্যার একটু থেমে বলেন, 'আমরা আরো কত কী পারি! কী পারি না?'

অমি অস্ফুট স্বরে বলে, 'পারি।'

'তোমরা কি জানো—একশটা খারাপ করে যে আনন্দ পাওয়া যায়, একটা ভালো কাজ করে তার চেয়ে অনেক বেশি আনন্দ পাওয়া যায়? যদি না জেনে থাকো, একবার একটা ভালো কাজ করে দেখো—দেখবে কত ভালো লাগছে তখন, জীবন কত সুন্দর মনে হয় তখন, সবকিছু কেমন আনন্দময় মনে হয়!' সম্রাট স্যারের চোখ দুটো ভিজে গেছে, টল টল করছে চোখ দুটো। তিনি চোখ দুটো মুছতে মুছতে বলেন, 'কয়েকদিনের মধ্যে আমরা পিকনিকটা সেরে ফেলব।'

বাপ্পী মাথা চুলকাতে চুলকাতে বলে, 'স্যার, আপনার হাতে ছুরি দিয়ে কে আঘাত করেছিল, জানেন?'

'জানি।'

'দিলুকে কিছু বলবেন না আপনি?'

'দেখি।' সম্রাট স্যার হাসতে থাকেন। হাসতে হাসতে তিনি ডাবলুর দিকে তাকিয়ে বলেন, 'ডাবলু, তুমি যেন কী একটা কথা বলতে চেয়েছিলে?'

ডাবলু সম্রাট স্যারের দিকে সরাসরি তাকিয়ে বলে, 'এই যে মধু চুরি করার দিন বাপ্পী হারিয়ে গেল, আখ চুরি করার দিন একজনের ঘরে আগুন লাগল, মুরগি চুরি করার দিন অমিদের মুরগি চুরি হলো; এই যে হঠাৎ করে সাঁতার প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হলো—আমাদেরকে ওই সব বাজে কাজ থেকে সরিয়ে আনার জন্য, আমাদের চিন্তাকে অন্যদিকে নেয়ার জন্য, এ সব কিছুই কী আপনি করেছেন কিংবা আপনি কাউকে দ্বারা করিয়েছেন?'

সম্রাট স্যার অনেকক্ষণ ডাবলুর দিকে তাকিয়ে থেকে হাসতে হাসতে বলেন, 'তোমার কী মনে হয়?'

www.MurchOna.com

অবশেষে

১

অন্ধ একটা মানুষকে রাস্তা পার করে দিচ্ছে একটা ছেলে। রিকশা, বাস এবং অন্যান্য যানবাহন দেখে খুব কৌশলে কাজটা করছে সে। কাজটা শেষ হওয়ার পর অন্ধ লোকটা ছেলেটার মাথায় একটা হাত রেখে বলেন, 'তুমি অনেক বড় হও বাবা, আকাশের সমান বড় হও।'

ছেলেটা হাসতে হাসতে বলে, 'এত বড় হলে তো সমস্যা!'

সামনের দিকে হাত বাড়িয়ে লোকটা আবার ছেলেটার মাথা ছুঁয়ে বলেন, 'কীসের সমস্যা, বাবা?'

ছেলেটা আগের মতোই হেসে হেসে বলে, 'আকাশের সমান বড় হলে ঘুমাব কোথায়? অত বড় খাট পাব কোথায়?'

অন্ধ লোকটা ছেলেটার মাথা চুল এলোমলো করে দিয়ে বলেন, 'পাগল ছেলে।' তারপর তিনি চলে যান। ছেলেটা আরেকটা অন্ধ লোকের জন্য অপেক্ষা করে। মাসের একটা দিন এভাবে অন্ধ মানুষদের হাত ধরে রাস্তা পার করে দেয় সে। কাজটা করতে খুব আনন্দ হয় তার, আনন্দে মাঝে মাঝে চোখে পানি এসে যায় তার।

অন্ধদের রাস্তা পার করে দেওয়া এই ছেলেটার নাম টুকুন। মাঝে মাঝে ওর বন্ধুরা ডাকে উকুন বলে। উকুনের মতো কিছুটা চুপচাপ, শান্তশিষ্ট হয়ে কাজ করে বলে, সবাই ইদানীং এই নামে ডাকে ওকে।

২

খুব যত্ন করে টবের গাছগুলোতে পানি দিচ্ছে ছেলেটা। একটু পর পর গাছগুলো ছুঁয়ে দেখছে সে, গাছের ফুলগুলোকেও ছুঁয়ে দেখছে। কখনো কখনো গাছের সঙ্গে কথা বলে একা একা।

www.MurchOna.com

'কেমন আছো গোলাপ বাবু?' গোলাপ গাছকে জিজ্ঞেস করে সে।

'ভালো।' গোলাপ গাছ উত্তর দেয়।

'তোমার ডালে ফুল ফুটাতে কেমন লাগে?'

'ভালো, খুব ভালো।'

'এই ফুলগুলো কেন ফোটাও তুমি?'

'মানুষের ভালো লাগবে বলে, মানুষ আনন্দ পাবে বলে।'

গাছগুলোকে সেই প্রশ্ন করে, সেই আবার উত্তর দেয়। এভাবে প্রশ্নোত্তরের পালা শেষ করে সে আবার গাছগুলোর গায়ে হাত দেয়। প্রতিদিন সকাল আর সন্ধ্যায় কাজটা করে পড়তে যায় সে পড়ার টেবিলে। লক্ষ্মী এ ছেলেটার নাম বাপ্পী।

৩

আগে সে ঠিকমতো দাঁত ব্রাশ করত না। মুখ না ধুয়েই সে খেত, স্কুলে আসত। মাঝে মাঝে এই নিয়ে তার দাঁত ব্যথাও হতো। আর দাঁত ব্যথা হলেই ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে হতো তাকে। ডাক্তার তখন বলতেন, 'কী বাবু, দাঁত ব্যথা কেমন লাগে?'

ছেলেটি ব্যথায় কাতরাতে কাতরাতে বলত, 'অসহ্য।'

'আজ ঠিক করে দিচ্ছি, এরপর থেকে নিয়মিত দাঁত ব্রাশ করবে, ঠিক আছে?'

ছেলেটি হ্যাঁ বলত, বাসায় এসে ভুলে যেত সেটা। আবারা দাঁতে ব্যথা হতো তার।

তার আর এখন দাঁতে ব্যথা হয় না। সে এখন নিয়মিত দাঁত ব্রাশ করে, দাঁত পরিষ্কার রাখে। দাঁত ঝকঝকে করা এই ছেলেটার নাম শুভ।

৪

সপ্তাহের ছুটির দিনটাতে তার কাজই হচ্ছে এলাকার ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের খোঁজ নেওয়া—কেউ ঠিকমতো স্কুলে যায় কি না, ঠিকমতো ইংরেজি পড়তে পারছে কি না, অঙ্ক করতে পারছে কি না।

কেউ স্কুলে যেতে না চাইলে মাঝে মাঝে তাদের চকলেট-বিস্কুটের লোভ দেখিয়ে স্কুলে নিয়ে যায় সে। যারা অঙ্ক বোঝে না তাদের অঙ্ক বুঝিয়ে দেয়, যারা ইংরেজি পারে না তাদের ইংরেজি শিখিয়ে দেয়।

www.MurchOna.com

কোনো কোনো বিকেলে সে তার বয়সী অনেককে নিয়ে পাড়ার লাইব্রেরিতে যায়, সবার হাতে একটা করে বই ধরিয়ে দিয়ে বলে—পড়ো। তারা বাধ্য ছেলের মতো বই পড়তে থাকে।

মাঝে মাঝে ওদের বই পড়া দেখে ছেলেটা বলে, 'বই পড়তে কেমন লাগছে তোমাদের?'

সবাই একসঙ্গে শব্দ করে বলে, 'জি স্যার, ভালো।'

চুপচাপ এই ছেলেটাকে অনেকে আদর করে বলে মাস্টার মশাই। এই অল্পবয়সী মাস্টার মশাইটার নাম হচ্ছে অমি।

৫

পাড়ার এক বাড়িতে একবার একটা চোর ধরা পড়ল। অনেকে তাকে প্যাঁদানি দিয়ে নাক-মুখ দিয়ে রক্তও বের করে দিয়েছিল। কথাটা শুনেই তাকে দেখতে গিয়েছিল ছেলেটা। কিন্তু চোরটাকে দেখেই অবাক হয়ে যায় সে। এ যে তারই বয়সী একটা ছেলে। খুব খারাপ লাগে তার।

ছেলেটাকে নিজেদের বাসায় নিয়ে আসে সে। ভালো করে গোসল করিয়ে, নিজের কিছু কাপড় দিয়ে, খাবার খেতে দেয় তাকে।

মাত্র দেড় মাসের চেষ্টায় চোর ছেলেটা ভালো হয়ে যায়। কিন্তু লেখাপড়ার প্রতি কোনো আগ্রহ জন্মাতে পারেনি ওকে, তবে ইলেট্রিকের কাজ জানে সে কিছুটা।

বাবার এক বন্ধুর ইলেকট্রিক কারখানায় কাজ জুগিয়ে দেয় সে চোর ছেলেটাকে। যদিও সে এখন চোর নেই, ভালো হয়ে গেছে, কাজও করে সে খুব মনোযোগ দিয়ে।

একটা চোর ছেলের জন্য যে ছেলেটা এতকিছু করল, সেই ছেলেটা আর কেউ না, সে সবার প্রিয় ডাবলু, হেডস্যার যাকে ডাকতেন ডানপিটে ডাবলু।

টুকুন, বাপ্পী, শুভ, অমি আর ডাবলু আর কোনো বাজে কাজ করে না, রাত করে কখনো আর বাইরে যায় না তারা। কিন্তু ওদের খুব প্রিয় সম্রাট স্যার মাসের একটা রাত ওদের নিয়ে বাইরে যান। তিনি ওদের নিয়ে চাঁদের

www.MurchOna.com
suman ahm@yahoo.com

www.MurchOna.com

আলোতে রাস্তায় হাঁটেন, নদীর ধারে বসে নদীর পানি দেখেন, চুপচাপ-শান্ত গাছ দেখেন। কখনো কখনো আকাশ থেকে খসে পড়া উল্কাপিণ্ড দেখেন। সবচেয়ে বেশি দেখেন আকাশ।

মাঝে মাঝে কোনো ফাঁকা মাঠে বসে আকাশ দেখতে দেখতে সম্রাট স্যার বলেন, 'ওই যে বাম পাশের কোনার তারাটা, ওটার নাম সপ্তর্ষি।' সবাই আকাশের বাম পাশের দিকে তাকায়। সম্রাট স্যার আবার আকাশের ডান পাশের দিকে হাত উঁচু করে বলেন, 'ওটা লুব্ধক।' ওরা আবার ডান পাশের দিকে তাকিয়ে লুব্ধক তারাটা দেখে। তারপর শুকতারা, মনিতারা অনেক তারা দেখিয়ে সম্রাট স্যার বলেন, 'তোমাদের মধ্যে কেউ কোনো তারা চেন?'

ডাবলু হাত উঁচু করে আকাশের মাঝখানের সবচেয়ে উজ্জ্বল তারাটা দেখিয়ে বলে, 'জি স্যার, ওই তারাটার নাম হচ্ছে মা তারা। আমার মা মারা গিয়ে আকাশে চলে গেছে তো, তাই ওটা হচ্ছে মা তারা।' ডাবলু আর কিছু বলে না। অবুঝ শিশুর মতো শব্দ করে মা মা বলে কেঁদে ওঠে। নিস্তব্ধ রাতটা ভারী হয়ে যায়, ভারী হয়ে যায় চারপাশের সবকিছু। একটু পর আকাশের সমস্ত তারা দেখে—একটা মাঠের ভেতর বসে একটা মা-হারা ছেলে প্রচণ্ড দুঃখে কাঁদছে, সঙ্গে সঙ্গে তার চার বন্ধুও কাঁদছে, কাঁদছেন তাদের প্রিয় স্যারটিও!

suman_ahm@yahoo.com
www.MurchOna.com

Danpite Dablu by Sumanta Aslam

For More Books & Music Visit www.MurchOna.com
MurchOna Forum : http://www.murchona.com/forum
suman_ahm@yahoo.com